পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থ-মালার উননবতিতম-গ্রন্থ

আনন্দ মন্দির

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ ডি-এল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আষাঢ়—১৩৩০

প্রকাশক —
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা

উপহার—

____

____

____

আনন্দ মন্দির

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(পর্ব্বত-চূড়া। দূরে সমতল প্রান্তর—সুন্দর জঙ্গলাকীর্ণ। একটি পাহাড়ী নদীর সৈকতময়বক্ষে আলিঙ্গনবদ্ধ একটি পুরুষ ও নারী বেড়াইতেছে। শিকার করিতে করিতে সখী-পরিবৃতা শান্তার প্রবেশ।)

শান্তা। বড় ক্লান্ত হ'য়েছি, এইখানেই, এই নদীতীরেই এবে বিশ্রাম ক'রতে হ'বে। কর্ম্মদেবী, ছাউনীর আদে দাও ভাই।

(কর্ম্মদেবী বাঁশী বাজাইল। একটি সৈনিক আসিয়া নমস্কার করিল।)

কর্ম্ম। ছাউনী।

সৈনিক। যে আজ্ঞা।

(সৈনিকেরা আসিয়া তাম্বু খাটাইবার আয়োজন করিতে লাগিল)

শান্তা। (আলস্য ত্যাগ করিতে করিতে) ভাল লাগে না ভাই, শিকার টিকার। বাড়ীতে বসে' থাকলে এতক্ষণ কেমন তোফা তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়ে বিজলী পাখার হাওয়ার সঙ্গে সুরভি সরবৎ খাওয়া যেত! চাই কি মশ্‌গুল হ'য়ে ব'সে গীতার গান শোনা যেত, রঙ্গিণীর নৃত্যরঙ্গ দেখা যেত—কত রকমেই আরাম করা যেত। কিন্তু এই কর্ম্মদেবীর কি হুজুগ! বেরোও শিকারে!

কর্ম্ম। দোষ ত আমার! কিন্তু এতক্ষণ যে ফূর্ত্তি করে তেড়ে হরিণ শিকার করে বেড়ালে, আর আমার নূতন শতঘ্নী যন্ত্রে পাঁচশত হিংস্র জন্তু চক্ষের নিমেষে বধ ক'রলে সেটা কি ঘরে ব'সে হাওয়া খেতে খেতে হ'তে পারতো? ভেবে দেখ, একটা দুটো নয়, পাঁচশো বাঘ আর সিংহ আধ দিনের ভিতর শিকার করা—তোমার প্রজাদের কত বড় উপকার ক'রলে সেটা হিসাব করো!

গীতা। আর এখানে তোমার ফূর্ত্তির বা কি কমতি হ'চ্ছে বল। নাচ গান চাও তো এখানেও তো হ'তে পারে।

শা। এই জঙ্গলের মধ্যে কি আবার নাচগান! চারদিক-থেকে গাছগুলো যেন খেতে আসছে। এখানে কি গান জমে?

গীতা। জমে গো জমে, তোমার কিংখাবের গদীমোড়া করাসের

নাচগান সে ফরাসেই জমে। কিন্তু আরও এক রকম নাচ-গান আছে সে কেবল এই পাহাড়ে জঙ্গলেই মানায়। শুনতে চাও? আয় লো সবাই সবুজ বনের গানটা ধরি—

সখীদের নৃত্য-গীত।

সবুজ বনে আকুল হাওয়া লাগিল রে।
ঘুমান বনের পরাণ আজি মাতিল রে।
কুহরিছে পিকবঁধু,
ভ্রমর ঢুঁড়িছে মধু
ময়ূর ভুলাতে বঁধু নাচিল রে।
শত মুখে পাখী গায়,
নেচে ধায় মধু বায়,
সারাটি ধরণী তায় হাসিল রে।

শান্তা। (আবিষ্টভাবে) ওই একটা কোকিল ডাকছে না? বেশ মিষ্টি! কিন্তু সেতারের ঝঙ্কারের চেয়ে নয়! কিন্তু তবু, এই ডাকটায় যেন প্রাণের ভিতর কিসে গিয়ে সাড়া দেয় যা' বোধ হয় সেতারে ঠিক্—ওকি?

প্রীতা। কি? ওই যে নদীর চড়ায়? ও সেই সনাতন জিনিষ, সৃষ্টির আদি থেকে যা হ'য়ে আসছে—ও ভালবাসা।

শা। প্রীতি, তুই পাগল হ'য়েছিস, ওই মানুষটা নাকি ঐ মেয়ে মানুষটাকে ভাল বাসতে পারে!

প্রী। কেন পারবে না? তুমি বুঝি মনে ভেবেছ যে ভালবাসা

জরীর পেশোয়াজের উপর—নিদেন রেশমী শাড়ীর উপর ছাড়া জন্মাতে পারে না !

শা। তা' নয়। কিন্তু ঐ মেয়েটা—ওই কালো কুৎসিৎ !

চিত্রা। কালো বটে কিন্তু কুৎসিৎ কি এমন—বেশ নিটোল দেহখানি কিন্তু। আমি ওর ছবিটা এঁকে ফেলি র'স।

শা। চিত্রা, তুই যা তা বকিস না। কি সব কথা বলিস, তোর লজ্জার গন্ধ নেই। ওই জন্তটা গা খুলে রয়েছে বলে' তোরও সেই আলোচনা ক'রতে হ'বে। আর কিই বা দেহের ছিরি। হাত দুখানা যেন মুগুর ! ঠোঁটদুখানার বাহার দেখ যেন পরস্পর ঝগড়া করে উল্টো পথে বেঁকেই চ'লেছে।

প্রী। (হাসিয়া) তা পুরুষটিই কি এমন কন্দর্প-কান্তি ! পুরুষ মশায়টির রং ও তো ঠিক চাঁদের আলোর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে না।

শা। প্রীতি, তোর যদি এক ফোঁটা পছন্দ থাকে ! চাঁদের আলোটাই বুঝি বড় জবর রং হ'ল। তবে আর তুই চাঁদের আলোর রঙের শাড়ীখানা ফেলে তুই ধুপছায়া সাড়ী পরে, এসেছিস কেন ? কোনও রঙই সব সময় সব জায়গায় সুন্দর হয় না। ঠিক যেখানটার যে রঙ মানায় সেইখানে সেইটা সুন্দর হয়। ওই লোকটার সমস্ত চেহারার সঙ্গে ওই একটু মলিন, একটু লাল্‌চে, অথচ উজ্জল, রংটা—ঠিক যেন একটা ঘোরাল রঙের ঠোঙ্গার ভিতর থেকে বিজলীবাতির চমক বেরোচ্ছে—ওকে খুব বেশী মানায় নি ?

প্রী। (হাসিয়া) খুব মানিয়েছে—হুশো বার মানিয়েছে! না হ'লে রঙের ব্যাখ্যানা ক'রতে গিয়ে তোমার ব্যাকরণ শুদ্ধ এলো-মেলো হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঠাকরুণ মিলটা যেখানে হ'য়েছে সে জায়গাটা তুমি ধ'রতে পারনি।

শা। কেন পারবো না? অর্থাৎ পারাতো যাবেই না। কেন না ওই লোকটার রূপের মিলটা ঠিক এক জায়গায় নয়—তার মানে, একটা বিশিষ্ট জায়গায় কোনও একটা বিশেষ হয়ে হচ্ছে না—মানে—অর্থাৎ কি না, ওর সমস্তটা চেহারায় এমন একটা অপরূপ রকমের সামঞ্জস্য আছে—হ'চ্চে গিয়ে সমস্তটা মিলে এমন একটা সৌষ্ঠব সৃষ্টি ক'রছে যে—(অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।)

প্রী। তা' নয় রাণী, মিলটা ওর দেহের মধ্যে কোথাও নেই মিলটা হ'য়েছে ঠিক এই খানটাতে।—

(একটা তীর দিয়া শান্তার বক্ষ স্পর্শ করিল।)

শা। (না শুনিয়া) দেখেছিস্, দেখেছিস্, মুখের ভিতর লোকটার কি একটা জ্যোতি আছে! একবার এদিকে চাইলে যেন চারিদিকে বিদ্যুৎ ঝলক দিয়ে উঠলো।

প্রী। হ'য়েছে! ওগো রাণী, একটু সরবৎ খাও!

শা। লোকটা চ'লেছে দেখেছ? যেন পায়ের তলায় পৃথিবীটাকে পিষ্‌তে পিষ্‌তে চলেছে—ওর প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়ে চড়ে' বলে দিচ্ছে ও বীর। কিন্তু তবু ওর অঙ্গ সঞ্চালন গুলো ঠিক

যেন আমাদের রঙ্গিণীরই মত ছন্দোময়। দেখ, ওই যে হাত বাড়িয়ে র'য়েছে যেন নিপুণ-ভাস্করের খোদাই করা প্রেমের মূর্ত্তি। (মুখ বিকৃত করিয়া ফিরাইল)

প্রী। কি রাণী মুখ যে বড় ফেরালে! ছবিখানা বুঝি চুরমার হ'য়ে গেল। কবিত্বের ক্ষীর সাগরে কে বুঝি কতকগুলো রোচনা ফেলে দিলে! নয়?

শা। তা' নয় ত কি ভাই? ওই পুরুষ যখন ওই নারীটাকে আলিঙ্গন করে তখন তোর সৌন্দর্য্য বোধেও কি একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে না?

প্রী। না ভাই লাগে না। কেন না ওই বদরঙের উপর বিধাতা এমন একটা মায়ার পালিস দিয়ে দিয়েছেন সেটাতে সব অসুন্দরকে সুন্দর ক'রে তোলে। ওই নারীর সমস্ত অরূপকে ঢেকে দিয়ে সুন্দর করে তুলেছে ওর প্রেম।

শা। প্রীতি, তুই থাম! তোর জ্যাঠামো রাখ! কাকে কি বলে একটু বুঝতে শেখ। ওর নাম নাকি প্রেম! প্রেমের কথা ওই জন্তুটা বুঝবে কি? ওকি কখনও ভালবাসতে পারে? ঐ অসভ্য বর্ব্বরটা—যার গায় একখানা কাপড় পর্য্যন্ত নেই।

প্রী। তা সত্য রাণী, কিন্তু প্রেম সৃষ্টি হ'য়েছিল কাপড় চোপরের ঢের আগে, মানুষের রক্তমাংসের সঙ্গে।

বাণী। (হাসিয়া) তুই কি যে বলিস প্রীতি! সে যার কথা তুই বলছিস সেটা প্রেম নয়, সেটা কেবল একটা পাশব

প্রবৃত্তি। মানুষ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্ত্তে পেয়েছে পবিত্র প্রেম! ওই দুটো বর্ব্বরের মধ্যে কি কখনও প্রেম সম্ভবপর হ'তে পারে।

শা। উঁহুঁ, তোর কথাও আমি মানতে পারলাম না। পুরুষটাকে তুই বর্ব্বর বলিস কি ব'লে? ওতে বর্ব্বরতার কোনও লক্ষণই নেই। ওর যে ভালবাসার শক্তি আছে আমার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রী। আমি দুশো' বার সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু রাণী, তোমার প্রেমের সাগর ওই যে পুরুষটি উনিও তো কিছু মস্‌লিন কি কিংখাবে গা মুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন না! কাপড় চোপরের মাপে যদি লোকের ভালবাসা হয় তবে ওর ভাল-বাসার পরিমাণ, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে—শূন্য।

শা। কি যে বলিস! কাপড় চোপরের মাপে ভালবাসা হয় সে কথা কে বলছে। ভালবাসা যে মনের জিনিষ সেটা আমারও জানা আছে। দেখতে পাচ্ছিস না ও লোকটা সত্য সত্য বর্ব্বর নয়! ওর চোখের ভিতর দিয়ে, ওর হাত পায়ের প্রত্যেকটা ভঙ্গীতে বলে দিচ্ছে ও সভ্য। কেবল ওর বাইরের খোলসটা খুল্‌লেই ও ধরা পড়ে যাবে—ওর অন্তরটা বের করে দেখলেই—

রাণী। একটু মেজে ঘসে!

প্রী। বড় গোল ঠেকছে রাণী। ওকে মানুষরূপে সভ্য সমাজে

দেখাতে গেলে খোলস খুললে চ'লবে না, ওকে ঢাকতে হ'বে। কাপড় চোপর, বর্ম্ম, চর্ম্ম ইত্যাদি কোরে।

শা। যা প্রীতি, তোর সঙ্গে আমি কথা কইবো না, তুই খালি ঠাট্টা করবি ভারি ভারি কথা নিয়ে।

প্রী। হাঁ ভারী বটে, তিন মণের কম হ'বে না।

শা। (প্রীতিকে প্রহার করিয়া) যা' তোদের বাঁদরামী তোরা কর! আমি চল্লাম।

প্রী। চল।

শা। তুই কোথায় যাবি ?

প্রী। আমার যে যেতেই হ'বে। আমি না গেলে তোমার লক্ষ্য লাভ হ'বে না।

শা। কি আমার লক্ষ্য ?

প্রী। তুমি তা জান না রাণী। কিন্তু বুকের উপর হাত রেখে তোমার অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর—উত্তর পাবে—তোমার প্রাণ চায় ভালবাসা। (শান্তা ভ্রূকুটি করিয়া চাহিয়া পরে মুখ নীচু করিয়া কহিল) ওই মূর্ত্তি এখন তোমার সমস্ত চিত্ত, সমস্ত সত্তার একমাত্র লক্ষ্য। ওকে তোমার পেতে হ'বে।

শা। তোর কল্পনার বাহাদুরী আছে! আচ্ছা ধর্ যে তোর কথাই সত্যি। তা হ'লে এখন ওকে পাবার জন্যে তোর মতে ক'র্‌তে হ'বে কি ?

প্রী। শিকার।

শা। শিকার?

প্রী। হাঁ মানুষ শীকার।

শা। (শিহরিয়া) কি বলিস! ওর গায়ে তীর ছুঁড়্‌বো।

প্রী। তীর ছোঁড়া ছাড়াও অন্য রকম শীকার আছে—সেইটা এখন শিখতে হ'বে তোমায়, সেই শিকারে মনের মানুষকে বুকের ভিতর পাওয়া যায়।

শা। (অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া) শেখা ভাই আমায় সেই শীকার। আমি তাই চাই।

প্রী। কর্ম্মদেবী ভাই, ছাউনী উঠাও, রাণী আবার শীকারে চল্লেন।

কর্ম্ম। (আদেশ দিয়া) বহুত আচ্ছা, চল রাণী এবার আমার বহুমুখী অস্ত্রের পরীক্ষা দেখাব।

প্রী। এবার তোমার অস্ত্র একটিও নয়, এবারকার শীকার আমার অস্ত্রে হ'বে।

কর্ম্ম। হো, হো, হো, তোমার যন্ত্রে শীকার। একটা হরিণ-ছানা দেখলে মূর্চ্ছা যাও তুমি, তোমার আবার শিকার? তোমার অস্ত্র! হাসালে!

প্রী। রাণীর হুকুম এই রকম।

শা। হাঁ তাই!

ক। রাণী, পাগল হ'য়েছ? এই ক্ষেপাটার কথায় তুমি—

শা। কর্ম্মদেবী, ভাই, আমার আজকে ক্ষেপ্‌বারই বড় হ'চ্ছে, যুক্তি যন্ত্র সব ভাসিয়ে দিয়ে আজকার

দিনটা প্রীতির সঙ্গে পাগল হ'য়েই বেড়াব ভাই। এস সবাই।

কর্ম্ম। চল, কিন্তু আমার সর্ব্বমুখী যন্ত্রটা আমি সঙ্গে না নিয়ে ছাড়ছি না।

প্রী। হাঁ ঠিক্! তোমার যন্ত্রপাতি সব নিয়ে এসো। যার যে অস্ত্র আছে সব নিয়ে এসো। এ ভয়ানক শিকার! এতে সব হাতিয়ার দরকার হ'বে। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জঙ্গলা ও জিউ।

(গভীর বনের মধ্যে একটি ছোট নদীর ধারে দুইজনে বসিয়া একটা বুনো শূয়োর কাটিয়া খাইবার উদ্যোগ করিতেছে)

জ। বলিহারী জান্! বাঃ! কি শিকারই ক'রেছিস্, এমন বরা' কতবচ্ছর খাই নি! চোখেরও যেমন তোর পা'ন, হাতেরও তোর তেমনি জোর।

জিউ। নে নে আর রঙ্গ ক'রতে হবে না, খাবি নাকি খা'। আ মর, হাঁ করে দেখছিস কি ?

জ। দেখছি কি জিউ? কি ব'লবো কি দেখছি! তোর মুখের দিকে চাইলে যে আমি কত কি দেখি সে ব'লতে

পারি না। বাহবা বাহবা! কি তোর চোখের খেলা! আবার পাতা পড়ে গেল, ঠিক যেন একটা পদ্মের পাঁপড়ি এসে একটা ভোমরাকে ঢেকে ফেল্লে! জিউ।—(আলিঙ্গন)

জি। (কিছুক্ষণ পর) ছাড়্ আমায় ছাড়্ এখন। খাবি নাকি খা'। সেই কোন সকাল থেকে বনে বনে দৌড়ে দৌড়ে শিকার করে বেড়াচ্ছিস্, ক্ষিদে পায় নি?

জ। আরে ক্ষিদে বল্‌স্ কি? যখন সেই হরিণটার পিছনে ছুটছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল যে যদি সেটাকে পাই তো বুঝি বা এক গরাসে গিলে ফেলতে পারি। ক্ষিদের হাতটা এমন নরম হ'য়ে গেল যে পাথর ছুঁড়ে মারলাম, সেটা হরিণের গায় লাগলো না। শেষে ব'সে পড়লাম। এমন সময়ে তুই এলি, বরা'টা কাঁধে ক'রে। অমনি ভুলে গেলাম! ক্ষিদে তেষ্টা সব ভুলে গেলাম—বরা'শুদ্ধ তোর মূরত দেখে সব ভুলে গেলাম—সেই থেকে তোর দিকে চেয়েই রয়েছি— তুই কি আশ্চর্য্য! কি সুন্দর জিউ!

জি। (হাসিয়া)—আরে পাগল, এখন খেয়ে নে, আমি তো আর উপে' যাব না! পরে দেখিস্ এখন।

(জঙ্গলা খাইতে লাগিল, জিউ তার মুখের দিকে প্রেমপূর্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল।)

জ। কই তুই যে খাচ্ছিস্ নে? তুই যে বড় আমার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে র'য়েছিস্। খা', আমিই কি উপে' যাব?

জি। যদি যাস্!

জ। পাগল! কি যে বলিস তার ঠিকানা নেই। উপে' যাব কি রে; মানুষ কখনও উপে' যায় না। চুপ করে রইলি যে? কি ভাবচিস্ বল।

জি। জানি না ছাই কি ভাবি! যা ভাবতে নয় তাই ভাবি। তোর দিকে চাইলেই আমার কেবলি মনে হয় তুই বুঝি কোথায় লুকিয়ে যাবি। তোকে আর বুঝি দেখতে পাব না। কখন তুই পালিয়ে যাবি। সেই ভয়ে ভয়ে আমি তোর মুখের ওপর থেকে চোখ ফিরাতে পারি না। জঙ্গলা, জান্ আমার! বল্ আমায় ছেড়ে তুই কোথাও যাবি না।

জ। (জিউর মাথা কোলে টানিয়া লইয়া) পাগল ক্ষেপেছে! আরে তোকে ফেলে যাব কোথায় রে? তুই যে আমার বুকের পাঁজরা রে। তুই নেহাৎ পাগল।

জিউ। (নিজেকে মুক্ত করিয়া) আচ্ছা বল্ দেখি আমাকে আজ কেমন দেখাচ্চে এ দেওদারের ঘাঘরা আর ফুলের গয়না পরে।

জ। খুব সুন্দর! তোর যে সব সুন্দর রে পিয়ারী!

(দূরে ব্যাঘ্র গর্জ্জন)

জিউ। তুই ব'স আমি দেখে আসি বেটা ডাকে কোথায়? তুই ততক্ষণ খেয়ে দেয়ে পেটটা ঠাণ্ডা কর্। চুপ! শব্দ করিসনে।

জ। যা’ তুই যা। দেখিস সাবধানে থাকিস ঝোপ থেকে যেন বেরুস না। খবরদার!

[জিউর প্রস্থান।

জ। বলিহারী! কি চলন রে! শুঁড়ি মেরে মেরে চলেছে যেন শিকারী বেড়ালের বাচ্চা। আবার ত্বলতে ত্বলতে চলেছে যেন ভারী বুনো মোষ! ওই ছুটলো—কি হ’ল? না কিছু না। ওই আবার ঝোপ নিয়েছে! যাব নাকি? না ও রাগ ক’রবে; থাক! কিন্তু বাঘটা জবর জানোয়ার! ওই ডাকচে—হাঁ। ও কি ডাক? জখম হ’য়েছে মনে হচ্চে! না কি? (শুনিয়া) বাস, এইবারে ঠাণ্ডা। বলিহার হাতের তাক। এরই মধ্যে বাঘটাকে সাবাড় ক’রলে!

(জিউ ছুটিয়া আসিল)

জি। অদ্ভুত কাণ্ড!

জ। তোর কাছে এমনই কি অদ্ভুত! একটা বাঘ—

জি। যা ভেবেছিস তা’ নয়, আমি বাঘ শিকার করিনি।

জ। তবে কে?

জি। কেউ না!

জ। তবে কি হ’ল? বাঘটা কি চলে গেল?

জি। না মরে গেছে, হুটোই মরেছে। অদ্ভুত।

জ। সে কি রে। হুটোই কি? খুলেই বল না কি হয়েছে।

জি। আমি যেতেই দেখলাম কি একটা প্রকাণ্ড বাঘ আর একটা বাঘিনী ওই সোঁতাটার পারে পৌছেছে। বাঘটা একলাফে সোঁতা পার হয়ে গেল। বাঘিনী ভরসা পেল না। তখন বাঘটা আবার লাফিয়ে ফিরে এসে তাকে কি বল্লে, তারপর আবার পার হয়ে গেল। বাঘিনী এবারও একটু চেষ্টা করে পারলে না। বাঘ তখন আবার লাফিয়ে ফিরলে। কিন্তু বাঘিনীকে সে সোঁতার কাছে ফিরাতে পারলে না। সে কেবলই অন্যদিকে যেতে লাগল। তখন বাঘটা রেগে বাঘিনীর মুখের উপর খুব জোরে জোরে দু' তিনটে থাবা মারলে। বাঘিনী শুয়ে পড়লে,—আর উঠলে না।

জ। আহা, বেচারা! তার পর বাঘটা কি ক'রলে?

জি। বাঘটা কয়েকবার বাঘিনীর কাছে এসে শুঁকে টুকে দেখলে, তার পর যখন শেষ টের পেলে যে বাঘিনী মরে গেছে, তখন সে যে কি চীৎকার করে উঠলো তা কি বলবো! শুনে আমার বুক ফেটে গেল। সে তারপর কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যেতে লাগলো। কয়েক পা দৌড়ে গিয়েই হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে মরে গেল। বাঘিনীর বিরহ সহ্য করতে না পেরে,—নিজে হাতে তাকে মেরেছে এই আপশোষে, সে মরে গেল। হ'লে কি হয় বাঘ, তবু ভালবাসা কত দেখ্।

জ। এ তো অদ্ভুত কথা শোনালি জিউ! সে বাঘ ত দেখতে হচ্চে। চল্ এক্ষুনি যাই।

জি। চল। [প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন

(বনের অন্য দেশ। জিউ ও জঙ্গলা মৃত ব্যাঘ্র পরীক্ষা করিতেছে)

জিউ। কি ভাবচিস্?

জ। ভাবচি, জিউ, বাঘটা তো আপনা আপনি মনের দুঃখে মরেনি, ওকে কেউ মেরেছে। ওর মাথার ভিতর আর বুকের ভিতর জখম হয়েছে, রক্তে জায়গাটা ভেসে যাচ্চে। কেউ ওকে মেরেছে। সে কে? কোথা থেকেই বা মার্লে, আর কি দিয়েই বা মার্লে।

জি। কিন্তু আমি তো মরবার সময় স্বচক্ষে দেখেছি, কেউ ওর কাছেও আসেনি, কোনও হাতিয়ারও ওর গায়ে এসে লাগে নি।

জ। তাই তো আরও আশ্চর্য্য হচ্ছি জিউ; এ কোনও দেবতার কাজ নয় তো?

জি। হবে। (ভালুকের গর্জ্জন)

জ। জিউ, এবার আমার পালা, তুই তফাৎ যা। ততক্ষণ তুই খা' গিয়ে যা আমি এটাকে মেরে আসি।

[প্রস্থান।

জিউ। হো! ওই যে একটা হরিণ চরছে, ওটাকে হাত করা যাক্!

[প্রস্থান।

(কর্ম্মদেবীর প্রবেশ)

কর্ম্ম। (বন্দুকে গুলি পুরিয়া) শ্রীমতী গেছেন হরিণ শিকারে। তাঁকে একটু তফাতে পাঠাতে হচ্চে। হরিণটা নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খাচ্চে আর শ্রীমতী বাঘের মত গুড়ি মেরে অগ্রসর হচ্চেন। কিন্তু অত সহজে ওকে পাচ্চ না ঠাকরুণ। (বন্দুক ছুড়িল) এইবার ঠিক হয়েছে। ছর্‌রার ঘা খেয়ে হরিণ ছুটে পালিয়েছে, শ্রীমতী ছুটেচেন পিছু পিছু। এখন তাঁর ফিরতে দেরী আছে। সে ভালই।

(জঙ্গলার প্রবেশ)

জ। আজ বনে নিশ্চয় দেবতা ভর্ করেচে। ওখানে বাঘটা আচম্কা ঘা' খেয়ে ম'ল; এখানে ভালুকটা আমার পানে তেড়ে আসতে আসতে, দড়াম্ করে' একটা শব্দ হল আর ধপাং করে বাব্বা মরে' প'ড়লেন। এ নিশ্চয়ই দেবতার কাজ!

কর্ম্ম। দেবতার কাজ নয় ভাই জঙ্গলা, মানুষেরই কাজ!

জ। তুমি কে? তুমি কোথা থেকে এলে? তুমি কি দেবতা?

পূজো নিতে এসেছ ? তা' ঠাকরুণ তুমি নিজে ধাঁ ধাঁ ক'রে এমন একটা বিপরীত বাঘ আর ভালুক মারতে পারলে আর আমাদের বহু কষ্টের খোরাকের মধ্যে তোমার দাঁত না বসালেই কি চলে না ?

কর্ম্ম। (হাসিয়া) আমি দেবীও নই, অসুরও নই, জঙ্গলা, আমি নারী। আমি কর্ম্মদেবী, রাণী শান্তার সহচরী। বনে শিকার করতে এসেছি।

জ। তাই বল। তা' তুমি দেখতে বেশ। আমার জিউকে দেখ নি ? সে তোমারই মত দেখতে। তা' তুমি কি শীকার ক'রলে ?

কর্ম্ম। আজ সকাল থেকে এ পর্য্যন্ত বাঘ ভালুকে মিলে পঞ্চাশটা মেরেছি।

জ। ফোঃ ! মিথ্যে জাঁক করো না ! এতখানি মুরোদ তোমার নেই। জিউ একদিনে তিনটে বাঘ মেরেছিল, তাও একটা চিতাবাঘ। তার মত শিকারী আর তুমি নও !

কর্ম্ম। আমার দুটো শিকার তো তুমি চোখেই দেখ্‌লে—ওই বাঘ আর ওই ভালুক।

জ। আমাকে কি বেকুব পেলে নাকি ? তুমি দেব্‌তা নও যে অসম্ভব কিছু করবে। অথচ তুমি বাঘ ভালুকের ধার দিয়ে গেলে না, হাতিয়ার মারলে না, আর বাহাদুরী নিচ্ছ যে বাঘ মেরেছ। আচ্ছা তুমি যে এতবড় বাহাদুর, আমার সাথে লড়তে পার ?

কর্ম্ম। পারি; কিন্তু তার আগে তোমাকে বিশ্বাস করিয়ে দিচ্ছি যে আমি কি পারি। আচ্ছা ওই দেখছো মহিষটা চরে বেড়াচ্ছে ?

জ। হাঁ।

কর্ম্ম। আমি এখান থেকে ওটাকে মারতে পারি।

প। কক্ষনো না। আমার ঠাকুর্দ্দার মত শিকারী কোনও দিন হয় নি। সেও কখনও বিশ হাতের বেশী দূর থেকে মোষ মারতে পারে নি। তুমি তো মেয়ে ছেলে !

ক। তবে দেখ। (বন্দুক ছুঁড়িল)

জ। এর ভিতর যাদু আছে ! দেখি তোমার লাঠি।

ক। নাও। এটা লাঠি নয়, এ একটা সামান্য যন্ত্র। এমন কত শত যন্ত্র আমার রাণীর আছে। একটা যন্ত্র দিয়ে আমরা বিশ বিঘে জঙ্গল আজকের মধ্যে একেবারে সাফ করে' তার ভিতর থেকে অসংখ্য জানোয়ার মেরেছি।

জ। যাদু নেই ?

ক। না।

জ। আচ্ছা আবার একটা কিছু মার দেখি ! ঐ গাছের উপরকার ঐ কাটবেড়ালীকে মার দেখি।

কর্ম্ম। (বন্দুক ছুঁড়িল ও কাঠবেড়ালী মরিয়া পড়িল)

জ। আচ্ছা এ যন্ত্র কোথায় পাওয়া যায় ?

কর্ম্ম। আমি তোমাকে দেবার জন্যই এটা এনেছি। রাণী

শান্তা তোমাকে বাঁশের বল্লম দিয়ে শিকার করতে দেখে আমার হাত দিয়ে এটা তোমাকে বখ্‌শীশ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আরও কয়েকটা যন্ত্রপাতি দিয়েছেন। চল আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে সেগুলি দিয়ে তার ব্যবহার শিখিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

(জিউর প্রবেশ)

জি। হরিণটাকে চম্‌কে দিলে কে? জঙ্গলা কখনও নয়। ওঃ বাপ। কি ছুট্‌-টা করিয়েছে আমায়। তাও শেষ পর্য্যন্ত শীকার হাত ছাড়া হ'য়ে গেল! যাক্‌গে! জঙ্গলা গেল কোথা? ভালুকের সঙ্গে লড়তে লড়তে সে কোন দিকে গেল? ভালুকটা—না ওই তো সেটা মরে' রয়েছে। ওটাকে ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিজে গেল কোথায়? জঙ্গলা! জঙ্গ-লা!—কি হ'ল! কোথায় গেল? জঙ্গলা! কি হ'ল? (ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিল) ও কে আসে? লোকটা—যেন চিনি চিনি মনে হয়—কিন্তু— (বর্শা বাগাইয়া দাঁড়াইল। নূতন পোষাক পরিয়া একটা গাড়ী ঠেলিয়া জঙ্গলা প্রবেশ করিল; জিউ পিছু হটিয়া গেল) কে তুই?

জ। (হাসিয়া) চিনতে পারছিস না জিউ—হা! হা! হা! দেখ্‌ কি সব জিনিস এনেছি—দেখছিস্‌ এ সাজ?—একে

বলে পোষাক ! আর এই যে দেখছিস, একে বলে গাড়ী। এ দিয়ে সব ভারী ভারী শিকার গড় গড় করে' টেনে আনা যাবে। বুঝ্‌লি। কেমন মজা হ'বে।

জি। (বিষণ্ণ ভাবে) এ সব কোথা পেলি জঙ্গলা ?

জ। আর এই দেখ একটা যন্তর—একে বলে বন্দুক ! এতে নিশ্চিন্দি হ'য়ে এইখানে দাঁড়িয়ে, ওই অত দূরে, সিংহ হ'ক, বাঘ হ'ক, বরা হ'ক মারা যাবে। কত সুবিধা হ'বে ভেবে দেখ দেখি। এই যন্তর দিয়েই ওই মেয়েটা আড়াল থেকে বাঘ আর ভালুক মেরেছে। দেখবি ? (বন্দুক ছুড়িল)। ওই দেখ ওই নদীর ধারে গবয় বেটা মরে র'য়েছে। কেয়া মজা জিউ এখন আর আমাদের শিকারের কোনই চিন্তাই নেই। একদিন যা শীকার করব দশ দিন বসে' খাব। আর এই যে দেখছিস্—

জি। এ সব কোথা পেলি তুই ? কে তোকে দিলে ?

জ। দিয়েছে এক ভারী রাণী। তার মস্ত ভারি রাজ্য। সে দিনে পাঁচশ' বাঘ মারে ! জবর পালোয়ান ভাবছিস্ ?— তা নয়! সব যন্তর, সব ফাঁকি, সব তুক তাকের উপর। জানিস, তার এমন কেরামতি যে সে যেখানে খুসী বসে' থাকে আর ইচ্ছা ক'রলেই তা'র খাবার এসে পৌঁছায়। তার জন্ত শিকারও ক'রতে হয় না কিছুই না।

জি। কে সে রাণী ? তার নাম কি ?

জ।—শান্তা—কেমন সুন্দর নামটা না ?

জি। ছাই নাম ! শা—ন্তা !—আহা মরি, যেন খন্তা !

জ। আশ্চর্য্য ক্ষমতা তার—

জি। দেখেছিস্ তুই তাকে শিকার ক'রতে ?

জ। দেখিনি, কিন্তু তার এক সখী বল্লে যে আজ সকালে সে পাঁচশো বাঘ মেরেছে।

জি। ফোঃ ! বাজে গল্প—আচ্ছা—দেখিস্ আমিও কাল কত শিকার করি—

জ। দাঁড়া, তোকে আর একবার এই যন্তরের কেরামতিটা দেখাই। (বন্দুক ছুঁড়িল)—ওই দেখলি !

জি। (দেখিয়া বিষণ্ণ হইল)—ভারি তো কেরামতি ! এতে বাহাদুরীটা কি ? পঁচিশ হাত দূর থেকে নিশ্চিন্ত মনে একটা আঙ্গুল টিপলাম, আর একটা বাঘ মরে রইলো। একে বল শিকার ?—এতে ফুর্ত্তিটা বা কি বীরত্বই বা কি ? হাঁ—গেলাম বল্লম নিয়ে বাঘটার সামনা সামনি—সে আমায় মারতে এলো আমি তাকে মারতে গেলাম ;—ঝুলোঝুলি, লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি করে তবে তাকে কাবু ক'রলাম—একে বলি শিকার ! তাতে রক্ত কেমন টগ্‌বগিয়ে ফুটতে থাকে, রক্তের নদী চারিদিকে ভক্‌ভকিয়ে ছুটতে থাকে—তার মধ্যে লুটো-পুটি মাখামাখি—তাতেই তো আনন্দ। তাই যদি না রইল তবে শিকারের সুখই বা কি ? দরকারই বা কি ?

জ। তা তো ঠিক। সে শিকার তো যখন খুসী ক'রলেই হ'ল। কিন্তু সব সময় তো সবার কিছু শিকারের মেজাজ থাকে না, সুবিধাও থাকে না। এই ধর, খেতে বসেছি দুজনে এমন সময় সামনে এলো একটা ভালুক। তখন ফট্ করে একটা কল টিপে ভালুকটা সাবাড় ক'রে দিয়ে, আবার নিশ্চিন্তমনে খেতে পারলে আরাম অনেকটা বাড়ে না?

জি। এ তোর মুখে আজ কি সব কথা শুনছি যে জঙ্গলা? তুই নিশ্চিন্ত হ'বার জন্যে এত চিন্তিত হ'য়ে উঠলি কবে থেকে? আরামের জন্য এত হয়রাণ হ'লি কেন রে? সারাদিন ধরে বনের পর বন ঘুরে শিকার খুঁজে তুই কোনও দিন ক্লান্ত হ'স নি। রাতে শুয়ে যদি বাঘের ডাক শুনেছিস তবে তোকে কোনও দিন থামিয়ে রাখতে পারিনি! তুই আজ এ সব কথা কি ব'লছিস? তোর ভিতর নামবুদ্ধি ঢুকেছে; তোকে কেউ যাদু ক'রেছে! তুই ও যাদুর যন্ত্র ফেলে দে। ওতে তোর ভাল হ'বে না। (জঙ্গলার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিল।) চল্, খাবি চল। (জঙ্গলার হাত ধরিয়া টানিল)

জ। ঠিক জিউ, তুই যা' বলেছিস তাই ঠিক! আমার ভিতর যেন কি একটা মোহ এসেছিল। আমার প্রাণটা যেন ঘুমিয়ে পড়তে চাচ্ছিল। তুই আমায় চাঙ্গা করে দিয়েছিস— ঠিক, তোর কথাই ঠিক! আরাম দিয়ে কি হ'বে! চাই

প্রাণ! ঝড়ের আগে ছুটে ছুটে প্রলয়ের সঙ্গে লড়ে বেড়াব তবেই না প্রাণ! সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত হাজার হাজার, লাখ লাখ বাধাবিঘ্নের সঙ্গে লড়তে লড়তে নেচে বেড়াব, আবার সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে নূতন রঙ্গে রক্তনদীর ঘাটে ঘাটে লড়াইয়ের সন্ধানে ফিরব, তবে না প্রাণ!—ওই দেখ্ জিউ, সূর্য্য বুড়ো সারাদিনকার খবরদারী ক'রে এখন তার পশ্চিম দিকের কুঁড়েখানিতে গিয়ে লুকোচ্ছে—চাঁদ বুড়ী এরি মধ্যে আজ জেগে উঠেছে! চল আজকের চাঁদনী রাতটা নদীতে শিকার করে কাটিয়ে দেব! যদি কুমীর জোটে ভাল, নয়, গণ্ডা কয়েক মাছ শিকার তো ক'রবোই। চল্।

[প্রস্থান।

(শান্তা ও প্রীতার প্রবেশ)

শা। কই প্রীতি, তোর আজকার যুদ্ধে তো সম্পূর্ণ পরাজয়! শত্রু তো বূহ ভেদ করে ছুটে গেল, শিকার তো জাল ছিন্নভিন্ন ক'রে পালাল, এখন রইলো শুধু পরিপূর্ণ পরাজয় আর বিশ্বজোড়া লজ্জা!

প্রী। শান্ত হও রাণী। তোমার বন্দী তোমার হাতে আমি শিকলে বেঁধে সমর্পণ করবো এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

(কর্ম্মদেবীর প্রবেশ)

কর্ম্ম। প্রীতির কোনও দিন ভরসার অভাব হয় না। ও ঠিক

আমাদের সভাসদ্ সিংহের মত সদা সপ্রতিভ। সেদিন রণছোড়দাস তাকে সবার সামনে জুতাপেটা করে দিলে, সভাসদ্ অমনি উঠে ধুলো ঝেড়ে, হাসিমুখে বল্লেন, রণছোড়দা তোমার জুতা জোড়া নিশ্চয় খুব দামী, ওর ঘা' গুলি যেন মণ্ডা মিঠাইয়ের মত লাগলো। এত বড় স্পষ্ট পরাজয়ের সামনে দাঁড়িয়ে জিতবো বলা তেমনি সপ্রতিভতার পরিচয়।

শ্রী। (হাসিয়া) পরাজয় দেখছো কোথায় দিদি? আজ আমার পরিপূর্ণ জয় হয়েছে। হাসছো? কি বলবো, কর্ম্ম-দিদি, তোমার বুদ্ধিটা নেহাতই মোটা, মোটা জিনিষ ছাড়া তুমি দেখতে পাও না, তাই আমার জয়ের স্বরূপটা তোমাকে বিশদ করে ব'লতে হ'চ্ছে। তবে শোন। আজ যদি ওই রসিকবর তোমার যন্ত্রগুলো নিয়ে একেবারে মত্ত হ'য়ে যেতো তবেই আমার হার হ'ত!

শা। সে কি রে? তাই না তুই চেয়েছিলি? সেই জন্যই না তোর আজকার আয়োজন।

শ্রী। না রাণী, এখনি যদি ওগুলো ও নিয়ে যেত, তবে দুদিন ওগুলো নিয়ে খেলা ধুলো করে পরে এমনি ফেলে দিত, আর নিতো না। কিন্তু এখন যে সে ওসব ফেলে গেছে তার কারণ হ'চ্ছে এই যে তার প্রাণের ভিতর খুওগুলোর জন্য ব একটা আকাঙ্ক্ষা র'য়ে গেছে। সেই

আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ও যুদ্ধ ক'রছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এ যুদ্ধে ওই আকাঙ্ক্ষাই জয়ী হ'বে। সেই জয়ই হবে পাকা জয়।

শা। যদিচ আমি সব সময় ঠিক কর্ম্মদেবীর মত, তোর কথা-গুলো অবোধ্য বলে মনে করি না, তবু উপস্থিত ক্ষেত্রে আমারও মনে হ'চ্ছে প্রীতি, যে তুই যে কথাগুলো বল্লি তার অভিধান সঙ্গত নাম হ'চ্ছে হেঁয়ালী।

কর্ম্ম। তা আর ব'লতে? এর মানে হ'চ্ছে এই যে, যদি আমি প্রীতিকে ঝাঁটা লাথি মারি তবেই আমি তাকে খুব ভালবাসবো, আর যদি তাকে বুকে করে' চুমু খাই তবে তাকে বোধ হয় ঘৃণা করি।

শা। (অন্যমনস্ক ভাবে) সে কিন্তু অনেক সময় হয় দেখেছি!

কর্ম্ম। সে হয় হোক। আমার কথা শোন রাণী। ওই লোকটা তোমার চাই? আচ্ছা তবে প্রীতিকে ছেড়ে তুমি আমাকে হুকুম দাও আমি এক মুহূর্ত্তে ওই বীরকে তোমারকাছে এনে হাজির করে দিচ্ছি।

প্রী। তাতে কি মন উঠবে রাণী? তোমার বাড়ীর বন্দীশালায় যদি ফুলের শিকল দিয়ে ওকে দিন রাত বেঁধে রাখতে পার, তাতে কি তোমার মন উঠবে? তাই কি তুমি চাও? তবে কর্ম্মদেবীকে ভার দাও। কিন্তু এ তো পাখী পোষা নয়, কর্ম্মদিদি, কুকুর পোষা নয়। এ মানুষ পোষা, বড় শক্ত পেশা।

সুন্দর পাখীটি দেখলে, কোনও মতে যন্ত্র তন্ত্র দিয়ে তাকে একবার খাঁচার মধ্যে পুরতে পারলেই হ'ল। তার বেশী তো কেউ চায় না। কিন্তু এ মানুষ ধরায় ধ'রতে হবে যে জিনিষ তাকে খাঁচায় আটকান যায় না, শেকলে বাঁধা যায় না! মনকে বাঁধলে হ'লে তাকে সবার আগে ছেড়ে দিতে হ'বে। সে আপনি এসে ধরা না দিলে তো আর তাকে ধরা হয় না।

শা। বড় সুন্দর কথাটি বল্লি ভাই প্রীতি, মনকে বাঁধতে হ'লে আগে তাকে ছেড়ে দিতে হ'বে।—

কর্ম্ম। ঠিক প্রীতির যোগ্য হেঁয়ালী—

শা। না না ভাই কর্ম্মদেবী কথাটা ঠিক—আমি প্রাণের ভিতর অনুভব ক'রছি কথাটা ঠিক সম্পূর্ণ সত্য।

কর্ম্ম। প্রশান্তপুরীর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বোধ হ'চ্ছে না। রাণী স্বয়ং যদি প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন তবে রাজ্যের যা' অবস্থা হ'বে তা বুঝতেই পারছি।

প্রী। বরং কর্ম্মদিদি, তুমি যদি একটু আমার মত আধটু স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ ক'রতে তবে বোধ হয় রাজ্যের কাজ কর্ম্ম গুলো অনেকটা সুন্দর হ'য়ে উঠতে পারতো। স্বপ্নটা অনেক সময় সত্যের চেয়ে বেশী সত্য। সত্যটা যখন মিথ্যা হ'য়ে যায় তখন স্বপ্নের ভিতর সত্যটা প্রকাশ হয়।

শা। এবার তুই আমারও মাথা গুলিয়ে দিয়েছিস প্রীতি, সত্য আবার মিথ্যা হয় কি ক'রে?

প্রী। হয় না? এই এখন যেটা সত্য, সেটা কাল মিথ্যে হ'য়ে যাবে। যাক—এখন একটু সরে এসে দাঁড়িয়ে দেখ কেমন করে সত্যটা মিথ্যা হয়, আর স্বপ্ন সত্য হয়।

(তাহারা দূরে সরিয়া গেল। জঙ্গলা চুপি চুপি আসিয়া পরিত্যক্ত যন্ত্রাদি তুলিয়া লইল)

জ। নিয়ে যাই এগুলো। একটা গুফ্‌ফায় লুকিয়ে রাখিগে। আজকের রাতের শিকারে এ বন্দুকটাকে কাজে লাগান যাবে। জিউ না জান্‌লেই হ'ল!

[প্রস্থান।

শা। প্রীতি, তোর কথা সত্যি। শেখা ভাই আমার স্বপ্ন দেখতে শেখা!

প্রী। আমার শেখাতে হ'বে না রাণী যে দুষ্ট দেবতা তোমার অন্তরে বাসা নিয়েছেন তিনি এখন তোমায় দিনরাত স্বপন দেখাবেন।

কর্ম্ম। তা' দেখাবেন, আমার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তোর উস্‌কানির আর খুব বেশী দরকার হবে বোধ হয় না।

প্রী। আজ সারা রাত্রি যুদ্ধ হ'বে রাণী। চল, খবরাখবর নিয়ে যুদ্ধের আয়োজন করা যাক।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নদী

[জিউ জলে নামিয়া গান করিতে করিতে মাছ ধরিতেছে]

গান

জীবন আমার উথলে উঠে
হাতে পায়ে রে,
পরাণ আমার পাগল হ'য়ে
ছুটে বেড়ায় রে,
পাগলা ঘোড়ার জলের মুখে
আকাশ ভাঙ্গা ঝড়ের বুকে
বজ্র ঘোষে নাচে সুখে
জীবন দোলায় রে।

[জলের ভিতর একটা কুমীর আসিয়া জিউর পা কামড়াইয়া ধরিল। জিউ তীরের একটা গাছের শিকড় চাপিয়া ধরিল।]

এইরে ধরেছে! বড় বাগে পেয়ে ধরেছে!—সহজে পাচ্ছ না তবু বাছাধন!—রসো—ওই বল্লমটার যদি একবার নাগাল পেতাম তবে কুমীর মশায়ের মুণ্ডপাত ক'রতে পারতাম!—এখন—এখন করি কি উপায়?—গাছের শিকড়টা ছেড়ে যে কুমীরটাকে চেপে ধরবো তাও তো পারি না। তা

হলেই তো বেটা ডুব মারবে জলে।—কি করি?—না আর তো পারি না—জঙ্গলা,—জঙ্গলা!—তোর জিউকে কুমীরে নিলে জান্।

(দূর হইতে কর্ম্মদেবী ও জঙ্গলা—চার পাঁচবার বন্দুক ছুঁড়িল। কুমীর মরিয়া গেল। জিউ আহত পদ উঠাইয়া তীরে বসিল)

বেটা এখনো ধড়ফড়াচ্ছে। খুব রক্ষা পেয়েছি বটে! এতো সেই যন্ত্রের কাজ। কিন্তু মারলে কে?

(জঙ্গলার প্রবেশ)

জ। কেমন আছিস জিউ? বেশী ঘায়েল করেছে কি?

জিউ। পা'টা একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে জান্!

জ। তাই তো, এখন উপায়? তোকে এখন রাখি কোথায়?

জি। চল্ ওই পাহাড়ের একটা গুফ্‌ফার ভিতর নিয়ে চল্ আমাকে। কতদিন যে সেখানে পড়ে থাকতে হ'বে কে জানে?

জ। চল্।　　[জঙ্গলার কাঁধে ভর দিয়া জিউর প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন

(একটি ঘরে সেবা)

(জিউ ও জঙ্গলার প্রবেশ)

সেবা। এই যে, এসো ভাই, এসো বহিন কি হ'য়েছে তোমার?

এঃ, পাটা যে একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে। এস, ধর ওকে ; এই বিছানাটায় শোয়াও।

জ। রস' আগে বুঝিয়ে বল আমায় তুমি কে? এ সব ঘর বাড়ীই বা কার? কবে তুমি এখানে এলে?

সে। আমি রাণী শান্তার সহচরী। রাণী এই ঘর বাড়ী রোগীর শুশ্রূষার জন্য নির্ম্মাণ করেছেন। তোমার সঙ্গিনী আহত হ'য়েছে শুনে আমাকে এখনি এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জি। উঃ ————:——:——

জ। সে কেমন ক'রে হ'ল? রাণীর প্রাসাদ বহু দূর, এর মধ্যে তিনি সংবাদ পেয়ে সেখান থেকে তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন কি করে?

সে। (হাসিয়া) রাণীর শক্তির অন্ত নাই। দ্যুবার্ত্তা নামে তাঁর এক যন্ত্র আছে তাতে করে তিনি সমস্ত সংসারের সকল সংবাদ সেই মুহূর্ত্তেই পান। সেই যন্ত্রে সংবাদ জেনেই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। বায়ুযানে রাণীর প্রাসাদ থেকে এখানে আসতে নিমেষমাত্র সময় লাগে!

জি। উঃ—উঃ—

সে। তোমার সঙ্গিনীর বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। ওকে আর কষ্ট দিও না। ওকে এই শয্যার উপর শুইয়ে দাও, আমি ওর শুশ্রূষা করি। (জঙ্গলা তাহাই করিল এবং সেবা ও তার দুইটী সঙ্গিনী জিউর শুশ্রূষা করিতে লাগিল।)

জ। আশ্চর্য্য এই রাণী শান্তা! শক্তির কি এর অন্ত নেই, বুদ্ধির কি অবধি নেই?

স্থ। এখন এ ঘুমিয়েছে, এখন তুমি বাইরে যাও। যে ক'দিন এর পা, সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়, সে ক'দিন একে এখানেই থাক্‌তে হবে। তুমিও ইচ্ছা করলে বাইরের ঘরে থাক্‌তে পার।

জ। (ব্যস্ত হইয়া) না, না, আমি এখানে থাকব না। আমি এখানে ধরা দেব না। আমি বুঝতে পেরেছি, এসব মায়ার ফাঁদ। আমাকে পালাতে হবে, পালাতে হ'বে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

(বনের অন্তদেশ ; দুইদিক হইতে শান্তা ও প্রীতার প্রবেশ)

প্রী। রাণী, তোমার জয়জয়কার! শত্রুর দুর্গপ্রাচীরে সবচেয়ে বড় থামটা ভেঙ্গে পড়েছে, এখন তোমার হাত। তুমি এখন নির্ভয়ে অগ্রসর হয়ে দুর্গ দখল করতে পার্‌লেই কেল্লা ফতে।

শান্তা। মুখে মুখে ত তুই রোজ কেল্লা ফতে করছিস্। কিন্তু আসল কাজ যে খুব বেশীদূর অগ্রসর হয়েছে তা ত মনে হ'চ্ছে না। যাকে দমন করতে চাও সে এখনও অদান্ত, বাঁধতে গিয়ে প্রতিবারই ত সে বাঁধন কেটে পালাচ্ছে।

প্রী। রাণী, এমন সময় তুমি হাল ছাড়্লে আমি নাচার। তোমার অদৃষ্টের জোরে যেটা ছিল তোমার সবচেয়ে বড় বাধা সেটা আপনা আপনি সরে গেছে, এখন বন্ধনমুক্ত অবস্থায় তোমার বাঞ্ছিতকে তোমার কাছে আমি হাজির করে দিচ্ছি, এখন যদি তুমি তাকে হাত করতে না পার, তবে নাচার। তোমায় এত করে শিখিয়ে পড়িয়ে ত'য়ের করেছি, ঠিক এখনকার কাজের জন্য, সে শিক্ষা যদি কাজে না লাগাতে পার, তবে সে দোষ তোমার গুরুর নয়।

শা। কে জানে ভাই, পারব কি না। আমার বুকের ভিতর যেন কেমন করছে। প্রাণটা কেঁপে কেঁপে উঠ্ছে। বড় ভয় হচ্ছে।

প্রী। সে কি রাণী? সমরে যে অজেয়, শিকারে যে সবার আগে বিপদের ভিতর ঢুকে যায়, সেই বীরনারী আজ এই সামান্য একটা খেলায় ভয় পাচ্ছে?

শা। খেলা বলিস্ একে? প্রীতি! তুই এক ফোঁটাও বুঝ্তে পারছিস্ নে কতবড় এ জিনিষটা আমার কাছে। খেলা বটে—এ যে সমস্ত প্রাণ বাজী রেখে প্রেমারা খেলা। আমার সর্ব্বস্ব এর উপর নির্ভর করছে।

প্রী। তা আর জানিনে। এ খেলার হালচাল কি আমার জানবার বাকী আছে? তা জান ভাই, যে খেলায় পণ যত বড়, সে খেলায় জিতে তেমনি সুখ; অর্থাৎ কি না কতটা ছাড়তে হ'ত তার পরিমাণে লাভটার ওজন।

শা। নে রাখ্ এখন তোর হেঁয়ালী রাখ্। এখন সরে পড়্। ঐ আসছে সে।

[প্রীতির প্রস্থান।

(জঙ্গলার প্রবেশ)

জ। পা তো আর চলে না। এমন হয়রাণ জন্মে কখনো হইনি। সেই ভোর থেকে বনে বনে ঘুরছি। এখন রাত দুপুর। এর মধ্যে একবার পেটভরে খেতে পেলুম না। তার মধ্যে আবার জিউর হ'ল ঘোর বিপদ! আজ কি একটা বাঘ আমার পিছু নিয়েছে আমায় ঘিরে আমাকে নিয়ে খেলা ক'রছে; কিছুতে আমায় স্বস্তি দেবে না। এখন আমার প্রাণ তো যায়। ক্ষিদেয় তৃষ্ণায় প্রাণ যায়। চাঁদটা মেঘে ঢেকে গেছে; ঘুরঘুট্টি অন্ধকার; এখানে এক পা এগুতে পাচ্ছি না, তার কোথায় বা জল কোথায় বা পাব খোরাক্। নিজেই যে অন্ধকারের ভিতর কখন কোন্ জন্তুর খোরাক হ'য়ে ব'সবো ঠিকানা আছে? আজ আর বাঁচবার কোনও পথই নেই।

(শান্তা তার বৈদ্যুতিক মশাল জ্বালিয়া দূরে একটা জন্তুকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা ছুঁড়িল)

জ। বা রে! এ কি হঠাৎ রোশনাই! বাঃ আরে, ওকে! কে ও!—বলিহারী—বাঃ বাঃ বাঃ! কে তুমি বীরনারী—কে তুমি রূপসী! (শান্তা লক্ষ্য না করিয়া শিকারের দিকে ছুটিয়া গেল, মোহমুগ্ধবৎ জঙ্গলা তাহার অনুসরণ করিল)

পট পরিবর্ত্তন

[বনের অন্তদেশ। বনের মধ্যে একটি কুটীর]

[শান্তা মশাল হস্তে ছুটিয়া গেল, জঙ্গলা পিছু পিছু আসিয়া বসিয়া পড়িল।]

জ। পারলাম না দেবী, তোমার কাছে যেতে! দুর্ব্বল আমার হাত পা, অবসন্ন হ'য়ে ঝুলে পড়ছে, জিভ পেটের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে! ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমি শেষ দশায় পৌঁছেছি। বুঝেছি তুমি কে? তুমি সেই মায়াবিনী যে এমনি করে পথিককে রাত্রে ভুলিয়ে এনে প্রাণ বধ করে। প্রাণ যাক তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু একবার—একটিবার যদি তোমার ওই পরিপূর্ণ মায়ামূর্ত্তি চক্ষের সামনে দেখতে পেতাম, যদি একবার কোলের ভিতর তোমায় সাপটে ধ'রতে পারতাম তবে ধন্য হ'য়ে প্রাণ দিতে পারতাম! উঃ—(শুইয়া পড়িল)

(তৃপ্তার প্রবেশ)

[কুটীরে বিজলী বাতি জ্বালিয়া তৃপ্তা অগ্রসর হইয়া শুশ্রূষা করিল।]

তৃ। শ্রান্ত পথিক! ওঠ!

জ। এসেছ দেবী? দয়া হ'য়েছে কি?—এ কে? তুমি? তুমি কে? তোমাকে তো আমি চাই না? আমি সূর্য্যের মত উজ্জ্বল, চন্দ্রের মত কোমল, নদীর মত নির্ম্মল, বনের মত সরস যে মূর্ত্তির ধ্যান করছিলাম, সে ধ্যান তুমি ভেঙ্গে দিলে! তুমি যাও!

তৃ। (হাসিয়া) কেন ভাই, আমি কি সুন্দরী নই? আমারও তো অঙ্গে অঙ্গে যৌবন ফুটে উঠেছে তবে আমার উপর এত নারাজ কেন গো রসিকবর?

জ। ক্ষমা কর সুন্দরী, তোমার রূপ আছে কিন্তু আমার চোখে তোমার সব রূপ মলিন হ'য়ে গেছে সেই বীরনারীর রূপ জ্যোতিতে; তুমি তো তাকে দেখনি!

তৃ। দেখে থাকতেও পারি হয় তো। যা হ'ক এখন এসো। আমার রূপটী খুব মন-মাতান না হ'তে পারে কিন্তু আমার কাছে যে সব খাবার আছে সেগুলি পরিপূর্ণরূপে তৃপ্তিদান ক'রতে পারে। তুমি ক্ষুধিত, তৃষিত, আমার ঘরে এসে পানাহার কর, তার পর হয় তো বা আমি তোমাকে তোমার

মানস সুন্দরীর সন্ধান ব'লেও দিতে পারি। আগে এইটা খাও। (পানীয় দান) কেমন লাগল ?

জ। চমৎকার! চমৎকার! আমার সমস্ত প্রাণ শীতল হ'য়ে গেল। এ কি স্বর্গের সুধা ? তুমি কি দেবী !

তৃ। আমি দেবী নই, রাণী শান্তার সেবিকা। তাঁর কাছেই নানা রকম খাদ্য ও পানীয় তৈয়ার ক'রতে শিখেছি—এটি রাণীর একটা প্রিয় পানীয়। এস তোমায় আমাদের রাণীর খাবার খাইয়ে আজ পরিতৃপ্ত ক'রবো।

জ। রাণী শান্তা! কে এই অপরূপ নারী যার সকলই সুন্দর! কিন্তু—হাঁ তুমি রাণীর সেবিকা, তবে তুমি এ বনে কেন ?

তৃ। রাণী আজ রাত্রে শীকারে বেরিয়েছেন। আমরা সবাই তাই সমস্ত বনময় ছড়িয়ে তাঁর সব রকম তৃপ্তির আয়োজন করে রেখেছি। এই তো তোমার সম্মুখে তাঁর একটি বিশ্রামাগার। চল এখানে বিশ্রাম করে ক্ষুধা শান্তি ও ক্লান্তি দূর করে নেও।

(জলদাকে লইয়া তৃপ্তা আসনে বসাইল, বিদ্যুতের পাখা চলিতে লাগিল। বিদ্যুতের উনানের উপর হইতে গরম খাদ্য জলদার সামনে রূপার থালে পরিবেশন করিল।)

জ। এ সব কি ?

তৃ। রাণীর খাদ্য।

জ। তোমার রাণীর খাদ্য আমাকে দিচ্ছ কেন ?

তৃ। রাণীরই হুকুম।

জ। রাণী কোথায় ? (আহার করিতে লাগিল)

তৃ। কি জানি কোথায় ? শিকার করে বেড়াচ্ছেন।

জ। শিকার করে বেড়াচ্ছেন ? তবে কি তোমাদের রাণীই সেই সূর্য্যের মত তেজস্বিনী, চন্দ্রের মত কোমল নারী ?

তৃ। তোমার বর্ণনাটা বেশ কবিজনোচিত হ'লেও তা'তে ক'রে লোক চেনার সুবিধা হ'চ্ছে না। আর একটু পরিস্ফুট করে বল্লে বুঝতে পারি।

জ। পাথরের মত দৃঢ়, অথচ ফুলের মত কোমল হাতে তিনি আগুনের ফলকের মত বর্শা ধারণ ক'রে—

তৃ। তা' কখনও বর্শা, কখনও বন্দুক, কখনও শতঘ্নী, কখনও তীরধনুক—সব রকম যন্ত্রই তিনি ব্যবহার করেন !

জ। চক্ষে তার আগুণ ছুটছিল—বিদ্যুৎ খেলছিল তাঁর আঙুলের ডগায়—সে যেন একটা জীবন্ত বিদ্যুৎ !

তৃ। না, তোমার মুখে তার ঠিক পরিচয় পাবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। আচ্ছা, বল দেখি তার পরণের কাপড়ের রংটা কেমন ?

জ। ঠিক শরৎকালের জ্যোছনার মত।

তৃ। আচ্ছা তাঁর কপালের ঠিক এইখানে কি ছিল ?

জ। জানি না—কিন্তু সে যেন একটা আগুনের দ্যুতি !

তৃ। হ'য়েছে, সে মহাকান্তিমণি ! সেই আমাদের রাণী।

জ। ওই যে—ওই যে—ওই সে জ্যোতির্ম্ময়ী নারী—আমি যাই।—

তৃ। থাম, থাম, যেতে পারবে না। রাণী এখন বিমানযানে চ'ড়েছেন, চক্ষের নিমিষে উনি নিজের রাজ্যে চলে যাবেন। ওই দেখ চলে গেলেন।

জ। হঁা—ওই তো গেল—গেল—গেল।

প্রী। (প্রবেশ করিয়া) শান্ত হও, স্থির হ'য়ে বোস ; খাও দাও, রাণীকে দেখতে চাও কাল প্রত্যুষে আমি তোমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব।

জ। দেবে ? দেবে ? কেমন করে দেবে তুমি ?

প্রী। কেন, তিনি যে আমাদের রাণী !

জ। তোমরা কি নিত্যই তাঁকে দেখতে পাও।

প্রী। নিত্যই—আমরা যে তাঁর সহচরী।

জ। ধন্য তোমরা ! সর্ব্বদা তোমরা তাঁর পাশে থাকতে পাও !

প্রী। তার চেয়েও তুমি ধন্য হবে।

জ। কেন ?

প্রী। সে ক্রমে জানবে। এখন এস আজ অবশিষ্ট রাত্রিটুকু বিশ্রাম কর। তার পর প্রত্যুষে রাণীর কাছে যাবে। তৃপ্তি, গীতাকে একবার ডাক।

গীতা ও সঙ্গিনীর নৃত্য গীত

পরিশ্রান্ত হে অশান্ত

শ্রান্তি ফেলিব ধু'য়ে।

স্বপন লেপিয়া দিব নয়নে
কুসুম নিগড় বাঁধিব চরণে
সুখে বুকে রবে শুয়ে।
স্মৃতি যাবে হায় আপনা ভুলি,
ব্যথা সে ভুলিবে বেদনার বুলি
দুখ সুখে যাবে ধুয়ে।

প। কি আশ্চর্য্য! কি সুন্দর! কি মধুর! কি মনোহর এই নারীর সব!

পঞ্চম দৃশ্য

প্রশান্তপুরী

শান্তা

গীত

এস ধীরে অন্তরে মোর
অন্তরতম হে।
তোমা লাগি সারা দিবস বসিয়া,
তোমা লাগি সারা যামিনী জাগিয়া
বসে' আছি অনিমিখ।
ওগো মোর নয়ন বাঞ্ছিত ধন
মম কল্পিত হৃদি নন্দন বন
ওগো বীর নির্ভীক্!

আমি রচিয়াছি ফুল মালা
ভরি মোর সকল বিরহজ্বালা,
দিব ও চরণ তলে ;
সব সুখ দুখ লুণ্ঠিত করি
তব পদে, লব সযতনে ভরি
অন্তর তব অঞ্চলে।

(প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।)

এত দেরী ? (হাত ঘড়ির দিকে চাহিয়া) না দেরী এমন কি ?—হাঁ দেরী বই কি ? এক মুহূর্ত্তই বা দেরী হ'বে কেন ? কোনও হেতু নেই। সে যে আমার কাছে আসতে চেয়েছে, সে যে আমাকেই চায়—তবে আর দেরী কেন ? নাঃ অস্থির করলে—ওরে—একি প্রীতি !—একা ?

(প্রীতির প্রবেশ)

প্রী। একাই আসতে হ'ল রাণী ! সে আবার জাল কেটেছে।

(শান্তা বসিয়া পড়িল)

প্রী। হতাশ হ'য়ো না রাণী, সে গেছে বটে কিন্তু বড়সীটি তা'র বুকের ভিতর গেঁথে নিয়ে গেছে। যে ছবিখানা সে বুকের ভিতর এঁকে নিয়ে গেছে তা'তে তার ফিরতে হ'বেই, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

শা। থাম্ তোর ঐ সব জেঠামো এত পুরোণো হ'য়ে গেছে যে—কি আর ব'লবো। সেবা—

(সেবার প্রবেশ)

কোথায় সে নারী—সেই জিউ ?

সেবা। রাণীর যত্নে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে আজ প্রত্যুষেই চলে গেছে।

শা। চলে গেছে! শত্রুকে হাতের মুঠোর ভিতর পেয়ে ছেড়ে দিয়েছি! সব তোমার দোষ প্রীতি! (সেবার প্রস্থান)

প্রী। দেবী, আমার এই দোষকেই শেষে গুণ বলে বিবেচনা ক'রবে—

শা। থাম্। আর তোর কথা আমি শুনছি না। আমি এত বড় রাণী, আমি না কি তোর কথায় একটা সামান্য বেশ্যার মত তার মন ভুলিয়ে তার প্রেম ভিক্ষা ক'রতে গেলাম!—আর, তার পর, সে—যাকে মুটোর মধ্যে নিয়ে এক নিমিষে পিষে মারতে পারি—সে নাকি আমায় অবজ্ঞা করে, প্রত্যাখ্যান করে, গেল! কি ঘৃণা! প্রীতি, এ যে কি লজ্জা তা তুই কি কোনও দিনই বুঝতে পারবি ?

প্রী। রাণীদিদি আমার কথা শোন, আর একটি দিন—

শা। একদিনও না! এক মুহূর্ত্তও না। অপমানের লজ্জায় আমার শরীরের রক্ত তিক্ত হ'য়ে উঠেছে। আমি আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা ক'রব না। এই মুহূর্ত্তেই আমি তার ধৃষ্টতার শাস্তি দেব--তার রক্তে হাত ধুলে আমার দুঃখ যাবে।— কর্ম্মদেবী,—

(কর্ম্মদেবীর প্রবেশ)

আমি জঙ্গলাকে চাই—দু ঘণ্টার মধ্যে।

কর্ম্ম। যে আজ্ঞা, কিন্তু প্রীতি না তাকে ধরে দেবার ভার নিয়েছিল!

শা। কর্ম্মদেবী, আমার সঙ্গে তামাসা ক'রবার সাহস করো না। যাও, হুকুম তামিল করগে।

ক। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান]

প্রী। রাণী, এযে সর্ব্বনাশের পথ—ভালুকের হাতে খন্তা!

শা। প্রীতি, জেঠামোর সময় আছে, আমার সঙ্গে এখন বাচালতা করিস্ না।

প্রী। বাচালতা নয় রাণী বড় কাজের কথা—

শা। কাজের কথার উপদেশ তোমার কাছে যদি আমার কখনও নেওয়ার দরকার হয় তবে জিজ্ঞাসা করবো। অযাচিত উপদেশ দেবার স্পর্দ্ধা করো না।

প্রী। রাণী, তোমার মঙ্গলের জন্ম যদি কোনও কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি, তবে চোখ রাঙ্গানিতে ভড়্কে সে কথা না বলবার পাত্র আমি নই। তুমি যে আপন হাতে নিজের হৃৎপিণ্ডটা কেটে টুকরো টুকরো করবে এ আমি চুপ চাপ দাঁড়িয়ে দেখবো একথা মনেও স্থান দিও না।

শা। বেশ তোর খানিকটা বকবার ইচ্ছা হ'য়েছে বকে যা' আমি তোর একটি কথাও আর শুনবো না বলে' রাখছি।

প্রী। শোন না শোন তোমার ইচ্ছা। শোন, জঙ্গলাকে যদি তোমার শক্তিবলে তুমি এখানে ধরে আন তবে কোনও দিনই তুমি তাকে আপনার ক'রতে পারবে এ কল্পনাও মনে স্থান দিও না।

শা। কে চায় তাকে আপন ক'রতে—সেই বন্য পশুকে?—সে তার সেই জঙ্গলী স্ত্রীরই যোগ্য! আমি তাকে চাই—আমার অপহৃত সম্মান উদ্ধার ক'রতে, তার রক্তে আমার হাত ধুয়ে আমার মনের বল ফিরে পেতে।

প্রী। পাগল হ'য়েছ রাণী! মনের ঠকামিটা তুমি এখনও বুঝতে পারছো না।

শা। মনের ঠকামি কি?

প্রী। তোমার মন তোমাকে বোঝাচ্ছে যে এইটাই তুমি চাও। বুঝি জঙ্গলাকে পরাজিত লাঞ্ছিত অপমানিত করে তার রক্তে স্নান ক'রলেই তোমার মনের জ্বালা মিটবে! কিন্তু তা নয় রাণী। যখন এ হিংসার অভিনয় তোমার মিটে যাবে তখনি মনের ঠকামি তুমি টের পাবে। তখন বুঝবে যে তুমি যে রাগ ক'রেছ সে কেবল তুমি অন্তরের অন্তরতম স্থলে জঙ্গলাকে এখনো কামনা ক'রছো বলে। আজ যদি সে প্রাণ হারায়, কাল তোমার কাছে সমস্ত বিশ্বটাই অর্থশূন্য বিরস হ'য়ে যাবে। এমন সর্ব্বনাশের কথা বলো না রাণী।

শা। অভাগী, তুই বলিস্ কি? আমি একটা তুচ্ছ বেশ্যার অধম? যে আমাকে এমন করে অপমান করে গেল আমি তাকে কামনা করি?—যে আমার এত আয়োজন অসার্থক করে আমার মুখের উপর লজ্জার কালি মেখে ছুঁড়ে দিয়ে গেল—প্রীতি, প্রীতি—তুই আমাকে কি বলিস। (রোদন)

প্রী। (শান্ত করিয়া) রাণী, অস্থির হয়ো না, আমি তো'মার চেয়ে বয়সে বড়, আমার কথা শোন। হিংসা ত্যাগ কর এতে তুমি সুখী হবে না।

শা। সুখ চায় কে?

প্রী। মানিনী, এখনো তো দিন যায় নি, এখনি এত কেন অভিমান। সুখ চাও তুমি, পাবেও সুখ। শুধু আমাকে বিশ্বাস কর। কর্ম্মদেবীকে ফিরিয়ে আন আমাকে আর ছুটি দিন সময় দেও।

শা। কিসের সময়? আমি তাকে চাই না।

প্রী। তাতেই প্রমাণ হ'চ্ছে যে তাকে তুমি খুব বেশী চাও।

শা। দেখ প্রীতি, বাড়াবাড়ি করিস না। এখন তুই চাস কি বল্।

প্রী। জঙ্গলাকে কর্ম্মদেবীর হাত থেকে উদ্ধার কর।

শা। আচ্ছা তাই হ'বে। কিন্তু একটা কথা তোকে স্বীকার ক'রতে হ'বে। তুই আর ওই হতভাগ্য বর্ব্বরটাকে আমার জন্ত কোনও রকম উৎপাত ক'রতে পারবি নে। সে যেন

আমার কাছে আর না আসতে চায়। এলে আমি তার সঙ্গে দেখা ক'রবো না, এ জানা রইলো।　　　　[প্রস্থান।

প্রী। রইল জানা! যেন এ সব আমার হাত। খাড়া পাহাড়ের উপর থেকে গোলা গড়িয়ে দিয়েছ রাণী; সাধ্য কি যে একে ঠেকাও। মনকে ভাঁড়ালে কি হ'বে! তোমার যে তাকে পেতেই হ'বে; আর এই প্রীতি ঠাকুরাণীই সেই সংযোগ সাধন ক'রবেন।

(সেবার প্রবেশ)

সেবা। হাঁ ভাই, শুনলাম না আজ সকালেই জঙ্গলা আসবে, সে নাকি রাণীর জন্য একেবারে পাগল হ'য়ে উঠেছে।

প্রী। শুনেছিলে ঠিকই সেবা, কিন্তু তোমার ঐ জিউ ঠাকরুণটি মধ্যে পড়ে গোলমাল লাগিয়ে দিলে। আজ সকালে সব প্রস্তুত, যানে উঠতে যাব আর কি, এমন সময় সে ছুটে এসে জঙ্গলার গা থেকে সব কাপড় চোপর ছিঁড়ে ফেলে বল্লে 'এসব কি পরেছিস, কোথায় যাচ্ছিস? ফাঁদে ধরা পড়েছিস'। তার পর তার কাছে তাদের বনে বনে খেলার কথা, শিকারের কথা বলতে বলতে জঙ্গলার চোখ মুখ স্থির হ'য়ে উঠল, সে সব জামা কাপড়, যা আমরা দিয়েছিলাম, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জিউর হাত ধরে' নাচতে নাচতে পালিয়ে গেল।

সে। সাবাস মেয়ে বা' হ'ক!

প্রী। ছশো বার সাবাস্। আমি ভেবেছিলাম জঙ্গলি ভূতটা

ওর আবার একটা টান কি ? একবার রাণীর উপর জঙ্গলার মন পড়লে আর ওর ছায়ামাত্রও অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু দেখছি ভুল বুঝেছিলাম। ওর একটা অসম্ভব আকর্ষণ আছে।

সে। তবে যে তুমি বল্লে ও ফিরবে।

শ্রী। ফিরবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাণী যদি আর কয়েকটা দিন আমার কথা শুনতেন তবে আর কোনও লেঠাই ছিল না। কিন্তু রাণীর যা ভাবটা, উনি যে আর আমার সাহায্য ক'রবেন তা 'তো মনে হ'চ্ছে না। দেখা যাক, কি হয়।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বন

জিউ ও জঙ্গলা

জি। কিরে ? তোর হ'ল কি ? তোর যে আজকাল খাওয়া মুখে রোচে না।

জ। কি জানি, কোনও অসুখ হ'য়ে থাকবে। মাংসগুলো যেন গলা দিয়া উল্টে আসতে চায়।

জি। তা, সেদিন এত কষ্ট ক'রে, তোর জন্য ফল কুড়িয়ে নিয়ে এলাম তাই বা কি খেলি ? দুটো ঠোকর দিয়ে ফেলে দিলি।

জ। সে ফল গুলো, যেন কেমন তেতো তেতো। ফল খেয়েছিলাম একদিন—

জি। হাঁ সেই একদিন ! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

জ। তাতে রাগ করিস কেন জিউ। একদিন এক জায়গায় দুটো ভাল খেয়েছি, সে কথা বল্লেও তোর রাগ হয় ?

জি। না, জঙ্গলা, সুধু তুই ভাল কিছু খাসনি—সে দিন তুই জ্ঞান হারিয়ে এসেছিস, তাই আমার দুঃখ। তা' যদি না হ'ত, তবে তোর মুখের কথায় তর সইত না। জঙ্গলা, আমি দাসীবৃত্তি করে হ'ক, ভিক্ষা মেগে হ'ক, চুরী করে হ'ক রাণী শাস্তার কাছ থেকে তোর জন্য রোজ খাবার নিয়ে আসতাম। খাবারটাই তো আসল কথা নয় !

জ। তোর দিব্যি জিউ—(নীরব হইল)

জি। কি, থেমে গেলি যে ? আমার দিব্যি করে' মিথ্যা কথাটা ব'লতে গলায় ঠেকে গেল ?

জ। না জিউ, আমি জ্ঞান হারাইনি ! আমার জ্ঞান তোরই, তাই তো আমি সব সুখ সম্ভোগ ছেড়ে তোর কোলেই আবার ছুটে এসেছি।

জি। এসেছিস্ ? সত্যি ? তয়পুর আমার হ'য়ে এসেছিস ?

জ। তয়পুর তোর।

জি। তবে দিব্যি কর, রাণী শাস্তার কথা আর মনে আনবি না, তার খাবার আর খাবি না, তার বিছানায় শুবি না—

(বজ্রনির্ঘোষ)

জ। বাপ—কি ডাক

(পুনঃ পুনঃ মেঘ গর্জ্জন)

এই রে, ভারী জবর বৃষ্টি এল, চল ঐ গাছ তলাটায় যাই।

জি। কেন, গাছতলায় যাবে কেন? এক পসলা বৃষ্টিতে ভিজলে কি গলে যাবি নাকি? কবে থেকে তুই এত সৌখিন হলি?

প। সৌখীন কিরে পাগলি; বৃষ্টিতে ভিজতে হ'লে ভিজব। তাই বলে না-হক বৃষ্টিতে ভিজতে হবে?

জি। সে কি রে, জঙ্গলা? তুই না সেদিনও বৃষ্টি দেখলে আশ্রয় ফেলে ছুটে আসতিস্, কেবল বৃষ্টি ভেজার আনন্দের জন্যে? আজ সেটা এত খারাপ মনে হ'চ্ছে কেন রে?

প। (স্বগত) কথাটা তো মিথ্যা নয়! আমি আর সে আমি নেই। সেই একটা রাত্রি যেন আমার জীবনটার মাঝখান দিয়ে সাফ কেটে দিয়ে গেছে, এখন আর তার এ পার ও পারে কিছুতেই মিশ খেয়ে উঠছে না। আমি এত চেষ্টা ক'রছি সব ভুলতে—ঠিক আগের মানুষটির মত হ'তে, কিন্তু পারছি কই? সে রাতে যে কি দেখেছি—সেই আগুনের ঝলকের মত—তার পর থেকে জিউর মুখ দেখে মন যেন বিরক্তিতে ভরে উঠছে। সে দিন যা খেয়েছি তারপর আগের সব খোরাক যেন বিস্বাদ হ'য়ে উঠেছে, কিছুই আর ভাল লাগে না! কেন?—কেন ভাল লাগবে না? মরদ নই আমি? একটা মেয়ের জন্য—একটু আরামের জন্য, একটু তৃপ্তির জন্য, আমার সকল টুটে যাবে? আমার এতদিনকার

ভালবাসা শুকিয়ে যাবে? সে হ'বে না—বস্! এই খতম! আর সে কথা ভাববো না! সরে যাও চোখের উপর থেকে তোমার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি নিয়ে শান্তা—আমি তোমার নই—আমি জিউর।

জি। কিরে জবাব নেই যে? কি ভাবছিস্?

জ। ভাবছি জিউ, তুই বলেছিস্ ঠিক, আমার মাথাটা ঘুরে গেছে। তা' হ'তে দিচ্ছি না। আমি যা ছিলাম তাই থাকবো, আর কিছুই হ'তে চাই না। চিরদিন যে খোরাক খেয়েছি তাই খাব, চিরদিন যাতে আনন্দ পেয়েছি তাতেই আনন্দ পেতে হ'বে। চল্, এই বৃষ্টি মাথায় ক'রে একবার নদীতে সাঁতরাইগে চল্। (জিউকে টানিয়া লইয়া গেল)

(প্রীতা ও তৃপ্তার প্রবেশ)

প্রী। সত্যি কি বাঁধন একেবারে ছিঁড়েছে? একবার ভাল করে লক্ষ্য করে দেখতে হ'চ্ছে! বড় বিষম দায় ঘাড়ে পড়েছে ভাই। এই নিয়ে যে রাণীর এতটা অসহ্য হ'য়ে পড়বে তা' মনে ভাবি নি। তা' জান্‌লে গোড়া থেকে বরং রাণীর মন ফেরাবার চেষ্টা করা যেত।

তৃ। সত্যি ভাই। রাণী ভয়ানক মন-মরা হ'য়ে পড়েছে। কিছুতে তার আর স্বস্তি নাই। কোন কিছুই ভাল লাগে, না। ভাল ভাল খাবার, চমৎকার চমৎকার সরবৎ,

কোনও কিছুই ভাল লাগে না। দু দণ্ড একটা কাজ নিয়ে মন স্থির করে ব'সতে পারে না। মন্ত্রী তো অস্থির হ'য়ে উঠেছেন, আমারও এদিকে প্রাণ বেরিয়ে গেল। সবাই বলে তোরই দোষ।

শ্রী। দোষ আমার বটে! তোমার রোগ হ'ল, বৈদ্দি ডাকলে, সে এসে ব্যবস্থা ক'রলে অস্ত্র প্রচার। তুমি বেশ লক্ষ্মীটির মত কাটতে দিলে। যখন সে কাটা জোড়া লাগাবার চেষ্টা করবে তখন তুমি লাফিয়ে উঠে বল্লে না আমি তোমায় আর কিছু ক'রতে দেব না। তাতে তোমার যা ভোগ হ'ল তার জন্য বদ্দিই অবশ্য ষোল আনা দায়ী।

ভূ। তুমি নাকি বদ্দি।

শ্রী। হাঁ, এ রোগের বদ্দি বই কি?

ভূ। তবে বদ্দিগিরী কর না। রোগীকে টেনে খাটে ফেলে বেঁধে চিকিৎসা কর।

শ্রী। তা করবো; কিন্তু যে ভূত নামিয়ে চিকিৎসা ক'রবো সে ভূতটা একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার, তাই তোকে নিয়ে এলাম। জলা যদি একদম্ শিকল কেটে থাকে তবে আর আশা নেই।

ভূ। শিকল সে কেটেছে; দেখছিস্ না ঐ কি কাণ্ড কারখানা ক'রছে। বাঁদরের মত গাছে গাছে লাফালাফি ক'রছে, জলের ভেতর মাছের মত পুটোপুটি করছে, বর্ব্বরতা, আঠার

আনা প্রচার করে কি নির্লজ্জ প্রেমলীলা করে বেড়াচ্ছে। ওর সম্বন্ধে আশা ছাড়।

প্রী। আশা ছাড়তে পারছি না তৃপ্তি, বর্ব্বরতাটা যদি ঠিক ষোল আনা হ'ত তবে ছাড়তাম। কিন্তু ঐ অতিরিক্ত দু আনাটাই আশার কথা। ঐ অতিরিক্ত দুই আনায় প্রমাণ হ'চ্ছে যে ও আঠার আনার আগাগোড়াই ফাঁকি। নিজের মনের ভিতর যেটা নেই সেইটা বাইরে প্রচার করবার চেষ্টায়ই এই আঠার আনার সৃষ্টি হয়।

তৃ। সাধে কি বলে যে তোর আশার অন্ত নেই। কিছুতেই তুই নির্ভরসা হ'স না!

প্রী। না; তাই আমার স্বভাব। এখন চল আর একটু কাছে এগিয়ে দেখি আমার অনুমান ঠিক কি না। এটা খাঁটির ষোল আনা না মেকীর আঠার আনা।

[প্রস্থান।

(শান্তার প্রবেশ)

শা। না, কিছুতেই পারলাম না প্রাসাদে বসে থাকতে! প্রাণটা যেন ফেটে বেরুতে চায়। আমার রক্তের ভিতর নৃত্য তুলে চ'খের সামনে নাচ্ছে সেই রাত্রের শিকার!—সেই রাত্রে সে আমায় শিকার করেছে—আমি পারি নি। কে আমায় ঠেলে পাঠালে এই বনে। এই বন আমায় যাদু করেছে।

কেন? আমি কি তাকে চাই? না—না—না—ছুঁশো'বার না! তবে কেন? তাকে দেখতে চাই কি? কখনও নয়—কি দেখব—কি সে? (থামিয়া) কি সে?—সে যে অপূর্ব্ব, সে যে মহীয়ান, সে যে বীর—আ হা হা, কি সুন্দর! কেন তাকে দেখ্‌লাম?—না,—তাকে আমি ঘৃণা করি। সত্য সত্যই অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি। সমস্ত জীবন, সমস্ত চৈতন্য, সমস্ত সত্তা দিয়ে এমন ঘৃণা আর আমি কাউকে করি না। সে আমার শত্রু, আমার প্রতি অণুপরমাণুর শত্রু!—এত বড় শত্রু আমার কেউ নাই। তবু কেন তার কাছ থেকে তফাতে থাকতে পারি নে? (সম্মুখে দূরে চাহিয়া) ওকি—ওই যে—কি জ্বালা! এই দেখ্‌বার জন্য আমি এই রাত্রে পালিয়ে বনে এসেছি! ওঃ! বিষের জ্বালায় যেন বুক পুড়ে যাচ্ছে। মূর্খ, হতভাগ্য, বর্ব্বর! আমি আমার সমস্ত রূপ যৌবন, সমস্ত সুখ সমৃদ্ধি পাত্র ভরে তোমার মুখের কাছে ধরেছিলাম, তুমি তা পদাঘাতে দূর করে ফেলে দিয়ে! ওই কালকূট ভাণ্ড, ওই নরকের মলামুষ্ঠি, ওই কদর্য্য বর্ব্বরী—ধিক্ ধিক্!— ওঃ জ্বলে যায়—চুম্বন! ওই ওষ্ঠাধরে?—"যত্নেন যুজ্যতে"— বেশ! (বিমুখ হইয়া অবস্থান। পরে আবার চাহিয়া) ওঃ এত ভালবাসা! এত স্নেহ, একেবারে বুকে বুকে! কাছে, আরও কাছে! বড় প্রেম! মুখে মুখ—র'স জন্মের তরে তোমাদের এক

সঙ্গে গেঁথে দিচ্ছি! (ধনুকে তীর সংযোগ করিতে করিতে) জয় মা ভৈরবী। তাই হ'ক তাই হ'ক—এমনি করেই আমার রক্ত পরিতৃপ্ত হ'ক! (শর সন্ধান)

(প্রীতা ছুটিয়া আসিয়া ধরিয়া ফেলিল।)

প্রী। সর্ব্বনাশ রাণী এমন কাজও করো না। তুমি কাকে মারছো? এ বাণ যে তুমি তোমার নিজের হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য করেছ তা' তুমি বুঝতে পারছো কি?

(শান্তা কাঁপিতে কাঁপিতে প্রীতির বুকের উপর পড়িয়া গেল)

শা। আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল প্রীতি।

প্রী। চল, এস্থান এখন তোমার পক্ষে যোগ্য নয়।

[প্রস্থান।

(জঙ্গলা ও জিউর প্রবেশ)

জি। (বসিয়া) আর এখন এখানে একটু জিরোই।

জ। জিরুতে হয় তুই জিরো আমি চল্লাম শিকারে।

জি। জ্যোছ্না যে তলিয়ে গেলরে এখন আবার শিকার করবি কি? অন্ধকারে কি শিকার হ'বে।

জ। কিন্তু শান্তাকে আমি এমনি অন্ধকারে শিকার করতে দেখেছি, তার হাতের মশালের আলোতে সমস্ত বন যেন আলোয় ভরে উঠলো—তার ভিতর দিয়ে তার বর্শা বিদ্যুতের মত—

জি। (জঙ্গলার মুখের উপর একটা প্রচণ্ড চড় মারিয়া) ফের কর্‌বি আমার কাছে তোর শান্তার গল্প!

জ৷ (উঠিয়া) বটে! এতবড় তেজ! কি ক'রেছি আমি যে তুই মার্‌লি—আমায় তোর গোলাম পেয়েছিস্? হারামজাদি! আমি তোর জন্য সব সুখের আশা ছেড়ে এসেছি রোজ রোজ নিজের মনকে এত করে দাবিয়ে রাখ্‌ছি পাছে তোর মনে একটু ব্যথা লাগে—তার এই পুরস্কার!

জি। ওঃ! দয়ায় মরে যাই! কে তোকে বলেছে তোর শান্তাকে ছাড়্‌তে?—যা' না মরগে না সেই গোবর মুখীর ময়লা চেটে! আমাকে অনুগ্রহ ক'র্‌ছেন বড়!—যেন ওঁকে ছাড়া আমার দিন চল্‌বে না। তুই পালা, এক্ষুনি পালা, আমার সাম্‌নে থেকে। নইলে এই খঞ্জর তোর বুকে বসিয়ে দেব।

জ। (জিউর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া) তবে রে শয়তানি? এত দেমাক! যাব, কিন্তু তোর মুখে লাথি মেরে তবে যাব।

(জিউকে ভূমিতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে লাথি মারিল)

হ'য়েছে? না আরও চাই?

(তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া ছুঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল।)

যা, এখন পালা।

(জিউ ক্রোধ ও ঘৃণাভরে তাহার দিকে চাহিয়া পলাইল)

হারামজাদি! যাক্, আপদ গেছে। এখন আমি মুক্ত!

আর কারও মুখ চেয়ে নিজেকে চালাতে হ'বে না। যা' খুসী হ'বে ক'র্‌বো যেখানে খুসী হ'বে যাব।
কি এখন ক'রবো ? শিকার ক'র্‌বো। শাস্তার দেওয়া সেই বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে যাই, এখানেই তো লুকিয়ে রেখে-ছিলাম। এখন তো আর লুকোচুরীর কোনও দরকার নেই।

(আড়াল হইতে বন্দুক বাহির করিয়া গলায় ঝুলাইল)

শাস্তার দান !—শাস্তা আমার জন্ম কত না ক'রেছে—দূর হ'তে দেবীর মত সে আমায় নানামতে সেবা ক'রেছে, আমি বার বার তার সেবা তুচ্ছ ক'রে এসেছি—এরি জন্য ! কোথায় শাস্তার সেই গরীয়সী মূর্ত্তি আর কোথায় জিউর মলিন কর্কশ চামড়া—তবু নিজের সমস্ত বিরাগ বেগে দমন ক'রে আমি জিউর উপরই আমার সমস্ত আদর ঢেলে দিয়েছি। কি পুরস্কারই তার পেলাম ! যদি এর চেয়ে সে দিন আমি শাস্তার রাজ্যে যেতাম !

(প্রীতার প্রবেশ)

এই যে দেবি ! তুমি আমার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর মত সব সময়েই সঙ্গে সঙ্গে রয়েছ দেখ্‌ছি।

প্রী। সৌভাগ্য, কি দুর্ভাগ্য কি ক'রে বলবো ভাই ! আমা হ'তে তো আর তোমার বা আমাদের রাণীর এ পর্য্যন্ত সুখ হ'ল না।

জ। তোমার রাণীর সুখ হ'ল না, এত বড় সাম্রাজ্য তাঁর এমন বিরাট শক্তি, এত রূপ এত ঐশ্বর্য্য, এমন সহচরী—যা কিছু লোকে চাইতে পারে সবই যে তাঁর অজস্র পরিমাণে র'য়েছে।

প্রী। কেবল নেই সেই একটি জিনিষ যার বিনিময়ে তিনি এ সমস্তই নিঃশেষ ক'রে বিলিয়ে দিতে রাজী আছেন।

জ। কি এমন জিনিষ।

প্রী। সে সেই সম্পদ যা কেবল তুমিই একা দিতে পা'র তাঁকে ?

জ। আমি ? বল কি দেবি, আমি বনের পশু আমার যে কিছুই নেই তাঁকে দেবার যোগ্য ! তুমি নিশ্চই ঠাট্টা ক'রছো !

প্রী। তোমার তুমি আছ ! তুমি আমাদের রাণীর প্রাণের ভিতর এত বড় একটা জায়গা জুড়ে ব'সেছ যে সেখানে আর কারও জায়গা হ'চ্ছে না।

জ। প্রীতি দেবি ! তুমি নিশ্চয়ই পাগল হয়েচ ! তোমার রাণী— অসম্ভব ! আমি এই একটা বুনো জঙ্গলী !—এ হ'তেই পারে না ! তুমি ভুল বুঝেছ। নিশ্চয় ভুল বুঝেছ দেবি ! না হয় তুমি ক্ষেপে গিয়েছ। এও কি একটা সম্ভব কথা !

প্রী। শুধু সম্ভব নয় জলল সিং, সত্য। আমাদের রাণীর ধন দৌলত সুখ সমৃদ্ধি যা কিছু দেখেছো সবই পোষাক।

পোষাক পরবার লোক যদি না থাকে তবে সেটা কেবলি একটা আবর্জ্জনা, একটা বোঝা হয়। আমাদের রাণী সেই পোষাকের পশরা নিয়ে বসে' আছেন;—এতদিন কেবল তোমারই প্রতীক্ষায়, তোমার অঙ্গে তার সকল ঐশ্বর্য্য, উঠিয়ে দিলে তবেই তার সমস্ত সার্থক হ'বে। নৈলে তার সকলি ফাঁপা, সকলি শূন্য।

জ। দেবি! তুমি যেন একটা হেঁয়ালীর মত কথা বল্লে, আমি কিছুই বুঝ্তে পারছি না।

প্রী। সবাই আমাকে ঐ কথাই বলে, আমি যা বলি সবই নাকি হেঁয়ালী। কিন্তু ভাই, জগতে এই সব হেঁয়ালীই যে আসল সত্যি তা' কে বোঝে। সত্যটা ঠিক সাদা মাঠা সরল রেখার মত মোটেই নয়।

জ। প্রীতি দেবি! আমার এক ফোঁটাও সন্দেহ নেই যে তোমার রকম সকম বুঝে তোমাদের রাণী তোমাকে পাগল বলে, আটকে রেখেছিলেন, আর তুমি সে বাঁধন কেটে কোনও মতে পালিয়ে এসেছ। তা' হ'লে কি হয়, তুমি তোমার কথা দিয়ে কি একটা নেশা আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছ। আমিও তোমার দলে মিশে গেছি। একবার তোমার কথাটা পরখ করে দেখবার ইচ্ছা যাচ্ছে। আমাকে তোমার রাণীর কাছে নিয়ে যেতে পার!

প্রী। পারবো না কেন? তবে বড় ভরসা হয় না!

জ। কেন ?

শ্রী। একবার তোমার কথায় ভুলে আয়োজন উদ্যোগ করে রাণীকে বলে পাঠালাম। তিনি তোমার অভ্যর্থনার জন্য কত আয়োজন ক'রলেন। রাজ্যে তোমার জন্য উৎসবের সূচনা হয়ে গেল। তার পর আমায় মুখ কালি করে গিয়ে বলতে হ'ল তুমি রাণীর নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে চ'লে গেছ। সে যে অপমান হ'য়েছি তা আবার হ'বার ইচ্ছে নেই।

জ। (হাসিয়া) এই কথা! আচ্ছা এবার চল, আর অপমান হ'বে না। কিন্তু সেবার যে যাইনি ভালই হ'য়েছে। উৎসবের বাজনার ভিতর আমি তোমার রাণীর কাছে যেতে চাই না, দুদিনকার আড়ম্বরের পরে অবহেলা সমুদ্রে ডুবতে আমার ইচ্ছা নেই। আমি নীরবে যাব, বিনা সংবাদে তোমার রাণীর কাছে আমার শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করব, সমস্ত হৃদয় নীরবে তাঁর হাতে তুলে দেব। যদি তাঁর দয়া হয়, তবে আমাদের অন্তরের দেবতা ছাড়া কেউ জানবে না, কবে আমাদের অন্তরের যোগ হ'য়ে গেছে। চল দেবি, আর দেরী নেই—এখনি দেবী সম্ভাষণে চল।

সপ্তম দৃশ্য

শান্তা

শা। কেন মরতে গিয়েছিলাম ?—কেন দেখতে গেলাম ?—ওঃ এখনো যেন প্রাণটা পুড়ে যাচ্ছে !

(প্রীতার প্রবেশ)

প্রী। রাণী অর্ঘ কোথায় ? অতিথি দ্বারে !

শা। কিসের অর্ঘ ? কে অতিথি ?

প্রী। জঙ্গলা !—

শা। বলিস্ কি ? মিথ্যা কথা ! কেন তাকে তুই আন্‌লি ? আমি কি তোকে আন্‌তে বলেছি ?

প্রী। আমি তাকে আনিনি রাণী ! সে নিজেই এসেচে।

শা। কেন ? আমি তো তাকে চাই না।

প্রী। সে জানি না, কিন্তু সে তোমাকে চায়।

শা। মিথ্যা কথা। সব মিথ্যা তোর, সব ফাঁকি। আমি তাকে চাই নে, তা' মিথ্যাই হ'ক সত্যই হ'ক।

প্রী। তবে কি সে দুয়ারে এসে ফিরে যাবে রাণী ?

শা। কে বলেছে ফিরে যেতে তাকে ? প্রীতি, তুই ভারি ক্ষেপাতে পারিস্ আমাকে।

প্রী। তবে কি তাকে নিয়ে আস্‌বো ?

শা। এইখানে? এম্‌নি ঘরে? আজকের দিনে? এম্‌নি করে তার সঙ্গে মিলন হবে প্রীতি? কোনও আয়োজন তো করিনি সখি, কেমন করে তাকে এই শূন্য সজ্জাহীন ঘরে আনবো? কেমন করে আমার নিরাভরণ রূপ নিয়ে তার কাছে হাজির হব?

প্রী। এই তো ঠিক রাণী! তোমার আজকের এ মিলন তো বাহিরের মিলন নয়, রাণী যে শোভা সজ্জায় এর সম্বর্দ্ধনা ক'রবে! আজ তার অন্তরের সঙ্গে তোমার অন্তর মিলবে; আজ বাহিরের আয়োজনের কোনও দরকার নেই। বরং মুছে ফেল সমস্ত বাহিরটা, নিভিয়ে দেও সব আলো। গভীর অন্ধকারে অন্তরের সাথে অন্তর নীরবে মিলিয়ে যা'ক। আমি যাই।

শা। সত্যি যে গেল। চুলটা ঠিক আছে তো! সাড়ীখানা কেবলি কেবলি গড়িয়ে প'ড়ছে—সত্যি যে আলোগুলো নিভিয়ে দিলে (সম্মুখে চাহিয়া)—আ, হা, হা,—প্রিয়তম, চির বাঞ্ছিত মোর!

(জঙ্গলার প্রবেশ ও নীরব বিস্ময় ও প্রীতার দৃষ্টিতে শান্তার দিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইয়া আলিঙ্গন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রশান্তপুরী

মহোদর সার্ব্বভৌম ও যন্ত্রপতি থানাদার।

মহো। এটা কোন্‌দেশী বিবাহ হ'ল থানাদার? শাস্ত্রে রাজকীয় বিবাহে সাতশ' বাহান্নটা হোমের ব্যবস্থা ক'রে গেছে। তা' ছাড়া, ইচ্ছা ক'রলেই তার সঙ্গে অগ্নিস্তোম, জ্যোতিস্তোম, সর্ব্বস্তোম, হুতস্তোম, আহুতস্তোম, হুতাহুতস্তোম, প্রহুতস্তোম ইত্যাদি শতাধিক, তা' ছাড়া রাজসূয় প্রভৃতি যে কোনও যজ্ঞ সংযোগ করে দিয়ে চাই কি আরও ন' শ নিরনব্বইটা হোম করা যেতে পারে। আর এ কিনা একটি হোমও হ'ল না, একটা চুলোও জ্বললো না।

যন্ত্র। জ্ব'লবে চুলো সার্ব্বভৌম, জ্বলবে! এমন চুলো জ্বলবে, যা কোনও জন্মে তোমরা চক্ষে দেখ নি, তা'তে তোমার ঐ পুঁথি পত্র সব জ্বলে ফুঁ হ'য়ে উড়ে যাবে। ভেবেছ কি, সার্ব্বভৌম, সময় বসে আছে?

মহো। থানাদার ভায়া, আমাদের এ দেশের এই সব সনাতন আচার অনুষ্ঠান এদের কি সময়ের দাস সাব্যস্ত ক'রলে?

তুমি, তোমার পিতৃপিতামহাদি কেউ যখন ছিলে না তখন এদের সৃষ্টি—সেই থেকে এগুলি বরাবর চলে আসছে, আজ চট্ করে বল্লেই হ'বে যে তার দিন গিয়েছে।

যন্ত্র। সার্ব্বভৌম দাদা, তোমারও তো জন্ম হ'য়েছিল তোমার নাতির পিতামহের জন্মের সময়; আর সেই থেকে তুমি টিঁকে আছ। কিন্তু আজও কি বুঝছো না ভাই যে তুমি সুধু টিঁকেই আছ। আগে যেখানে জোর করে পৃথিবী কাঁপিয়ে ছুটে যেতে, সেখানে এখন সুধু কোনও মতে টিকে আছ। তোমার নাতি খুব জোর করে এসে একটা ধাক্কা লাগাচ্ছে না ব'লেই টি কে আছ, টি কে টি কে কেবল প্রতীক্ষা ক'রছো সেই ধাক্কাটার—যাতে একেবারে শুয়ে প'ড়বে, আর উঠ্‌বে না। আমাদের সনাতন আচার যা ব'লছো, সেও তেমনি টিঁকেই ছিল এতদিন সেই শেষ ধাক্কার জন্য। আজ সে ধাক্কাটা খেয়েছে।

মহো। আচ্ছা ভেবে দেখ ভাই, কাজটা কি ভাল হ'ল? সেকালে একটা রাজা রাজড়ার জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু প্রভৃতি হ'লে মাস কি বৎসরব্যাপী নানা রকম আচার অনুষ্ঠান চলতো হাজার হাজার লোক খেয়ে বাঁচতো, দুঃখী লোকে আনন্দের মুখ দেখতো,—

যন্ত্র। উৎসবের অভাব হ'বে না সার্ব্বভৌম, লোকের আনন্দেরও ত্রুটি হ'বে না। রাণী মা হুকুম দিয়েছেন তাঁর সকল

প্রজার একমাসের ছুটি। এ একমাস পুরীময় আনন্দ উৎসব হ'বে। রাজাকে সব রকম আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ দেখান হ'বে।

মহো। অর্থাৎ সবই হ'বে কেবল গরীব ব্রাহ্মণ বেচারা ফাঁকে পড়বে।

যন্ত্র। তা' হ'লে কি বিশেষ অন্যায় হয় ঠাকুর? বলি এত দিন যে বিয়েতে শ্রাদ্ধেতে কাঁড়ি কাঁড়ি বেঁধে ঘরে এনেছো, পথের ধারের ভিখারীর দিকে চাইবার বদভ্যাস তো কখনও ছিল না তোমাদের? একটা বিয়ে বা শ্রাদ্ধে যদি লাখ টাকা খরচ হ'য়েছে তবে তার নিরানব্বই হাজার তো তোমাদেরই পেটে গেছে—বক্রী ছিটে-ফোঁটা কদাচিৎ এদিক ওদিক ছিটকে পড়েছে বৈ তো নয়।

মহো। তোমরা উচ্ছন্ন যাবার পথে বসেছ। ব্রাহ্মণের অপমান করাটা তোমরা এখন একটা প্রধান নিত্যকর্ম্মের মধ্যে করে নিয়েছ। কিন্তু যেন খানাদার "ধো লোকে ধৃতব্রতো, রাজা ব্রাহ্মণশ্চ" ব্রাহ্মণই সমাজকে ধারণ করে' র'য়েছে ব্রাহ্মণকে ঠেলেছ কি সমাজও ভেঙ্গে পড়েছে।

যন্ত্র। ব্রাহ্মণ অবশ্য চাই! ব্রাহ্মণ সমাজকে ধারণ করে, ব্রাহ্মণ তাকে চালনা করে, ব্রাহ্মণেই সমাজে স্থিতি—

মহো। বল ভাই বল! আমিও তো তাই ব'লছিলাম!

যন্ত্র। কিন্তু সে ব্রাহ্মণ তুমি নও মহোদয় সে আমি, সে কর্ম্মবেদী।

মহো। তাই নাকি, তাই নাকি, এ যে নূতন শাস্ত্র শোনা যাচ্ছে! তোমরা ব্রাহ্মণ হ'তে চাও কোন শাস্ত্রের জোরে?

যন্ত্র। ব্রাহ্মণ জন্মের দ্বারা হয় না, ব্রাহ্মণ হয় গুণে। ব্রাহ্মণ বর্ণোত্তম, কেন না বিদ্যা ব্রাহ্মণের সেবিকা। বিদ্যাই শক্তির আধার, বিদ্যার দ্বারা সত্য জেনে ব্রাহ্মণ সমাজকে চালান তাই সমাজ অগ্রসর হয়, তাই সমাজ বেঁচে থাকে।

মহো। অবশ্য অবশ্য, এর প্রমাণ শাস্ত্রে আছে "বিপ্রস্য সেবধি বিদ্যা।"

যন্ত্র। কিন্তু কি সে বিদ্যা—বিদ্যা তো স্থাণু নয়! দিনের পর দিন বিদ্যা বেড়ে যাচ্ছে। দিনের পর দিন সমাজের নূতন নূতন প্রয়োজন অনুসারে ব্রাহ্মণ নূতন নূতন বিদ্যার অনুশীলন ক'রছেন। এমনি করে' বিদ্যা অগ্রসর হ'চ্ছে, সমাজ সমৃদ্ধ হ'চ্ছে, ব্রাহ্মণ শক্তিমান্ হ'চ্ছে।

মহো। সাধু, সাধু, যন্ত্রপতি, তা এমন কথা তো তোমার মুখে সদা সর্ব্বদা শোনা যায় না!

যন্ত্র। না, আমি হঠাৎ এই সত্যটা আজ আবিষ্কার ক'রে ফেল্লাম। এই পঞ্চম বেদ আজ আমি তোমাকে দিচ্ছি গ্রহণ কর। অভিনিবেশ পূর্ব্বক শোনো মহোদয়—আজ যে দিন পড়েছে, সমাজ আজ যে অবস্থায় এসে পড়েছে তাতে কোন্ বিদ্যায় তার শক্তি বাড়বে? কোন্ বিদ্যায় সে বেঁচে থাকবে? কোন্ বিদ্যায় সে অগ্রসর হ'বে? সেই বিদ্যা

আমাদের চাই সেই বিদ্যার ব্রাহ্মণই এ যুগের ব্রাহ্মণ তা'কে মাথায় ক'রে রাখ।

মহো। কি সে বিদ্যা? কে সে ব্রাহ্মণ?

যন্ত্র। সে যন্ত্র বিদ্যা! সে ব্রাহ্মণ আমি এবং আমরা। অতএব হে মহোদর, তুমি আমার কাছে প্রণত হও।

মহো। পাষণ্ড! ম্লেচ্ছ! নরাধম! ব্রাহ্মণের সঙ্গে এমন পরিহাস। হ'ত যদি রাণীর পিতামহের আমল তবে আজ তোমাকে সাতশো চাবুক ক'সে রাজা শায়েস্তা ক'রতো—

যন্ত্র। আর তাঁর পিতামহ আমার জিভটা উপড়ে ফেলে তারপর গরম কড়ায়ে ফেলে আমার সাঁতলে তুলতেন। তাইতো ব'লছিলাম মহোদর সে দিনও নেই, সে কালও নেই। তুমি কেবল সেই কালাত্যয়ের জীর্ণ সাক্ষীর মত পথের পাশে পড়ে র'য়েছ, কেউ তোমার দিকে ফিরে চাইবারও সময় পাচ্ছে না।

হো। না, আমি রাণীর কাছে তোমার নামে অভিযোগ ক'রবো, আমি এখনি চ'ল্লাম—

র। আরে ঠাকুর থাম থাম, মিছে শ্রম করো না। তুমি মনে ভাবছো যে মনুতে যে বিধান আছে তাই আইন। কিন্তু তা' আর নেই—রাণীর নূতন দণ্ডবিধিতে বর্ণজাতির নাম মাত্র উল্লেখও নেই। তার পর, তুমি মনে ক'রছ যাবে রাণীর কাছে গিয়ে নালিশ করে দেবে, রাণী অমনি আমায় ডেকে একটা

হেস্ত নেস্ত করে' দেবেন ;—সে চিন্তাও মনে স্থান দিও না। তুমি রাণীর কাছে গেলে রাণীর দরোয়ান তোমার গলায় হাত দিয়ে উকীলের বাড়ীর দিকে ঘুরিয়ে দেবে। উকীল বাড়ী দশ দিন হাঁটাহাঁটি করলে জানতে পারবে যে রাজদর্শনী পঁচিশমুদ্রা এবং উকীলের দর্শনী শতমুদ্রা সেরেস্তাদার দর্শনী এক মুদ্রা, পেস্কার দর্শনী অর্দ্ধ-মুদ্রা, পেয়াদা দর্শনী তিন মুদ্রা, দাখিল ক'রলে ইত্যাদি তারপর মোকদ্দমা বিচারকের কাছে উপস্থিত হ'তে পারবে। তারপর আমার ডাক হ'বে, সাক্ষী সাবুদ, সওয়াল জবাব টাকার শ্রাদ্ধ হ'য়ে মোকদ্দমা মিথ্যা সাব্যস্ত হ'বে। শেষে আমাকে সহস্র মুদ্রা দিয়ে তবে তোমার ঘরে ফিরতে হ'বে। ছা'পোষা ব্রাহ্মণপণ্ডিত তুমি, অমন কার্য্যও করো না। দিন কাল মন্দ পড়েছে, কি ক'রবে? কিল খেয়ে কিল চুরী করতে শেখ। ধর্ম্মাধিকারের ধার দিয়েও ভিড়ো না। সেখানে গেলেই টাকার শ্রাদ্ধ।

মহো। আমি ওসব কিছুই ক'রব না। ব্রাহ্মণসন্তান আমি, রাণীকে আশীর্ব্বাদ করে আমার অভিযোগ ক'রব; রাণী কখনও অধর্ম্ম ক'রবেন না।

বন্ধ। কিন্তু ধর্ম্ম কোনটা? এ যুগের যে এইটাই ধর্ম্ম এই সাদা সত্যটা তুমি বুঝতে পারছ না? সেই জন্যই তো বলি ছাঁ'পোষা ব্রাহ্মণ, তুমি একটা কক্ষ্যভ্রষ্ট তারা, তোমার দেশকাল থেকে ছিটকে পড়ে এমন এক জায়গায় এসে

পড়েছে যেখানকার পথঘাট তোমার জানা নেই। এখন যত শীগ্‌গির রোকসোত হ'তে পার ততই ভাল।

মহো। পাপিষ্ঠ তুমি আমার মৃত্যু কামনা করছ!

মন্ত্র। আরে চট কেন সার্ব্বভৌম; তুমি হ'লে আমার পুরোণো ইয়ার তাই দুটো কথা বল্লাম। বালাই ষাট্‌, তুমি মরবে কেন! আমার চতুর্থী বউদির সিঁথির সিন্দুর অক্ষয় হোক! এখন চল যাই উৎসবের আয়োজন দেখে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মোহিনী ও শোভিনীর প্রবেশ)

মো। রাজা দেখলি কেমন শোভিনী?

শো। রাণী শাস্তার বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে! এই যে এতদিন ধরে নাগরাজপুত্র এসে সাধ্যসাধনা করে গেল, তাতে রাণীর মন উঠলো না। আর এই জঙ্গলীটার মধ্যে কিই যে দেখলে রাণী, তা বুঝতে পারলাম না।

মো। আমিও পারলাম না। সাত হাত লম্বা একটা জোস্‌কা জোয়ান, তার গায়ের ভিতর দিয়ে মাংসপেশীগুলো যেন ডিমের মত হ'য়ে ছুটে বেরিয়েছে! এর মধ্যে যে কি ছিরিই দেখলেন রাণী!

(প্রীতার প্রবেশ)

এই সোজা কথাটা বুঝতে পারলিনে মোহিনী? নবনীত

কোমল বাহু, টানা ভুরু, ঢুলু ঢুলু আঁখি, লীলায়িত দেহযষ্ঠি এসব যে রাণীর দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। তাই রাণীর মন ছুটেছিল একটা মানুষের সন্ধানে। রাজা আর যাই হ'ক, একটা আস্ত জ্যান্ত মানুষ। সে সম্বন্ধে কারও কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

শো। কেন নগররাজপুত্রকে কি কোনও দেবতা বলে রাণীর ভ্রম হ'য়েছিল নাকি?

শ্রী। রাণীর কি মনে হ'য়েছিল ব'লতে পারি না, কিন্তু আমার অনেক দিন পর্য্যন্ত মনে মনে সন্দেহ ছিল যে ও একটা পুতুল; যন্ত্রপতি থানাদার ওকে কোনও একটা কলে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এমন ওজন করে তার প্রত্যেকটি হাত পা নাড়া, প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি হাসি বেরুত যে আমার দেখলেই মনে হ'ত যে ওর জামাটা খুললেই দেখা যাবে ভিতরে কেবলই কল।

মো। তা' তুমি আর বলবে না, তুমি হ'লে ঘটকী।

শ্রী। আর সে কি যেমন তেমন ঘটকী! রাণী যদি একবার মনের ভুলেও বলতো 'আমি ওকে চাই নে' তবে আমি নিজেই ওকে হস্তগত করে ফেলতাম।

মো। থাক্, তবে ওৎ পেতে বসে থাক। কোন দিন রাণীর নেশার ঝোঁক কেটে যাবে। তখন, যখন মসনদ থেকে ও ছিটকে এসে পড়বে তখন তুই আঁচল পেতে ধরে' নিস্।

প্রী। সে ভাগ্য আর কারও হ'চ্ছে না। দেখগে প্রাসাদে, রাণী একেবারে ডুবে গেছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুটি দণ্ডও রাণী তার বুকের কাছটা ছেড়ে থাকতে পারছে না। কারও কোনও মতে দাঁত বসাবার ফাঁকটিও রাখছে না রাণী। রাজ্যের যত সব আশ্চর্য্য সুন্দর জিনিষ আছে সেই গুলো এক এক করে তাকে দেখাচ্ছেন, বোঝাচ্ছেন, শোনাচ্ছেন আর মুখের উপর মুখ দিয়ে পড়ে রয়েছেন।

মো। পীরিতের হালচাল যদি বুঝিস্ তবে এইটাই তোর আশার কথা। বাড়াবাড়িটা যত বেশী হয় মোহের সময়টাও তেমনি সংক্ষিপ্ত হ'য়ে আসে।

প্রী। মুখে তোর ফুল চন্দন পড়ুক—অর্থাৎ কেয়া ফুলের কাঁটা আর চন্দনের বীচি! আপনি যদি না পড়ে আমাকে খবর দিস্ আমি কষ্ট করে এনে তোর মুখে পুরে দেব।

শো। চল্ ভাই চল্, আমরা চিত্রশালাটা ঘুরে আসি। প্রীতার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে কেউ কোনও দিন পেরেছে ?

মো। চল্।　　　[প্রস্থান।

প্রী। আমিও সহজে তোমাদের সঙ্গ ছাড়ছি নে। চিত্রশালা চিত্রশালাই সই।　　　[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ

রাজবেশে জঙ্গলা ও রাণী শান্তা

শা। কেমন লাগছে প্রভু।

জ। প্রভু! রাণী, ঐ কথাটা ছাড়! আমি তোমার পায়ের ধূলোরও তো যোগ্য নই দেবি। তুমি দয়া করে আমায় পাঁকের ভিতর থেকে তুলে এনেছ—

শা। দয়া করে? এই কি তোমার বিচার?

জ। না, ভালবেসে। ভালবেসে তুমি আমায় নরকের পঙ্ক থেকে সুখের সপ্তম স্বর্গে তুলে এনেছ, সুখের উপর সুখ চাপিয়ে সুখের বেদনায় প্রাণ অস্থির করে তুলেছ। হাঁপিয়ে উঠলে, তোমার বুকের শান্ত আশ্রয়ে আরামের আয়োজন করেছ—আমার কি সৌভাগ্য শান্তা—কোন সুকৃতির বলে আমি এত সুখ পাচ্ছি!

শা। কি দিয়েছি আমি তোমায় প্রিয়তম? সপ্ত সাগরের ঐশ্বর্য্য ছেঁকে যদি তোমার সেবায় নিযুক্ত ক'রতে পারতাম—যদি বুক চিরে তার রক্ত দিয়ে নিত্য তোমার পা ধোয়াতে পারতাম, খুব একটা অসম্ভব কিছু সাহসের কাজ করে'

নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারতাম তোমার সেবায়, তবে বুঝি আমার আশা কতক মিটতো। এ তো কিছুই নয়। আমার যা কিছু তুচ্ছ আয়োজন এ গ্রহণ করে তুমিই সে আয়োজনকে ধন্য ক'রেছ, আমি তোমার কি ক'রেছি প্রিয়তম ?

জ। শান্তা, এ কি একটা আশ্চর্য্য মধুর স্বপ্ন ! এ কি সুখ ! এস এস আরও কাছে এস। আমার বুকের ভিতর এসে আমায় পরিপূর্ণরূপে ধন্য করে দেও রাণী !

(আলিঙ্গন)

(সীতার প্রবেশ)

সী। রাণী, আমার অঙ্গনে আজ তোমরা দুজন অতিথি হবার কথা !

জ। তুমি আবার কি আশ্চর্য্য অদ্ভুত কাণ্ড দেখাবে সুন্দরী। রোজ রোজ তো রাণীর সহচরীদের ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে পৃথিবীর ভিতর স্বর্গের সব কারখানা দেখছি। কাল না কার বাড়ী গিয়েছিলাম ?

শা। বিজলী, কর্ম্মদেবীর মেয়ে !

জ। হাঁ বিজলী ! সে পৃথিবীতে বসে আকাশে বিজলী খেলিয়ে দেয়, অমাবস্যা রাতে সূর্য্যের আলো জ্বালায়, মাটীর ডেলার মত পাহাড় গুঁড়ো করে ; কত কি অদ্ভুত কাণ্ড করে সে বলবার নয়।

শা। সীতার অধিকারে তার চেয়ে কম আশ্চর্য্য জিনিষ দেখতে পাবে না।

সী। আমার ওখানে আশ্চর্য্য কি দেখবেন রাজা তা ব'লতে পারি না, কিন্তু দেখতে পাবেন যে সেবা দিয়ে পৃথিবীকে তৃপ্ত ক'রলে তাঁর কাছে কত ঐশ্বর্য্য কত অপর্য্যাপ্ত আনন্দের উপকরণ পাওয়া যায়।

জ। চল চল দেখিগে তোমার শক্তির পরিচয়।

সী। আজ্ঞে চলুন। [প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন

(অপূর্ব্ব উদ্যান ও কৃষি-প্রদর্শনী)

জঙ্গলা, শান্তা, সীতা, কর্ম্মদেবী, বাণী, চিত্রা ও রাণীর সখীবৃন্দ।

জ। অদ্ভুত রাণী, সকলি অদ্ভুত, যা দেখছি সবই অদ্ভুত! মাটি ফুঁড়ে এত ঐশ্বর্য্য বের করছ তুমি। তাইতো তোমার প্রজারা শীকার করতে নারাজ। ঘরে বসে মাটি খুঁড়ে যদি পেট চলে যায়,—তবে কে কষ্ট সাধ্য শীকারে যেতে চায়?

শা। বন্য হিংস্রজন্তুগুলোকে মেরে মানুষের বাস নিরাপদ করাকেই আমি শীকারের একমাত্র প্রয়োজন বলে মনে করি। আমি সেইজন্য শীকার করার চেয়ে বন জঙ্গল কেটে ক্ষেত নগর প্রতিষ্ঠান সব গড়েছি!

জ। খুব ভাল ক'রেছ রাণী। মানুষের কিসে সুখ, সেটা তুমি ভাল করেই বুঝেছ!

শা। এবার তুমি যদি অনুমতি কর, তবে তুমি যে বনে ছিলে সেটাকে কেটে নগরকে বাড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড বাগান তৈয়ার ক'রবো মনে করেছি।

জ। সেই বন!—সেটা কি না কাটলেই চলবে না রাণী!

শা। আচ্ছা তুমি না চাওতো কাটবো না।

কর্ম্ম। কিন্তু ওদিকটা কেটে ফেল্লে প্রশান্তপুরীর দক্ষিণ দিকটা সমুদ্র পর্য্যন্ত খোলসা হ'য়ে পড়ে। ওর ভিতর বেশ খোলা মাঠ রেখে একটা প্রকাণ্ড বাগান আর তার পাশে সেবাশালা প্রতিষ্ঠা ক'রলে বড় চমৎকার মানানসই হ'ত।

জ। (স্বগত) ওই বন! ওর এক একটা গাছ যে আমার এক একখানা পাঁজরের মত! (প্রকাশ্যে) সীতাদেবী, তুমি কি বল?

সী। আমার মতে ঐ বনটা কেটে একটা প্রকাণ্ড কৃষিশালা করা যেতে পারে। বিজলী আমায় কয়েকটা নূতন যন্ত্র তৈয়ার করে দিয়েছে, সেগুলো কাজে লাগাবার মত বড় ক্ষেত্র আমি কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। ঐ বনটা পরিষ্কার হ'লে চমৎকার ক্ষেত্র পাওয়া যাবে।

বাণী। রাণী, উত্তরের বন যদি কাটা হয়, তবে এবারে আমার গ্রন্থাগারের একটা ভালো রকম বন্দোবস্ত ক'রতেই হ'বে

আর তা ছাড়া প্রত্যেকটি পণ্ডিত পরিষদের এখন এক একটা স্বতন্ত্র বাড়ী আর পরীক্ষাগার দরকার।

চিত্রা। আর আমাকেও একেবারে ভুল্‌লে চ'লবে না। চিত্রশালাটাকে এমন কদর্য্য পল্লীর ভিড়ের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে রাখা কিছুতেই হ'তে পারে না।

জ। ঠিক, দেবী ঠিক! তোমার চিত্রশালা হওয়া উচিত একটা বিস্তীর্ণ মাঠের ভিতর একটা প্রকাণ্ড মঠের মত মন্দিরে! আমার চোখের সামনে তোমার চিত্রশালার যোগ্য মন্দিরের একটা ছবি জেগে উঠছে। চারিদিক দিয়ে তার ব'য়ে যাচ্ছে মৃদু গুঞ্জনে ছোট একটি নির্ঝরিণী, মাঠের ভিতর ঝোপে ঝোপে থোপা থোপা ফুল, থোপা থোপা আঙ্গুরের ঝাড়—

শা। সুন্দর! সুন্দর! চিত্রা তোর প্রার্থনা মঞ্জুর হবে যদি ঠিক এই মন্দিরটি তুই তুলির লেখায় এঁকে দেখাতে পারিস!

বাণী। আর আমাকে কি ভুলে গেলে রাজা?

জ। তোমাকে ভুলবো? তোমার মন্দির হবে সব চেয়ে উঁচু পাহাড়ের উপর, চুড়ার পর চুড়া উঠে শেষ একটা প্রকাণ্ড চুড়া গিয়ে আকাশ স্পর্শ ক'রবে। কক্ষে কক্ষে তোমার নানা বিস্তায় নানা ছন্দের সঙ্গীত ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধে উঠে মিশে এক মহাসঙ্গীত রচনা ক'রে চুড়ার পর চুড়ায় উঠে এক পরম সত্যের সন্ধানে চ'ল্‌বে!

শা। কি সুন্দর কি মহান্ এ কল্পনা! কর্ম্মদেবী, তুমি এই ছবিখানা এঁকে নেও! প্রিয়তম তুমিই, এ মন্দিরের স্রষ্টা হ'বে। এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হ'বে সেই পর্ব্বতের চূড়ায় যেখান থেকে আমি তোমায় প্রথম দেখেছিলাম।

জ। সেখানে?—সেই বন কেটে? আর কোথাও হয় না রাণী?

কর্ম্ম। মহারাজ যেমন কল্পনা ক'রেছেন তেমন প্রাসাদ নির্ম্মাণ ক'রবার স্থান ঐ উত্তরের বনটা ছাড়া কোথাও হয় না।

জ। কিন্তু রাণী, সে বন—সেখানে আমি তোমাকে দেখেছিলাম—তোমার সে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির সঙ্গে সে বন মিশে র'য়েছে। কোন প্রাণে তাকে কাটবে।

শা। যেখানে তুমি আমায় প্রথম দেখেছিলে সেখানে হবে একটা পরম মনোহর কুঞ্জবন—

জ। হাঁ হাঁ চমৎকার! কুঞ্জের পর কুঞ্জ অযত্নগ্রথিত মালার মত পড়ে থাকবে, তার মধ্যে দিয়ে চাঁদির সূতার মত এঁকা বেঁকা ঝিলটি ব'য়ে যাবে। জলের ভিতর নানা রঙের হাঁস খেলা ক'রবে, কুঞ্জের ধারে পেখম তুলে ময়ূর নেচে বেড়াবে,—কি সুন্দর হ'বে!

শা। আর তোমায় আমায় সেখানে রোজ সন্ধ্যায় যাব, বিজলী বাতির উজ্জ্বল আলোয় রঙ্গিণীর গীতিবাদ্যের উন্মাদনায়

বিভোর হয়ে আমরা সেই ঝিলের ভিতর বৈদ্যুতিক ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে বেড়াব !

জ। কিন্তু রাণী সে বন তো থাক্‌বে না ?

শা। (স্বগত) এখন তোমার সে বনের উপরে মন পড়ে আছে ? এখনও ভাবছো সেই তারই কথা, যে তোমাকে কিছুই দিতে পারতো না ? কিন্তু তা হ'বে না। যে বন তোমাকে তার কথা স্মরণ করে' দেবে তার চিহ্নমাত্রও সেখানে থাকবে না।

চিত্রা। মহারাজ ! আজ্ঞা হয়তো আমি আর কর্ম্মদেবী দুজনে মিলে আপনার সঙ্কল্পিত প্রাসাদগুলি সপ্তাহ মধ্যে আরম্ভ ক'রতে পারি।

জ। দাঁড়াও, চিত্রা আমার আরও অনেক কথা মনে হ'চ্ছে। মনে হ'চ্ছে শান্তার রাজ্যে এত ঐশ্বর্য্য আছে, এত বিদ্যা আছে। এত কলা আছে, কিন্তু সে সব যেন পরিপূর্ণ নয় ! সব যেন টুকরো টুকরো, খান খান হ'য়ে রয়েছে। এ সব ঠিক হ'চ্ছে না ! সব জায়গায় সব জিনিষের মধ্যে যেন একটা মিলনের সূত্র আমি দেখতে পেয়েছি. কর্ম্মদেবীর কর্ম্মশালায় আর তোমার চিত্রশালায়, সীতার কৃষিক্ষেত্রে আর রাণীর পরীক্ষা মন্দিরে, বিজলীর পরীক্ষাগারে আর রঞ্জিনীর বৈঠকখানায় সব খানে যেন আমি একটা সুরের খণ্ড খণ্ড টুকরো শুনতে পেয়েছি। যদি এই সব এক সঙ্গে জুড়ে দিতে পারা

যেত, তবে আমার মনে হয় যেন সমস্ত জ্ঞানের ভিতর দিয়ে কলার ভিতর দিয়ে, কর্ম্মের ভিতর দিয়ে, সমস্ত রাজ্য জুড়ে একটা মধুর সঙ্গীত রচনা হ'য়ে যেত !

শা। আমারও মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি আমার সব আয়োজনই খণ্ড খণ্ড, আর খণ্ড বলেই অসত্য। কেমন করে যে এর সমস্তগুলি এক সূত্রে গেঁথে ফেলে এর ভিতরকার সেই অখণ্ড প্রাণটা বের ক'রবো আমি তো ঠাউরে পাইনি।

জ। আমার যেন মনে হ'চ্ছে রাণী আমি সেই অখণ্ড প্রাণের সন্ধান পেয়েছি, আর তাকে ফুটিয়ে তুলতে পারবো। আমার মনের ভিতর ক্রমে ক্রমে সে ছবি ফুঁটে উঠছে। ধীরে ধীরে তার উপর আলো ছড়িয়ে প'ড়ছে। তার প্রতীক হবে,—একটা প্রকাণ্ড নগর—যাকে বাগান বল্লেও চলে,—যার ভিতর বনের শোভার সঙ্গে শিল্পের শোভা মিশে গেছে, তার ভিতর প্রাসাদ, কলাভবন,—সকল বিদ্যা, সকল কলা, সকল আনন্দ-বিধায়িনী চেষ্টা সমবেত হ'য়ে র'য়েছে। দ্বারে হুতা দেবীর প্রতিষ্ঠান, তাঁর যজ্ঞের ধুম পবিত্র মধুর গন্ধ নিয়ে সব ঘরের ভিতর দিয়ে সঞ্চারিত হ'য়ে প্রাসাদ চুড়ার ভিতর দিয়ে মেঘের স্তরে মিলিয়া যাচ্ছে। প্রাসাদের ঘরেঘরে নানা বিদ্যার নানা কলার প্রতিষ্ঠান, আনন্দে তাদের প্রতিষ্ঠা, আনন্দ তাদের সব চালাচ্ছে, আনন্দে তার পরিসমাপ্তি।

শা। অদ্ভুত অদ্ভুত তোমার কল্পনা! দেখ তুমি স্বপ্ন দেখ!

তোমার স্বপ্নে আমার সকল সাধনা সফলতা লাভ ক'রবে। চিত্রা, বিজলী, কর্ম্মদেবী তোমরা সব রাজার সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁর সমস্ত স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত কর—দক্ষিণের বনে তাঁর আনন্দ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কর।

জ। (আবিষ্ট ভাবে) আমি দেখছি! আমার চোখে সব ভেসে উঠছে। এসো, তোমরা আমার সঙ্গে এসো, সব লিখে নাও এসে।

[প্রস্থান।

(দুর্গার প্রবেশ)

দু। দেবী, দুঃসংবাদ!--

শা। কি?

দু। উত্তরদিকের প্রাকারটা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে, আমাদের সহস্র সৈন্যের প্রাণ গেছে!

শা। কেমন করে হ'ল?

দু। বুঝতে পারিনি দেবি; থানাদার যন্ত্রপতি এই বিপদের কারণ অনুসন্ধান ক'রছেন। আর প্রাচীর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা ক'রছেন। কিন্তু পূর্ব্বদ্বারের প্রহরী বল্লে যে ঠিক যখন বিরাট শব্দ করে প্রাচীরটা ধসে পড়লে তার কিছু আগে সে একটা কালো জঙ্গলী মেয়েকে বিদ্যুদাগারে যেতে দেখেছিল।

শা। কালো জঙ্গলী মেয়ে। কে সে? কোথায় সে?

দূ। খুব সম্ভব সে চাপা পড়ে মারা গেছে।

শা। আমি সম্ভব খবর চাই না, ঠিক্ খবর চাই।

(যন্ত্রপতি থানাদারের প্রবেশ)

যন্ত্র। ঠিক্ খবর এই, দেবি যে সেই জঙ্গলী মেয়েটা একটা লোহার দণ্ড ছুঁড়ে মেরেছিল বিদ্যুৎ যন্ত্রাগারে,। তাতে দৈবক্রমে একটা সংযোগ ঘটে, বিদ্যুৎপ্রবাহ ছাড়া পেয়ে একটা প্রচণ্ড বজ্রের মত বিদ্যুৎ বেরিয়ে প্রাকারটা চুরমার করে দিয়েছে।

শা। সে নারী কোথায় ?

যন্ত্র। সে সামান্য একটু আঘাত পেয়ে ছিল বোধ হয়, কিন্তু সে পালিয়েছে।

শা। পালিয়েছে ? কোথায় পালিয়েছে !

যন্ত্র। দক্ষিণের বনে।

শা। কাট দক্ষিণের বন। কাল দিনের মধ্যে যেন ও বনের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট না থাকে। ও নারীকে আমার চাই।

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

মহোদর ও যন্ত্রপতি।

মহো। বলি থানাদার, ভায়া ব্যাপারটা কি রকম শুনছি; দক্ষিণের বন নাকি সাফ?

যন্ত্র। সে তো ঠাকুর, দুখানা পা বাড়ালেই দেখ্‌তে পেতে; আমাকে কষ্ট দেবার প্রয়োজন হ'ত না।

মহো। সঙ্গে সঙ্গে নাকি শ্মশান কালীর মন্দিরটা পর্য্যন্ত সাফ।

যন্ত্র। ঠিক তা নয়, রাজা বলেছেন ওটা থাকবে। ওর উপর আনন্দ মন্দিরের একটা চূড়া বসবে।

মহো। হাঁ ভায়া ও গাড়ীগুলো কিসের?

যন্ত্র। ঐ ওগুলো? ওসব বন থেকে হতাহতদের সেবাশ্রমে নিয়ে আসবার জন্য।

মহো। হতাহত? সেখানে কি যুদ্ধ হ'চ্ছে নাকি!

যন্ত্র। না, যুদ্ধ হ'বে কেন? সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা বসে গেছে, নানারকম নূতন নূতন যন্ত্রপাতি বসেছে। এই ধর, একটা যন্ত্রে এক দণ্ডের মধ্যে বিরাট বনস্পতি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে শেষ পর্য্যন্ত একখণ্ড বিশাল কাগজ হ'য়ে বেরিয়ে আসছেন। আর এক যন্ত্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় গুঁড়ো

হ'য়ে ছাঁচে ঢালাই হয়ে যাচ্ছে। এত গুলো কল কারখানায় লোকজন মরবে না কিছু।

মহো। কি পরিমাণ লোক মারা গেছে এ পর্য্যন্ত ?

য। আন্দাজ পাঁচ হাজার, আর বিশ হাজার পরিমাণ গুরুতর আহত হ'য়েছে।

মহো। যেমন হাত পা কাটা প্রভৃতি। কেমন ?

যন্ত্র। হাঁ, কি চোখ কাণা হওয়া।

মহো। বেশ, বেশ, গাও যন্ত্রের জয়!

যন্ত্র। দুশোবার গাও যন্ত্রের জয়! পাঁচ হাজার দশ হাজার শ্রমজীবির জীবন কি-ই বা এমন বেশী। কিন্তু এ যে কাণ্ডটা হ'চ্ছে এমন আশ্চর্য্য এমন নূতন কাণ্ড জগতে কখনও হয়নি, কখনো হ'বে না। মানুষের শক্তির চরম প্রতিষ্ঠা হবে এই প্রতিষ্ঠানে। যে সব সঙ্কল্প নিয়ে কাজ হ'চ্ছে, সব যদি কার্য্যে পরিণত হয় তবে আর দু দশ বৎসরের মধ্যে, কোনও কিছুর জন্যই কোনও পরিশ্রম ক'রতে হ'বে না। আপনার ঘরের থেকে এক পাও না বাড়িয়ে, তুমি সমস্ত বিশ্বপর্য্যটন করতে পারবে।

মহো। সে তো শুন্‌ছি ভায়া। এখনও তো কত উপায়ই তোমরা করেছ। চক্ষের পলকে তোমরা হিমালয় ডিঙ্গিয়ে যেতে পার। কিন্তু আমার তো ভাই মেয়ের বাড়ী যেতে হ'লে সেই সনাতন পায় হেঁটে তিনদিনেই যেতে হয়।

ব। তা' পয়সা না খরচ করলে যন্ত্রে তোমার কি উপকার ক'রতে পারে ?

মহো। সেই তো ভাবছি ভাই, এই যে সব অভূতপূর্ব্ব জিনিষ হ'চ্ছে সে সব শুধু তাদেরই জন্য, যারা পয়সা খরচ ক'রতে পারবে ; কিন্তু মরছে এখন দলে দলে তারাই, যাদের পয়সা ঘরে মোটেই নেই, কোনও দিন হবেও না।

ব। পয়সা তাদের হ'বে! মনে কর, তাদের রোজগার কত বেড়ে যাচ্ছে।

মহো। তা যাচ্ছে, কিন্তু সুখ তো কই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে না। রামধন কৈবর্ত্তর ঠাকুর্দ্দা ক্ষেত চাষ করতো, খেত আর নেংটী পরতো ; টাকা পয়সার অভাবে বড় কষ্ট পেত। রামধন এখন তোমাদের রাম মিস্ত্রী ; কারখানায় কাজ করে, একশো টাকা মাহিনা পায়, জামা জুতা পরে, বিজলীর গাড়ীতে চলা ফেরা করে। সেও এখনো মাসের শেষে ঠিক তার ঠাকুর্দ্দারই মত মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবে হায় টাকা! কই টাকা!

ব। তাতে কি হ'ল ঠাকুর, একটা দুটো লোকের দশায় দেশের হিতাহিত বোঝা যায় না। সমাজকে সমস্তভাবে দেখতে হ'বে। তেমনি দেখলে দেখতে পাবে যে আমরা লাফিয়ে লাফিয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছি।

মহো। আর আমি ঠিক এক জায়গাতেই বসে' আছি।

তাইতেইতো তোমাদের লাভের আসল মাত্রাটা তোমাদের চেয়ে বেশী ঠিক করে বুঝতে পারছি।

যন্ত্র। দেখ ঠাকুর, তুমি কেবল আছ আমাদের খুঁৎ ধরতে। তুমি দূরবীণে বেশ করে কালি মাখিয়ে নিয়ে সূর্য্যের দিকে চেয়ে রয়েছ, কেবলি তার দাগগুলো ধরবার জন্য, যেন সবই সেই কালো দাগ আলো যেন কিছুই নেই।

মহো। তা' হ'বে ভাই, আলোও আছে, কিন্তু কালোটাও যে আছে সেটা আমি বই তো আর কেউ বলছে না।

যন্ত্র। বলবার দরকার তো নেই। যা কিছু কালো যা কিছু ময়লা সব ধুয়ে পুঁছে যাবে কালে।

মহো। নাও তো যেতে পারে। তোমাদের নাতিরা হয় তো তোমাদের এই কালো দাগগুলি নিয়েই তোমাদের টিট্‌কারী দেবে; আজ যেমন তোমরা আমার গৃহ্য আচার নিয়ে তামাসা ক'রতে এসো।

যন্ত্র। কিসে আর কিসে? সার্ব্বভৌম, তোমার ভিতর কাণ্ডজ্ঞান জিনিষটার এতটা অভাব তা' জানতাম না। কিসে আর কিসে? কোথায় তোমার সেই "জর্ব্বরী তুর্ব্বরী" তোমার সেই স্বর্গ-নরকের ফাঁকি—আর কোথায় আজকার এই প্রকাণ্ড সভ্যতা। থাম, থাম, তোমার ভিতর মগজ ঢোকাবার যন্ত্র যে পর্য্যন্ত আবিষ্কার না হ'চ্ছে সে পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে

আমার তর্ক করা বৃথা। আমি চল্লাম, আমার এখন কাজ আছে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

শান্তা ও প্রীতা

প্রী। রণবেশে কোথায় চলেছ রাণী? রাজাকে ছেড়ে চলেছ? পারছো?

শা। আজ রাত্রে আবার শীকারে যাচ্ছি প্রীতি!

প্রী। শীকার! রাত্রে! শীকার কি শেষ হয় নি রাণী? দক্ষিণের বন তো পরিষ্কার?

শা। বন পরিষ্কার হ'য়েছে, কিন্তু যাকে আমি চাই তাকে এখনো পাই নি!

প্রী। কে সে? জিউ?

শা। হাঁ সে বেঁচে থাকতে আমার শিকারের শেষ নেই। সে আমাকে বড় জ্বালাতন করে তুলেছে। সে দিন সে উত্তর প্রাকার ধ্বংস ক'রেছে। কাল রাত্রে সীতারা গোলাঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। দশটি প্রহরীর প্রাণ নাশ ক'রেছে। বারে বারে সে নানা পথ দিয়ে রাজার সামনা সামনি হ'তে চাচ্চে; এখন পর্য্যন্ত রাজাকে আগলে রেখেছি। তা'কে ধ'রতেও হুকুম দিয়েছি, কিন্তু কেউ তাকে এ পর্য্যন্ত ধরে উঠতে পা—

নি। আজ তাই স্থির ক'রেছি আমি নিজে যাব! আমি তাকে আজ শিকার ক'রবো।

প্রী। রাণী এ শিকার ছেড়ে দাও!

শা। এ শিকার ছাড়বো? বলিস্ কি প্রীতি? বহুকষ্টে তরী তীরে এনে তুই তাকে ডুবিয়ে ফেলতে বলিস্। সাগর ছেঁচে রত্ন ঘরে এনে তুই ডাকাতের হাতে তাকে সমর্পণ ক'রতে বলিস!

প্রী। তোমার সাগর ছেঁচা রতনখানি রাণী কি হিংসা করে পেয়েছ, না ভাল বেসে পেয়েছ? ওকে যদি রাখতে হয় তবে ভালবাসা দিয়েই রাখতে হ'বে। হিংসায় তুমি এক পাও এগুতে পারবে না।

শা। তুই কি যে বলিস্ প্রীতি, তোর কোনও কথাই আমি বুঝতে পারি না! সে আমাকে চারিদিক দিয়ে হিংসা ক'রছে, আর আমি কি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবো। বুক পেতে তার বাণ নেব?

প্রী। বুক পেতে দেও রাণী, তা হ'লে বাণ এসে তাতে পড়বে না, আসবে ভালবাসা, ভালবাসারই শেষ পর্য্যন্ত জয় হ'বে।

শা। হোঃ! তুই এসব কথার কিইবা বুঝিস্! শোন প্রীতি, তোর কথাই আমি শুনবো, ভালই সুধু বাসব' কিন্তু কাল। আজ রাত্রে আমার শেষ রণবেশ। আজ আমার শেষ

শিকার! কিন্তু আজকের এই শিকারটা আমি কিছুতেই ছাড়তে পারবো না, কিছুতেই না।

প্রী। একটু ভেবে দেখ রাণী!

শা। ভেবেছি। শোন প্রীতি, তুই মানুষের চরিত্র এখনো কিছুই বুঝিস নি। আমি যদি দয়া করে তা'কে ভালবাসা দেখাতে চাই তার ফল কি হ'বে জানিস্? সে ভাববে আমি ভয় পেয়েছি। তার স্পর্দ্ধা আরও বেড়ে উঠবে। এক বার তাকে আমি আমার শক্তির পরিচয় দিয়ে নিলে তখন সে দয়ার মর্য্যাদা বুঝবে। তাকে বেঁধে এনে এখানে একবার ফেলতে পারলে তারপর তাকে যত বলিস দয়া ক'রবো।

প্রী। দয়া নয় রাণী, ভালবাসা দিতে হ'বে। শক্তির তুমি যত পরিচয় দেবে তার মনের জ্বালা ততই বাড়িয়ে দেবে। তার পর যতই দয়া দেখাবে ততই সেই পরাভবের ব্যথাটা বুকের ভিতর চেপে বসে' যাবে। তাতে ভাব কোনও দিন হ'বে না, মিল হবে না—শান্তি পাবে না!

শা। তাতে সে বশ না মানে তাকে পিষে মারবো!

প্রী। তাকে পিষে মারবে, ভাবছো তাতে তোমার কোনই লোকসান হ'বে না, কেন না সে তোমার কেউ নয়। কিন্তু দিদি, হিংসার হিসাবে চিরদিনই এই ভুল। যেটাকে তুমি নিতান্ত অপ্রয়োজন বোধ করে হিংসায় বধ ক'রতে ত্রুটি ক'রছো না, তার রক্তের ভিতর যে কোন সর্ব্বনাশের বীজ

লুকান আছে তার খবর রাখে না হিংসা। যেটা অনাবশ্যক আগাছা বলে তুমি নির্ম্মম ভাবে উপড়ে ফেলতে যাচ্ছ, তার শিকড় যে তোমার সাধের প্রাসাদটির ভিত্তি পর্য্যন্ত পৌঁছেছে রাণী তার খবর নিয়েছে কি? তোমার আঘাতের ধাক্কায় সেই প্রাসাদই যে চুরমার হ'য়ে যাবে না তা ঠিক জান কি রাণী?

শা। তুই আবার তোর হেঁয়ালী বকতে আরম্ভ করলি? তা তুই বকতে থাক আমি ততক্ষণ শিকার করে আসি।

প্রী। রাণী, তোমার পায় পড়ি এই একটি বার আর তুমি আমার কথা শোন। আমাকে ভার দেও, আমি তোমার কাছে জিউকে হাজির করে দেব, যদি তুমি তাকে ভালবাস!

শা। অনেক অপেক্ষা ক'রেছি প্রীতা, অনেক পরের উপর নির্ভর ক'রেছি। আর কারও উপর নির্ভর ক'রবো না।

প্রী। যাবে যদি রাণী, তবে তোমার এ বেশ ছেড়ে যাও। এ কদর্য্য বর্ম্ম চর্ম্ম ছেড়ে তোমার সেই জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে যাও, যাতে শিকার আপনি মুগ্ধ হ'য়ে তোমার চরণপ্রান্তে লুটিয়ে প'ড়বে। এ বেশ যে বড় অশোভন, এর চারপাশ দিয়ে যেন হিংসা দাঁত বের করে রয়েছে। এতে তোমার সমস্ত লাবণ্য অন্ধকার করেছে।

শা। এ আমার বিকট রূপ। এই সজ্জা নইলে বর্ব্বরী জিউকে আমি হারাতে পারবো না। আমি যাই, রাজার শব্দ

পাচ্ছি! তার কাছে আমি এ বেশে দেখা দিতে চাই নে। শোন প্রীতি তুই রাজাকে কথা-বার্ত্তা ক'য়ে ঠাণ্ডা করে রাখিস। আমি এলাম ব'লে!

[প্রস্থান।

(জগলার প্রবেশ)

প্রী। মহারাজ? এত রাত্রে এখানে?

জ। হাঁ প্রীতি, রাণী কোথায়?

প্রী। রাজকার্য্যে হঠাৎ কোথায় চলে গেলেন। মহারাজ বিশ্রামাগারে চলুন?

জ। না, একবার এই জ্যোৎস্নায় আনন্দ-মন্দিরের দৃশ্য দেখবো প্রীতি। (দূরবীণ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল)

প্রী। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! আজ রাণী একটা সর্ব্বনাশ বাধালে দেখছি। কি যে উপায় হবে তা জানি না। মহারাজ, অসম্পূর্ণ মন্দির জ্যোছনার আলোয় কি দেখবেন এখনি?

জ। অসম্পূর্ণ! ও যে চিরদিনই অসম্পূর্ণ থাকবে, প্রীতি! ও যে মানুষের জীবনের মত রোজই বেড়ে যাবে কিন্তু ওর পূর্ণতা কোনও দিনই লাভ হবে না। কিন্তু ওর প্রত্যেকটা অসম্পূর্ণ অংশের মধ্যে একটা বিশেষ ছন্দ ও তাল আছে। সেই তালের সঙ্গে, সেই সুরের সঙ্গে মিল রেখে প্রত্যেকটি নূতন অংশ যোগ করে যেতে হ'বে, তবেই ত মন্দির সর্ব্বাঙ্গ-

সুন্দর হবে। আমি শয়নে স্বপ্নে কেবল সেই সুর তাল শুনছি আর নিত্য নূতন সুর আমার মনে জেগে উঠছে। দেখ দেখি কি সুন্দর ওই নূতন চূড়াটি হয়েছে। ওইখানে বাণী দেবীর আকাশ বিস্তার স্থান—ওর থেকে স্তরে স্তরে নেমে গেছে সব বিদ্যা, ওই দেখ পর্ব্বতের পাদদেশে ভূবিদ্যাগারের মনোরম দেউল।

প্রী। (দূরবীণ লইয়া স্বগত) তা' তো বুঝলাম, কিন্তু রাণী যে ঐ দিকেই, গেছেন। ঐ যে রাণী ওই মন্দির-চূড়ায় গিয়েই তার অভ্রান্ত মশাল জ্বেলে চারিদিক অন্বেষণ ক'রছেন। সর্ব্বনাশ কি উপায় হবে? (দূরবীণ ঘুরাইয়া) মহারাজ ঐ যে দূরে পর্ব্বত চূড়ায় শুভ্র স্তম্ভ ওটি কি?

জ। (দূরবীণ লইয়া) ওই যে নীল আকাশের বুক ফুঁড়ে তুষার শৃঙ্গের মত উঠে চলেছে—ও সেই পাহাড় প্রীতি—ও কি! ও স্তম্ভ হঠাৎ আলোকিত হ'য়ে উঠলো কেন। হাঁ হাঁ ঐ তো আগুন লেগে উঠ্ছে। কে আগুন লাগালে? কে ভেঙ্গে দিলে আমার মিলন মন্দির?

প্রী। দেখি দেখি (দূরবীণ লইয়া দেখিয়া, বুক হইতে একটা বার্ত্তাবহ যন্ত্র বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে কিছুক্ষণ রাণীর সঙ্গে আলাপ করিল) মহারাজ চিন্তা করবেন না মন্দির রক্ষার ব্যবস্থা হ'য়েছে, রাণী স্বয়ং ওখানে যাত্রা করেছেন।

জ। চল প্রীতি আমিও যাব।

প্রী। আপনি না গেলেই ভাল হয় মহারাজ।

জ। কেন ?

প্রী। ওখানে যা' দেখবেন তাতে আপনি সুখী হবেন না।

জ। তা জানি—

প্রী। না তা জানেন না। আপনি যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করুন।

জ। বিপদ আছে কি ?

প্রী। তাই।

জ। তবে তো আমার অবশ্যই যেতে হবে। রাণী স্বয়ং বিপদের মুখে গিয়ে পড়েছেন আর আমি বাড়ী বসে তোমার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ ক'রবো' এমন বীর আমি নই প্রীতি দেবি !

প্রী। আপনি ভুল ক'রছেন। আপনি এইখানে থাকলেই রাণী সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবেন।

জ। তোমার ও সব হেঁয়ালী বোঝবার সময় আমার নেই প্রীতি ! আমি চল্লাম।

প্রী। চলুন, আপনাকে সৎপরামর্শ দেবার অধিকার আমার আছে, কিন্তু আপনার আদেশের অবহেলা করবার শক্তি আমার নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

মিলন মন্দিরের পাদদেশ

জিউ

জি। আ হা হা! আবার সোহাগ করে এখানে একটা মন্দির করা হ'য়েছে। ও বাবা! মন্দিরের গায়ে দেখি চারিদিকেই শ্রীমতীর মূর্ত্তি আঁকা র'য়েছে! কত রকম মূর্ত্তি, কত রকম তার ভঙ্গী! আহা মরি আবার জোড়া মুরত! থু থু!

[আঘাত করিয়া মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে লাগিল। তার পর খড়কুটা কাঠ প্রভৃতি জড় করিয়া আগুন জ্বালাইতে চেষ্টা করিল। আগুন জ্বলিয়া উঠিল; জিউহাতে তালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল]।

(শান্তা আসিয়া একটা কল ঘুরাইয়া দিল। বর্ষণ হইয়া আগুন নিভিল।)

শা। (পশ্চাৎ হইতে জিউর কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া) তবে রে হতভাগী, এতদিনে তোমায় পেয়েছি!

জি। তুই শয়তানী? তুই এসেছিস? এতদিনে পেয়েছি তোকে সামনাসামনি! আয় তবে তোকে আজ নিপাত করব।

(সবেগে হাত ছাড়াইয়া শান্তাকে জাপটাইয়া ধরিল। বহুক্ষণ দুইজনে যুদ্ধ হইল।

শেষে শান্তা কটীদেশ হইতে একটা যন্ত্র বাহির করিয়া জিউর নাকের কাছে ধরিল ; জিউ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।)

শান্তা। (ঝাড়িয়া উঠিয়া) বড় বেগ দিয়েছ ঠাকরুণ আমায়। এর শোধ তুলতে হবে। বধ আমি ক'রবো না তোমায়, কিন্তু তোমায় শায়েস্তা করে নেব।

(বংশীনিনাদ ও দুই প্রহরীর প্রবেশ)

খুব জবর পাহারাওয়ালা যা হক ! খুব মন্দির পাহারা দিচ্ছ ! যা'ক সে সব বিচার পরে হ'বে। এখন একে নিয়ে যাও যাঁতা-ঘরে। সেখানে রক্ষীকে বলবে যেন খুব সাবধানে একে রাখে। এ বড় ভয়ঙ্কর জীব !

[জিউকে লইয়া রক্ষীদ্বয়ের প্রস্থান।

(জঙ্গলা ও প্রীতার প্রবেশ)

জ। রাণী, তুমি এত রাত্রে একা এখানে ?

শা। তোমারই রাজ্য রক্ষার জন্য মহারাজ ! তোমার সাধের মন্দিরের আশু বিপদই আমাকে টেনে এনেছিল।

জ। তুমি একা এলে কেন রাণী, আমাকে বল্লেই তো আমি সঙ্গে আসতাম, আনন্দ করে দু'জনে এই উপবনে জ্যোছনার আলোতে বিচরণ করতাম।

শা। (হাসিয়া) এতদিন তো একাই কেটেছিল আমার দিন রাজা, এতদিন তো তুমি আসনি আমার কাছে!

জ। কিন্তু আজতো এসেছি। এখন আর সে এক মূহুর্ত্তও তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে ইচ্ছা যায় না।

শ্রী। (স্বগত) ভাগ্যে আমি রাজাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনেছি। রাণীর কাজ যাই হ'ক হাঁসিল হ'য়ে গেছে।

শা। আর তোমাকে আমি এক দণ্ডও ছেড়ে থাক্‌বো না। এসো এখানে একটু বিশ্রাম করা যা'ক!

জ। এ কি রাণী, তোমার কাপড় ছেঁড়া কেন? রক্ত কিসের?

শা। ও কিছু নয়? তোমার মন্দির রক্ষার জন্য একটু যুদ্ধ ক'রতে হ'য়েছিল, তাই।

জ। যুদ্ধ, কার সঙ্গে—কোথায় সে শত্রু বল!

শা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক! শত্রু নিপাত হ'য়েছে; তার শেষ চিহ্ন পর্য্যন্তও দূর করে দিয়েছি! ও কি! তুমি অমন ক'রছ কেন?

জ। জানি না রাণী আমার মনটা কেমন ছট্‌ফট্‌ ক'রছে! তোমার এই মূর্ত্তি দেখে আমার ভিতর সুপ্ত দানব লাফিয়ে উঠছে!

শা। সে কি! তুমি শান্ত হও?

জ। হ'ব। শোন রাণী? খুব জবর যুদ্ধ হ'য়েছিল? তোমার শত্রুর রক্তের নদী বয়েছিল কি? তার মাথাটা তুমি কেটে

রাখনি, তোমার এ বেশে সে মুণ্ডের মালা বড় সুন্দর মানাত তোমায়!

প্রী। কি বলছো মহারাজ! মিলনমন্দিরের কবিত্বময় অঙ্গনে, হাজার ফুলের গন্ধ মদির মধু জ্যোছনায় তোমার এ কি কথা?

জ। (স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ঠিক ব'লেছ প্রীতা, এ বাগানে এ সব কথা মানায় না,—মানায় না! আজ থাকতো যদি এখানে সেই বন যেখানে কারও হুকুমে গাছ জন্মাত না, হুকুমে ফুল ফুটতো না—সব স্বচ্ছন্দে জন্মাত, স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতো; যেখানে কথায় বা কাজের কোনও ওজন ক'রতে হ'ত না, স্বচ্ছন্দ ভাবে যা মনে আসত তাই ব'লতাম, যা ইচ্ছা হ'ত তাই ক'রতাম,—তবে রাণী তোমার এই জয়ের উল্লাসে এমন একটা নৃত্য ক'রতাম, যাতে সমস্ত পশুপক্ষী সজাগ হ'য়ে উঠতো!

শা। এস আমরা নৃত্য করি!

(উভয়ের নৃত্যের উদ্যোগ)

জ। না, না, এ নাচ নয়—এ যে তালে তালে ওজন করে পা' ফেলা, এতে প্রাণের আনন্দ ফোটে না। নাচ—ধেই ধেই, নাচ, তাথৈ তাথৈ! জিউ যেমন নাচতো, সমস্ত বিশ্ব স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে থাকতো।

শা। (অশ্রুমুখে স্বগত)। জিউ!—জিউ তোমার বুকের হিয়ার

ঢুকে র'য়েছে, সেখান থেকে আমি তা'কে কেমন ক'রে তাড়াব?

জ। রাণী, তুমি কাঁদছো? প্রীতি, রাণী কাঁদছে কেন?

প্রী। আপনার এ অশান্ত মূর্ত্তিতে রাণী ভয় পেয়েছেন, আপনি ওঁকে শান্ত করুন।

জ। চল রাণী! আর আমি অশান্ত হ'ব না। তোমার শাসন আর আমি অবহেলা ক'রবো না। আর ভুলবো না যে স্বচ্ছন্দতায় আমার অধিকার নেই। প্রাণের স্বাধীন ইচ্ছাকে শাসনের মুগুরে পড়ে পিটে তবে তাকে বের করতে হ'বে, তা' বুঝলাম।

শা। হায় রাজা এই কি আমার প্রাণঢালা ভালবাসার পুরস্কার! আমি যে আমার সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছি তোমার সুখের জন্য, আমার সুখ সম্পদের এক কোণাও তো তোমার কাছে লুকিয়ে রাখিনি।

জ। হাঁ রাণী! আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এখন আর ভুল হ'বে না। যা তোমার জন্য আমার ছাড়তে হ'য়েছে, যা তোমার কাছে পেয়েছি তার তুলনায় সে কিছুই না। তার জন্ত আমার আপশোষ নেই—দুঃখ নেই। কেন থাকবে? মানুষ তো সব কখনও পায় না।

শা। রাজা, রাজা, তোমার ভার মুখ দেখলে আমার বুক ফেটে যায়। কি চাও তুমি বল, কোন সুখ চাও? কোথায় কি

দুর্লভ রত্ন আছে, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যা পাওয়া যায় যা আমি তোমাকে দিতে না পারি ? আজ্ঞা কর প্রিয়তম—আমাকে তোমার হাসিমুখ দেখতে দেও।

অ। শান্তা! আমি তোমার উপরে অবিচার করেছি। ক্ষোভ করো না রাণী, এস আমার বুকে এসে আমায় সকল বেদনা শান্ত করে দাও। (আলিঙ্গন) এখন আসি রাণী, আমার প্রাণ বড় শ্রান্ত হ'য়েছে! আমি একটু বিশ্রাম করিগে যাই।

[প্রস্থান।

শা। এ কি হ'ল প্রীতি!

প্রী। চিন্তা করো না রাণী। এ মেঘ কেটে যাবে।

শা। কাটবে কি প্রীতি? এত দিন গেল তবু সেই বনের মোহ কাটলো না; সেই বর্ব্বরীর ছবি ওর মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না। বনের থেকে মানুষ এনে বিলাসের চরম শিখরে বসিয়ে দিলাম, তবু সেই বনের সুখ তার মনে ওঠে! আমার প্রেমে তাকে অভিষিক্ত ক'রে দিয়েছি, তবু সেই কুৎসিত বর্ব্বরীকে ভু'লতে পারছে না?

প্রী। সব হ'বে রাণী, কোনও চিন্তা করো না। কেবল একটা কথা মনে রেখো, ভালবাসা সর্ব্বজয়ী—কেবল ভালবেসেই প্রাণকে জয় করা যায়।

শা। মিথ্যা কথা প্রীতি মিথ্যা কথা! আমি যেমন ভালবেসেছি

ওকে, এমন ভাল জগতে কেউ কখনও বেসেছে কি? কেউ এত ভালবাসতে জানে কি? ঐ বুনো জঙ্গলী মেয়েটা এর লাখ ভাগের একভাগ ক'রতে পারে কি? তবু আমার উপরে সে জয়ী হয়- তোর কোন নজীরে?

প্রী। নির্ভয়ে বলবো রাণী, রাগ করো না। তুমি ভাল-বেসেছ কিন্তু জিউকে তুমি হিংসা করেছ। যখনই হিংসা তোমার হৃদয় অধিকার ক'রেছে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রাজার প্রাণ তোমার উপর বিমুখ হ'য়ে উঠেছে এ কথা স্মরণ কর।

শ। চিরদিন আস্কারা পেয়ে তুমি খুব লম্বা লম্বা কথা ব'লতে শিখেছ প্রীতি। আমি হিংসা ক'রেছি—কিন্তু কেন? আত্ম-রক্ষার জন্য। যখন দেখ্‌তে পেলাম যে বনের লোভ ওর মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না, তখন বন কেটে ভাসিয়ে দিলাম। যখন দেখলাম জিউ আমার অধিকারের উপর উপদ্রব আরম্ভ ক'রেছে তখন তা'কে বন্ধন ক'রলাম! কিন্তু তোমার জিউ কি ক'রেছে? সে হিংসা ক রেনি? নিতান্ত অহেতুক হিংসা করেনি?

প্রী। ক'রেছে, তাই সে তার সর্ব্বস্ব হারিয়েছে।

শা। ভুল প্রীতি, ভুল! তোর যুক্তির ভিতর আধফোঁটাও সত্য নেই।

প্রী। আমার যুক্তি নেই রাণী, হিসাব করে আমি কিছুই

বলি না। প্রাণের ভিতর আমি সত্যকে স্পষ্ট করে দেখতে পাই, সে দৃষ্টিতে ভুল হয় না কখনো।

শা। না হয় না হ'ক। কিন্তু তোর কথা আমি শুনবো না। আমার যা অধিকার তা' আমি রক্ষা ক'রবো। আমার রাজ্য আমারই থাকবে। তার জন্য যা' ক'রতে হয় তা ক'রতে আমি কুণ্ঠিত হ'ব না।

শ্রী। কি বলবো রাণী? বড় বেঁকা পথে চ'লেছ তুমি!

শা। দেখ, তুই কেবল খুঁত গালতে থাকিস না।

শ্রী। না রাণী এখন আমি চুপ ক'রলাম।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চিত্রা, থানাদার, কর্ম্মদেবী, বাণী

চিত্রা। ভারি বিপদ হ'ল দেখি। এ মন্দির বোধ হয় এই পর্য্যন্তই রইলো। কলা ও শিল্পের শেষ সীমাও লঙ্ঘন ক'রে যাবে যে অভিনব মন্দির সেটাকে এমন অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেখলে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীরও প্রাণ কেঁদে উঠবে না কি ?

থানা। সে আর ব'লতে, পৃথিবীর এই প্রথম মহাশ্চর্য্য। এটা এমন ভাবে পণ্ড হ'লে বড়ই কষ্টের কথা হবে।

কর্ম্ম। কিন্তু রাজাকে তো আর কিছুতেই এর ভিতর মন বসান যাচ্ছে না ? কি যে হ'য়েছে রাজার তা' ভগবান জানেন। কোনও কিছুতেই তার গা লাগে না।

থা। আমার সন্দেহ হয় ওঁর কোনও ব্যারাম হয়েছে। মাঝে মাঝে উনি এমন সব কথা ব'লতে আরম্ভ ক'রেছেন যা কেবল আমাদের পাগলা সার্ব্বভৌম ঠাকুরই ব'লতো এতদিন।

চি। তাই নাকি ? কি ব'লেছেন শুনি ?

থা। মিলন মন্দিরের বাগান এত সুন্দর করে কল্পনা ক'রলেন।

তার মধ্যে এত বাহার করা হ'ল, কত রকম কল কারখানা করে ঝরণা, বাতির ঝাড় টার করা গেল। ধর, একটা নকল গাছের ঝোপ তৈয়ার ক'রতে বিশ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেল। সেদিন রাজা বল্লেন কি না ওটা ভেঙ্গে ফেল।

চি। ভেঙ্গে ফেল! তোমার সেই মাধবীকুঞ্জ!

খা। হাঁ, অম্লান বদনে বল্লেন কি না সেখানে যে বেতের জঙ্গল ছিল সেইটা নাকি আমার এত সাধের কুঞ্জের চেয়ে সুন্দর! আমি আপত্তি ক'রলে বল্লেন, জঙ্গলটার স্বাভাবিক যে সৌন্দর্য্য আছে মানুষের হাজার চেষ্টায় সে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করতে পারবে না। কেননা তোমাদের সব কাজ, যন্ত্রের কাজ—আর তার মধ্যে আছে প্রাণ—প্রাণই জগতে একমাত্র সুন্দর জিনিষ।

খা। কিন্তু কথাটা যেন বোধ হ'চ্ছে ঠিক! নয় ভাই চিত্রা?

চি। ঠিক তো বটেই। কিন্তু তার মানে এ নয় যে জঙ্গল একটা সুবিন্যস্ত বাগানের চেয়ে সুন্দর। শিল্পের একটা প্রাণ আছে সেই প্রাণটা না থাকলে সেটা আড়ষ্ট হ'য়ে ওঠে।

(জঙ্গলার প্রবেশ)

চি। মহারাজ আমরা সবাই আদেশের অপেক্ষা ক'রছি। মন্দিরের কাজ আপনার আদেশের অভাবে বন্ধ হ'য়ে রয়েছে।

জ। আদেশ পাবে না চিত্রা। আর আদেশ দেব না। তোমরা

স্বচ্ছন্দে যার যেমন খুসী কাজকরে যাও, প্রত্যেক কারিকরকে বলে দেও, যার যেমন খুসী গড়ে যা'ক্, বস্।

কর্ম্ম। সে কি মহারাজ, তা' হ'লে যে সে অদ্ভুত ব্যাপার হবে।

জ। যতই অদ্ভুত হোক সেটার ভিতর একটা জিনিষ থাকবে। যে মন্দির হ'বে তাতে স্বচ্ছন্দতা পরিপূর্ণরূপ বিকশিত হ'য়ে উঠবে। বুঝছো কর্ম্মদেবী, তোমাদের এ রাজ্যে এত সৌষ্ঠবের মধ্যে কোন জিনিষটা না থেকে সমস্ত গৌরব নষ্ট করেছে! সে স্বাধীনতার অভাব। এখানে পদে পদে কেবল বিধি নিষেধ। স্বচ্ছন্দতার বদলে কেবল আদেশ। এই আদেশের রাজ্য যদি মুছে ফেলতে না পার তবে কোনও জিনিষই তোমাদের সত্য সত্য শোভন হ'য়ে উঠবে না।

ধানা। মহারাজ যে আদেশ ক'রছেন—

জ। আদেশ নয় আদেশের অভাব—

যন্ত্র। আজ্ঞে তাতে যা দাঁড়াবে সেটা কোনও মন্দিরই হবে না। সে হবে ইট কাঠ ও পাথরের একটা কদর্য্য জঙ্গল!

জ। তাই নাকি? কিন্তু চেয়ে দেখ দেখি বনের দিকে! সেখানে কেউ কোনও আদেশ দেয় না, কোনও নক্সা নেই, বিধি নেই, নিষেধ নেই। কোনও গাছের উপর হুকুম নেই কেমন করে বাড়তে হ'বে, কোনও নদীকে বলে দেয় না কেউ, কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে, কোন ঝরণাকে কেউ হুকুম দেয় না কোন্ রাস্তায় সে গর্জ্জে যাবে—সবাই

স্বচ্ছন্দভাবে নিজ নিজ সত্তার নিয়ম পালন ক'রেছে—তবু দেখ বন কত সুন্দর! কত রূপ তার—! তোমরা এত ক'রেও সে রূপের ছায়া মাত্রও ধ'রতে পারলে না। কেন খানাদার?

বাণী। কেন মহারাজ?

জ। কেন তাই তো আমি খুঁজছি। এ রাজ্যের মধ্যে কোথায় একটা বিষম ফাঁক রয়ে গেছে, যাতে কোনও কিছুই পরিপূর্ণরূপে সার্থক হ'তে পারছে না। কি সে? কি নেই, যার জন্য এখানকার সব প্রতিষ্ঠান অসম্পূর্ণ? ব'লতে পার কি বাণী, কি সে?

বাণী। মানুষের বিদ্যা তো মহারাজ, ফাঁকেই ভরা। প্রত্যেক বিদ্যা শুধু খানিকদূর পর্য্যন্ত গিয়ে থেমে যায়। যুগ-যুগান্ত ধরে আমরা চেষ্টা করছি। জ্ঞানের রাজ্য প্রসারিত ক'রতে, বিদ্যার সব ফাঁক ভরে ফেলতে। এমন দিন নিশ্চয়ই আসবে যখন আপনি যে অসম্পূর্ণতার কথা বলছেন সেটা হয়তো ধরা পড়ে যাবে আর তার প্রতিকারও হ'বে।

জ। হয় তো হবে! এর চেয়ে জোরের আশায় বাণী কি কেউ শোনাতে পারে না।

(ছুতার প্রবেশ)

ছু। আমি পারি রাজা। বিধাতার আদেশ, মানুষ বাঁচবে

তার সকল অভাব সকল ত্রুটি মিটে যাবে, তাহার জীবন সার্থক হ'বে। একথা সত্য।

জ। কেমন সত্য দেবি? সে সত্য কোথায়? আমাকে দেখাতে পারকি? যে সত্য দেখে আমার প্রাণ শান্তি পাবে, এর সকল হাহাকার মিটে যাবে, সকল অতৃপ্তি দূর হ'বে। সে সত্য দেখাতে পার কি দেবি!

হু। সেই সত্যই আমার সাধ্য, তারই সাধনা জীবন ভ'রে ক'রছি, তার আভাস আমি পেয়েছি! বিধাতার আশীর্ব্বাদে সে সত্য মানুষের কাছে একদিন প্রকাশ হ'বে।

জ। শুনলে তো কর্ম্মদেবী। সত্য এখনও প্রকাশ হয় নি— প্রকাশ হ'বে, সেই সত্যকেই ঐ মন্দিরে ফুটিয়ে তুলতে হ'বে। যতদিন সত্যের সন্ধান না পাই ততদিন মন্দিরের পরিকল্পনা স্থগিত থাকবে।

কর্ম্ম। কিন্তু মহারাজ, রাণীর আদেশ সপ্তাহ মধ্যে মন্দির সমাপ্ত ক'রতে হ'বে আমার।

জ। তবে কর।

কর্ম্ম। তার পরিকল্পনা—

জ। রাণী করুন্! এতটা বিরাট রাজ্য এত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান তিনি কল্পনা করেছেন। এ মন্দির তারই সমাপ্তি—এটাও তিনিই করুন। আমি একটু বিশ্রাম চাই, একটু ভেবে

দেখতে চাই এ রাজ্যে কি বিষমব্যাধি সমস্ত অনুষ্ঠানকে নির্জ্জীব করে রেখেছে। তোমরা এখন যাও।

[সকলের প্রস্থান

(স্বগত) নির্জ্জীব ক'রেছে, অসাড় প্রাণশূন্য ক'রেছে। আমাকেও প্রাণশূন্য ক'রেছে। আমার হাত পা নাড়তে ইচ্ছা করছে না, ভাবতে ইচ্ছা করে না, কথা কইতে ইচ্ছা করে না। একটা বিষম বিষের নেশায় যেন শরীর মন সকলি ভেঙ্গে পড়ছে! (আলস্য ত্যাগ)

(শান্তার প্রবেশ)

শা। রাজা!

জ। কি রাণী?

শা। তুমি এ কি আদেশ করেছ কর্ম্মদেবীকে।

জ। আদেশ করি নি রাণী, বলেছি আদেশ ক'রতে পারবো না—আদেশ কিছু দেব না।

শা। তোমার মন্দির তুমি পরিপূর্ণ করে গড়ে তুলবে, তোমার আদেশ ছাড়া কেমন করে' চলবে?

জ। আদেশে যে মন্দির গড়ে উঠবে, সে মন্দির সৃষ্টি করবে তুমি রাণী! আদেশটা আমার ধাতে আসে না।

শা। কেন? এতদিন তো বেশ ধাতে স'য়েছিল, এখন তোমার হঠাৎ এ কি হ'ল? আমি অপরাধ করেছি কি?

জ। রাণী, তুমি পাগল হ'য়েছ। তোমার অপরাধ! বনের পশুকে তুমি এনে রাজা ক'রেছ। আমি কি এত বড় অকৃতজ্ঞ যে তোমায় সব অনুগ্রহ ভুলে গিয়ে তোমাকেই অপরাধী করে' ব'সবো।

শা। আমার অনুগ্রহই তোমার মনে হ'চ্ছে, আর কিছুই কি মনে হ'চ্ছে না?

জ। তোমার মনে ক্লেশ দেব বলে একথা বলিনি রাণী, তুমি ভালবেসে যা আমাকে দিয়েছ, সেটাই যে আমার কাছে কত বড় অনুগ্রহ তা' তুমি বুঝবে কেমন করে?

শা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) আমাকেও তো তুমি একদিন ভাল বেসেছিলে!

জ। আজ কি বাসি না রাণী? এমন কথা তুমি কেন মনে ক'রছো?

শা। তোমার কি হ'য়েছে আমায় খুলে বল। তোমার মনের চাপা দুঃখ আমার সহ্য হয় না। কি চাও তুমি?

জ। চাই অনেক জিনিষ রাণী—সব হয় তো ব'লেই উঠ্‌তে পারবো না! কেন না, কি যে চাই তা' আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। হাঁ শোন, প্রথম, আমি তোমার রাজ্যটা একবার উল্টেপাল্টে দেখ্‌তে চাই। এর মধ্যে কোথায় কি একটা গোড়ায় গলদ আছে সেইটা আমি আবিষ্কার ক'রতে চাই।

শা। রাজ্যের কি এখনো কিছু দেখতে বাকী আছে তোমার ?

জ। সব দেখেছি। কিন্তু আমার এখন মনে হ'চ্ছে কিছুই দেখা হয় নি। আমি দেখেছি সব সাজান গোজান ভদ্র-লোকের বেশে। তেমন ক'রে দেখলে আমি যা' দেখতে চাই তা' দেখতে পাব না। তাই তোমার কাছে ছুটি চাই। দীনবেশে দীনের সঙ্গে মিশে আমি তোমার রাজ্য দেখবো।

শা। তাতেই পরিতৃপ্ত হ'বে তো ? তবে তাই হ'বে কখন যাবে ?

জ। সেটা ঠিক ব'লতে পারছি না রাণী। সে সম্বন্ধে যদি কোনও বাঁধাবাঁধি করতে চাও তবে বরঞ্চ যাবার অনুমতি নাই দিলে।

শা। কেন তুমি বার বার এমন কথা ব'লছো আমাকে ? আমি কি তোমার প্রভু ? কোনও রকম প্রভুত্ব আমি ক'রেছি তোমার উপর ? তবে তুমি কেন এমন ভাবে কথা বল যেন তুমি এখানে বন্দী।

জ। ক্ষমা কর রাণী, আমার কথায় রাগ ক'রো না। আমি আজকাল কখন যে কি বলে ফেলি তার কিছুই ঠিকানা নেই। এই কয়েক দিন হ'ল আমার যেন কি হ'য়েছে।

শা। কি হ'য়েছে ?

জ। জানি না কি হ'য়েছে। কি যেন একটা পাথরের মত আমার বুক চেপে বসে র'য়েছে, আমার বুক ঠেলে কান্না

পাচ্ছে অথচ যেন কাঁদবার উপায় নেই। কে যেন আমার মুখ চেপে রয়েছে, তাই আমার অন্তরাত্মা ছট্‌ফট্‌ করে ক'রছে।

শা। সেবা!

(সেবার প্রবেশ)

সেবা। রাজার অসুখ ক'রেছে ওঁর শুশ্রূষার ত্রুটি হ'চ্ছে! ভিষকের কাছে গিয়ে ওঁর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়ে নিয়ে এসো। যাও রাজা, আমি এখনি তোমার কাছে এসে তোমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হ'ব। তোমার মনের গ্লানি সব দূর করে দেব।

জ। রাণী, এমনি কর ব'লেই তো তোমার কাছে কিছু ব'লতে ভরসা হয় না। তুমি আমাকে ভিষকের কাছে পাঠিও না— আমাকে আমার কাছে বিশ্বাস ক'রে ছেড়ে দেও আমি তাতেই সম্পূর্ণ সুস্থ হ'ব।

শা। লক্ষ্মীটি আমার যাও একবার তাঁর কাছে; তাঁর ব্যবস্থা তো শোন, তা'র পর যা' ইচ্ছা হয় করো।

জ। আচ্ছা যাই।

[প্রস্থান।

শা। বিরস বদনে চ'লে গেল! আমি হঠাৎ কেমন করে' এত বিষ হ'য়ে গেলাম যে আমার সবই খারাপ লাগে? তোমার

মঙ্গল ছাড়া আমার অন্য সাধনা নেই প্রিয়তম, কিন্তু সেই মঙ্গই কি তোমার কাছে এত বড় অভিশাপ বলে ঠেক্‌ছে ? কেন এমন হ'ল।

(প্রীতার প্রবেশ)

প্রী। কেন হ'ল রাণী এখনো বুঝ্‌ছো না ? মনে আছে রাণী, কোন দিন থেকে রাজার এই ভাবান্তর !

শা। তুই কি ব'ল্‌তে চাস্‌ যে রাজা টের পেয়েছে যে জিউকে আমি বন্দী ক'রেছি ?

প্রী। তা নয় রাণী, রাজা সে কথা কিছুই জানেন না, হয় তো তার কথা তাঁর এখন মনেও হয় না। কিন্তু সেই দিন থেকে রাণী তোমার মনে যে ভাবান্তর হ'য়ে গেছে তা' তুমি দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু রাজার চোখে সেইটেই লাগছে! যতদিন তোমার মনের ভিতর নিভাঁজ ভালবাসা ছিল ততদিন তোমার মুখের দিকে চাইতেই তার মনের ভিতর ভালবাসা উথ্‌লে উঠতো !

শা। কি বলিস্‌ প্রীতি ? এখন কি আমি তাকে ঠিক্‌ তেম্‌নি ভালবাসি না ?

প্রী। যে ভালবাসায় বনের জীবকে বশ ক'রেছিলে রাণী, সে ভালবাসা এখন নেই এখন তার ভিতর অন্য জিনিষের খাদ পড়েছে। তোমার এখনকার ভালবাসার ভিতর অধিকার

বোধটাই প্রবল হ'য়ে উঠেছে। যাকে তুমি ভালবাস তাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব ক'রে রাখ্‌তে চাও। তাই তোমার মুখে হিংসার ছাপ্‌ প'ড়েছে! তোমার স্বত্বের দাবী এখন লোহার বেড়ীর মত রাজার হাড়ের ভিতর ঢুকে প'ড়েছে!

শা। এ সব তোর কবি-কল্পনা। বাণীকে বলিস্‌ এ নিয়ে সে একটা অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করবে। হ'বে মন্দ নয়। কিন্তু আমার সম্বন্ধে এ সব কথা যে কত বড় অসত্য সে তো আমার মত কেউ জানে না। আমি আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করে দেখেছি, আমার ভালবাসার মধ্যে এতটুকুও স্বার্থ নেই। অধিকারের কথা বল্‌ছিস প্রীতি? আমি আমার সব অধিকার যে তার কাছে নিঃশেষে উজাড় ক'রে দিয়েছি। কেবল তার সেবায় আমি সর্ব্বস্ব নিযুক্ত ক'রেছি তার মঙ্গল ছাড়া আর আমার কিছুই বাঞ্ছিত নেই।

প্রী। ভুল রাণী ভুল! অভিমান যখন ত্যাগের বেশে দেখা দেয় তখনি তার রূপটা চেনা সবচেয়ে কঠিন হয়। কিন্তু বাণী, তুমি যতই ত্যাগ ক'র্‌ছ মনে কর্‌ছ, ততই কেবল তোমার অভিমানকে বাড়িয়ে তুলছো। সেবার চেয়ে সেবার গর্ব্বটাই তোমার মনে বেড়ে উঠেছে। তাই তুমি সেই সেবার তলায় যে আত্মাদর সেটা দেখতে পারছ না। তুমি কারও সেবা ক'র্‌ছো না রাণী, তুমি শুধু নিজের অভিমানের সেবা কর্‌ছো

রাজার কাছে যে সে সেবা পৌঁছুচ্ছে সে কেবল তাকে তুমি নিতান্ত নিজস্ব সম্পত্তি, নিঃশেষরূপে তোমার অধিকারের জিনিষ মনে ক'রেছো বলে। তাই তোমার সেবাও যেমন সেবারূপে সার্থক হ'চ্ছে না, রাজার কাছেও সেটা অধিকারের বন্ধনের মত মনে হ'চ্ছে।

শা। শ্রীতা তোর জন্য একটা আলাদা করে পাগলা গারদ গড়তে সেবাকে বলে দেব! যাই হ'ক তোর পাগলামি থেকে আমার একটা খাঁটি লাভ হ'ল! তুই ব'লেছিস্ ঠিক। জিউকে যখন বন্দী ক'রেছি, ঠিক সেই মুহূর্ত্ত থেকে ওর মন ফিরে গেছে। আমার এক কোঁটাও সন্দেহ নেই এখন যে ও জান্‌তে পেরেছে যে জিউকে আমি বেঁধেছি। ঠিক! আর সেই জিউর সন্ধান নেবার জন্যই সে রাজ্যটা একলা ঘুরে দেখতে চেয়েছে। ভাগ্যিস্ তুই কথাটা মনে কর্‌লি। যাই আমি ব্যবস্থা করিগে। জিউর সঙ্গে তার দেখা কিছুতেই হ'তে দেওয়া হ'বে না।

শ্রী। কেন না সে তোমার সম্পত্তি! রাণী এমন ক'রলে ওকে রাখতে পারবে না।

শা। স্বীকার করি আমি স্বার্থপর! এখানে আমি ষোল আনা স্বার্থপর! ওকে আমি এত সস্তায় ছাড়তে পারি না।

শ্রী। রাণী, আমার কথা শোন। হিংসা ছাড়, অভিমান ছাড়, শুধু ভালবেসে দেখ।

শা। ওসব তত্ত্ব কথা তুই হুতার সঙ্গে আলোচনা করগে যা। আমরা ভাই, রক্ত মাংসের মানুষ। একটু স্বার্থপর একটু হিংসাপর না হ'লে স্বর্গে থাকা যেতে পারে। পৃথিবীতে তাতে থাকা চলে না।

শ্রী। তুমি ইচ্ছা করলেই চলে রাণী! কবে তোমার সে সুমতি হবে?

শা। এ জন্মে নয়। এখন আমি চল্লাম। [প্রস্থান

শ্রী। এই জন্মেই হ'বে—হ'তেই হ'বে নইলে তুমি বাঁচবে না রাণী—যাও তুমি তোমার হিংসার অভিযানে! হিংসার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি হ'য়ে গেলে তবেই তোমার প্রেমের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার হ'বে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহোদর, সার্ব্বভৌম ও যন্ত্রপতি থানাদার

মহো। কিহে থানাদার ভায়া তোমার নুতন দেবতার মহা-মন্দিরের কতদূর!

যন্ত্র। থাম ঠাকুর হাসি তামাসার একটা সীমা আছে? তোমার ভিতর যদি একটুকু মনুষ্যত্ব থাকতো তবে এতবড় একটা কাজ এমনি ভাবে বন্ধ হইয়া গেল, সমস্ত পৃথিবীর এত বড়

অভ্যুদয়ের সুযোগ হ'তে হ'তে থেমে গেল, তাতে অন্ততঃ এক ফোঁটা ব্যথা বোধ করতে পারতে।

মহো। কি ক'রবো ভাই আমরা নেহাৎ সেকেলে মূর্খ ওসব কিছু বুঝি না। কিন্তু ভাই তুমি যে এই এত দিনকার পুরাতন সনাতন সভ্যতাকে গোর দিয়ে তার উপর তোমার যন্ত্র দেবতার মন্দির রচনা ক'রছিলে তাতে তো তোমার মুখেও বড় একটা কান্নাকাটি শুনতে পাইনি সেই পরলোকগত সনাতন ধর্ম্মের জন্য! তা' যা'ক শুনতে পাচ্ছি রাজা বড় নাকি তোমাদের যন্ত্র ধর্ম্মের পক্ষপাতী নন!

যন্ত্র। শুনেছ ঠিক ঠাকুর! অতএব রাজার জয় জয়কার কর। রাজা উন্নতির মাথায় হাতুড়ি মেরেছেন, অতএব তোমরা উল্লাস কর! যাতে মানুষের বেশী মঙ্গল হয় তার পথ তিনি আগলে দাঁড়িয়েছেন—হে সমাজের শকুনিমণ্ডল তোমরা এখন জয়োল্লাসে পাখসাট করতে থাক!

মহো। যতই গাল দেও ভাই উল্লাস না ক'রে পারছিনে। তোমরা সনাতন ধর্ম্মের মাথায় হাতুড়ি মেরে নূতনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'তে যাচ্ছিলে, সেই অপঘাত মৃত্যু থেকে সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করবার যিনি উপায় ক'রেছেন তাঁর জয় জয়কার ক'রতে হয় বই কি! রাজা নবীন, কিন্তু তিনি জ্ঞানে প্রবীণ তা ব'লতেই হ'বে।

যন্ত্র। সেইটাই তো সব চেয়ে সর্ব্বনাশের কথা। নবীন যদি

নবীনই থাকে তার স্বভাবের ধর্ম্ম যদি সে পালন করে তবে সে ভুল ক'রতে পারে। কিন্তু সে কাজ করে। কিন্তু দুগ্ধ-পোষ্য শিশু যদি হঠাৎ প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ হ'য়ে পড়ে তবেই কাজের দফা ঠাণ্ডা!

মহো। ভায়া হে, অকাজের চেয়ে যে না কাজ ভাল।

মন্ত্র। তোমাদের এই সদুপদেশ অনুসরণ ক'র্লে এ রাজ্য আজ ঠিক সেই অবস্থায় থাকতো যে অবস্থায় তুমি জন্মাবার সময় চ'খে দেখে ছিলে। ভাগ্যে রাণী শান্তা অকাজের ভয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকেন নি। অকর্ম্ম ক'রতেও কুণ্ঠিত হন নি তাই দেশ এতটা অগ্রসর হ'য়েছে।

মহো। অবশ্য অবশ্য! যেমন দশ বিশ হাজার মানুষ খুন করে নূতন মন্দিরের আয়োজন হ'ল—তাতে তোমরা কেউ কুণ্ঠিত হলে না, অথচ আমি চিরদিনই যা' বলে এয়েছি তাই হ'য়েছে। এ মন্দির কখনো হ'তে পারে না হ'বে না! না হ'ক কুলী বেচারাদের প্রাণে মারলে।

থানা। ঠাকুর তোমার সঙ্গে বাক্যব্যয় ক'রলে মেজাজ খারাপ করা ছাড়া আর কোনও লাভই হ'বে না। তুমি রাজার জয় জয়কার ক'রতে থাক! আমি চল্লাম।

[প্রস্থান।

মহো। দু'শোবার ব'লব জয় মহারাজের জয়। বড় জব্দ হ'য়েছেন বাছাধনেরা! লম্ফ ঝম্পটা একদম মাটি হ'য়ে গেছে!

(ছদ্মবেশে পহারীর প্রবেশ)

প। ব্রাহ্মণ, তুমি একা দেখছি আজ এ রাজ্যে রাজার জয়-জয়কার ক'রছো! যেখানে গিয়েছি সেখানেই লোকে রাজাকে ধিক্কার দিচ্ছে; তুমি হঠাৎ এতটা রাজভক্ত হ'য়ে উঠলে কেন বল দেখি! রাণী শান্তার ব্যবস্থায় কি তুমি সন্তুষ্ট ছিলে না।

মহো। সন্তুষ্ট! ম'শায়, বুদ্ধিমান্ লোক কখনো এ রাজ্যের কাণ্ডকারখানায় খুসী থাকতে পারে? শুনুন, রাণী শান্তার বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে তিনি কেবল দু'হাতে আমাদের সনাতন আচার, অনুষ্ঠান ধর্ম্মের উপর খড়্গাঘাত ক'রে এসেছেন!

প। কেন ছুতা দেবীর মন্দিরে তো নিত্য পূজা হোম হ'চ্ছে!

মহো। আরে রাম রাম! সেই সব নূতন পদ্ধতির পূজা হোম—ওতে আছে কি? যুগ যুগান্তর হ'তে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সব ধর্ম্ম আচার প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন সে সব ছারখারে গেছে। ব্রাহ্মণসমাজ কোণঠেঁসা হ'য়ে র'য়েছেন; পূজা অর্চ্চনা লোকে পার্য্যমানে করে না, কাজেই তাঁদের রোজগারও বন্ধ! ধরুন শাস্ত্রে বলে গেছে ব্রাহ্মণ সমাজকে ধারণ করে আছে। সেই ব্রাহ্মণের যেখানে এ দুর্দ্দশা সে দেশের কি উন্নতি হ'তে পারে।

জ। (স্বগত) এতক্ষণে একটা অনুসন্ধানের সূত্র পাওয়া গেল।

সমস্ত রাজ্যটা জুড়ে যেন একটা চাপা কান্নার সুর আমার কাণে এসে বাজছে। সব জিনিষের তলায় তলায় সেই ব্যথার সুর বাজছে, কিন্তু সেটাকে কোথাও ঠিক ধ'রতে পারছি না। এতক্ষণ যা'কে জিজ্ঞাসা ক'রেছি সবাই ব'লেছি এ রাজ্যের সবাই ভাল কেবল আমিই এ রাজ্যে যা' কিছু অনিষ্ট ক'রেছি। এ ব্রাহ্মণের কাছে প্রথম অভিযোগ শোনা গেল। এটা তলিয়ে দেখতে হ'চ্ছে। (প্রকাশ্যে) চল ব্রাহ্মণ আমি তোমার বাড়ী যাব। ব্রাহ্মণের এই দুর্দ্দশার কথাটা তলিয়ে দেখতে হ'বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দুইজন শ্রমিকের প্রবেশ)

১। মদের বোতলটা এখান থেকেই শেষ ক'রে যাই ভাই, বাড়ীতে নিয়ে গেলে মাগী শেষে গোল বাধাবে!

২। আচ্ছা ঢাল! আমার কিন্তু ভাই দোকানের মাল খেয়েই কণ্ঠা পর্য্যন্ত ভরে উঠেছে এখন সামলাতে পারলে হয়।

(উভয়ের পান।)

১। যাঃ শেষ হ'য়ে গেল। কিন্তু খোঁয়ারী ভাঙবো কি দিয়ে? চল আর এক বোতল কিনে নিয়ে আসি।

২। রোস দাদা, রোস—আর এক বোতল কিনলে সেও খোঁয়ারী

তাঙ্গাতক পৌঁছবে না। এখন থাক—তা' ছাড়া—(টেঁকে হাত দিয়া) হা—টাকাগুলো কি হ'ল!

১। (নিজের ট্যাঁকে হাত দিয়া) তাই তো রে টাকা!

২। তুই নিয়েছিস্ দে শালা' টাকা দে———

১। তবে রে মাতাল বেটা, তুই আমার গাঁট কেটে মদ খেয়েছিস্—তোর জান্ নেব—আয়! (আক্রমণোদ্যম)

২। সত্যি ব'লছিস ভাই, তুই টাকা নিস্ নি?—নিস্‌স্ নি?—তবে কি সব মদ খেয়েছি—না গাঁট কেটেছে হাঁরে তবে আমরা সবাই খাবো কি?

১। খাবো মদ, আবার কি খাব—শালা ছিঁচকাঁদুনে টাকা হারিয়ে কাঁদতে ব'সেছেন। চল, ওঠ—ফের চল মদের দোকানে যেমন শালারা আমাদের গাঁট কেটেছে, তেমনি সব শালার আজ গাঁট কাটবো তবে ছাড়বো।

২। আরে যাব কেমন করে? রাস্তাটা যে খালি আমার সামনে খাড়া হ'য়ে পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে—এই সর্! সর্ বলছি! হাঃ রাস্তাটা নেহাৎ মাতাল হ'য়ে উঠেছে।

১। তুই শালা তো আচ্ছা বেকুব পথের মধ্যেই মাতাল হ'য়ে পড়লি। মর শালা, এখন বাড়ী যাবি কেমন করে? আর ঘরে গিয়ে মাগের কাছে মুখই বা দেখাবি কি করে? গোটা মাসের মাইনেটা শুঁড়ির দোকানে রেখে এলি এখন ঘরে ফিরবি কোন মুখে?

২। (গান) ফিরবো না, ফিরবো না, ফিরবো না ঘরে—
পথেতে ঘিরেছে আকুল করে”—

১। (ধাক্কা দিয়া) ওরে মড়া এখন গান রাখ উঠবি তো ওঠ। আজ কিছু রোজগার করতে না পারলে আর ঘরে ফেরা নেই।

(জহ্নলার প্রবেশ)

জ। না সন্ধান পেলাম না। ব্রাহ্মণের বৃথা হাহাকার। তিনি চান বিনা পরিশ্রমে বিনা চেষ্টায় ঘরে বসে, আরাম ক'রতে। আর বিশ্বের লোকে তাঁর কাছে পূজা পৌঁছে দিক। এ দাবী রাণী শাস্তার কর্ম্মরাজ্যে টিকবে কেন। খাটবে না খাবে আর ঘুমুবে এযে অন্যায় দাবী বাবু! এ দুটি কে?

২। মাণিকজোড়্‌ বাবা! এক জোয়ালের জোড়া বলদ—কিন্তু—

১। চুপ শালা মাতাল! আমরা বিজলীদেবীর কারখানার কারিগর!

জ। এখানে কি ক'রছো?

২। ফূর্ত্তি—মাইনেটা পেয়ে শুঁড়ি বাড়ী হ'য়ে বেদম ফুর্ত্তি—এদিকে ট্যাঁকের দফা ঠাণ্ডা!

জ। তোমরা মদ খাচ্ছ?

১। খাচ্ছি আর কৈ বাবা। দেখছো না বোতল ঠন্ ঠন্? ট্যাঁকে নগদ কিছু থাকে তবে ঝেড়ে ফেল, দেখাই কেমন করে খেতে হয়—এখন খেয়ে বসে আছি।

জ। তোমার বুঝি আর পয়সা নেই।

২। না বাবা। গোটা মাসের মাইনা সব ফতুর! ট্যাঁক সাফ্—

জ। তার পর বাকী মাসটা খাবে কি?

১। খাই খাব না খাই না খাব। কারখানায় অতিরিক্ত খেটে রোজকার খোরাকটা যোগাড় করবো।

জ। কেন তোমরা এত মদ খেলে?

১। ফুর্ত্তি! ফুর্ত্তিকে ওয়াস্তে—বাবা গোটা মাস ভরে কেবল আগুনে কয়লা তুলে দিই—দিন ভরে খালি কয়লাই দিচ্ছি আগুনে—প্রাণটা যে একেবারে জং ধরে যায়। সে করি কেবল মাসকাবারে এই একটি দিনের ফুর্ত্তির আশায়!

জ। সে কি? কাজ করে তোমরা আনন্দ পাও না? তোমরা যে নিত্য নিত্য কত অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ ক'রছো, পাহাড় ভেঙ্গে গুঁড়া করে পাথরের বাটী ত'য়ের করছো—অমাবস্যার রাতে সূর্য্যের আলো ফুটাচ্ছো—আকাশের পথে সদর রাস্তা করেছ—এতে তোমরা একটা আনন্দ পাও না, গৌরব বোধ কর না!

১। আনন্দ নেই? বল কি? শোন কর্ত্তা। একবার আমার সঙ্গে কয়েক দিন কাজ ক'রে দেখ এসে, দেখতে পাবে সে কি আনন্দ। বার মাস ত্রিশ দিন দশটা থেকে ছুটো পর্য্যন্ত কলের আগুনের ভিতর কয়লা ঢাল আর সাফ কর, দেখতে পাবে সে কি আনন্দ। গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াও

পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাও, লম্বা চওড়া কথা কও কাজে বড় আনন্দ !

২। পাগল—লোকটা বেকুব—বাপধন, একবার আমাকে ধরে' ওই নফর শা'র দোকানের কাছে নিয়ে চল দেখি—বেশী নয় দুটি বোতল কিন্‌বে, একটা তুমি খাবে, একটা আমায় দেবে—আধ বোতল ভর খেলে আর এ সব বুলি কপচাচ্চো না !—বাবা ফুর্ত্তি কাকে বলে চিনে নেবে।

১। কাজে আবার আনন্দ কে কবে পায় বাবা ! ঘরে খাবার না থাকলে কাজ ক'রতে হয়; করতে হয় ব'লেই করে। নইলে সাধ করে কে কাজ ক'রতে চায় ?

জ। (স্বগত) হুঁ এতক্ষণে বুঝতে পারছি বোধ হয় একটু একটু, কেন কাজে আনন্দ নেই। শাস্তার রাজ্যে রাজ্যশুদ্ধ লোক হুকুমে কাজ করে যাচ্ছে, দায়ে পড়ে কাজ ক'রছে—কাজের সঙ্গে তাঁদের আনন্দের যোগ নেই ! বলে আমার কিছু ঘরে খাবার ছিল না। মাথার ঘাম পায় ফেলে খাবার জোগাড় ক'রতে হ'ত ! দিন রাত খেটে জীবন রক্ষা ক'রতে হ'ত—কিন্তু সে কি আনন্দ—শীকারে কি আনন্দ, যুদ্ধে আনন্দ—সব তা'তেই আনন্দ যতক্ষণ জিউ আমার সঙ্গে থাক্‌তো ততক্ষণ কেবল আনন্দের ফোয়ারা বইত ! জিউ ! তা'কে কত ভালবাসতাম ! সে আমার কলিজার চেয়েও বড় ছিল ! আজ সে কোথায় ? একবার তার কথা মনেও হয় না ? কোথায় সে ?

(সেবা ও তৃপ্তার প্রবেশ)

সে। মহারাজ আহারের সময় অতীত হ'য়ে গেছে; রাণী আপনার প্রতীক্ষায় বসে র'য়েছেন।

জ। সেবা রাণীকে আহার ক'রতে বলগে, আমার আজ আহারে রুচি নাই।

তৃপ্তি। সে কি মহারাজ? আপনি না খেলে রাণী যে উপবাসী থাকবেন। বিশেষ মহারাজকে প্রথম দিন যে খাবার দিয়ে তৃপ্ত করবার সৌভাগ্য হ'য়েছিল, সেই সব খাবার আজ রাণী আপনার জন্য প্রস্তুত করিয়েছেন।

জ। হাঁ স্মরণ হ'য়েছে! আমার ইচ্ছায় যে কিছুই হ'বার জো নেই সেটা ভুলে গিয়েছিলাম। চলো যাচ্ছি।

১ ও ২। মহারাজ! মহারাজ!

জ। কি ভাই!

১। মহারাজ না চিনতে পেরে বেয়াদবী ক'রেছি!

২। ম'হারাজ—আমার অপরাধ—আর মদ ছোঁব-ব না। (পদতলে পতিত হইল)

জ। ওঠ ভাই, তোমরা আমার কাছে কোনও অপরাধ করনি! অপরাধ করেছ তোমাদের আপনার কাছে অন্তরের দেবতার কাছে! কিন্তু তার জন্যও তোমাদের কতটা দায়ী করা যায় ব'লতে পারি না। ওঠ তোমরা। সেবা, এরা বড় কষ্টে

পড়েছে। তুমি এদের রাজবাড়ীতে নিয়ে যাও! তৃপ্তি, আজ এদের আমার বাড়ী নিমন্ত্রণ, আমার সঙ্গে বসে এরা খাবে। পারবে তো দিতে?

তৃ। আপনার আদেশ হ'লে অবশ্যই পারবো।

সে। চল ভাই তোমরা। আমার হাত ধরে এস তুমি।

১ ও ২। (অবাক্ হইয়া সঙ্গে চলিল)

তৃতীয় দৃশ্য

প্রহরী, শৃঙ্খলিত জিউ ও শান্তা

শা। কি এখনও শায়েস্তা হয় নি? এখনো এর বিদ্রোহ শান্ত হয় নি?

প্র। না রাণী' এ এখনো যাঁতায় হাত দেবে না।

শা। বেত লাগাও।

প্র। রোজ বেত আছে। সে দিন লোহা পুড়িয়ে গায়ে দাগ করে দেওয়া হ'য়েছে। কুড়ি দিন খেতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু কিছুতেই ও বাগ মানে না।

শা। কিরে তুই কি চাস?

জি। চাই? তোমার কাছে চাইব কি? চাই তোমার বুকের রক্ত!

শা। বলে ভাল করলি, তোর বুকে যে এখনো রক্ত র'য়েছে

সে আমার যে কত বড় দুর্ব্বলতা সেই কথাটা স্মরণ ক'রে দিলি! শোন, যাঁতা তোর ঘোরাতেই হ'বে—তা নইলে সেই যাঁতায় পিষে তোর হাড় গুঁড়ো ক'রতেও কুণ্ঠিত হ'ব না। কাজ না করে বসে খাওয়া আমার রাজ্যে হ'বে না।

জি। তাই নাকি? জঙ্গলা সিং তোমার কি কাজ করে?

শা। দেখ্ ছোট মুখে বড় কথা ক'স না, রাজ্যের রাজা সে, তার কথা তোর মুখে শোভা পায় না।

জি। তাই না কি? ক'দিন হ'ল? মনে রেখো রাণী এক দিন অবস্থা ঠিক উল্টো ছিল। তখন আমার মুখেই তার কথা শোভা পেত, তোমার মুখে তার নাম কুলটার—

শা। (প্রহার করিয়া) চুপরও হারামজাদি! প্রহরী, একে বৈদ্যুতিক নিস্পেষণ যন্ত্রে পিষ্ট ক'রবে—একে দমন ক'রতেই হ'বে। যত কিছু উপায় আছে সব অবলম্বন ক'রবে, আবশ্যক হ'লে হাত পা' পর্য্যন্ত কাটবে! কিন্তু যাঁতা ওর চালাতেই হ'বে।

জি। বৃথা আশা শান্তা! জীবন গেলেও একটা আল সরিয়েও আমি তোমার সেবা করবো না। তুমি আমার শত্রু, শত্রুই থাকবে। যাঁতায় পিষেও আমায় দমন করতে পারবে না, হাত পা কি গলা কেটেও না!

শা। আচ্ছা দেখা যা'ক। শান্তা এ পর্য্যন্ত কারও কাছে

পরাজিত হয় নি? প্রহরী একে নিয়ে যাও নিষ্পেষণ যন্ত্রে!

[প্রহরী ও জিউর প্রস্থান।

ওই এক ফোঁটা শরীরে এতখানি তেজ! আমাকে অক্লেশে অগ্রাহ্য করে! কি সাহসে করে? আমার এত বড় শক্তি তার সামনে ও ঝড়ের মুখে কুটোর মত তবু ওর এত স্পর্দ্ধা কিসে?

(প্রীতার প্রবেশ)

প্রী। বুঝতে পারছো না রাণী ওর সাহস কিসে? ওর সাহস বৈরাগ্যে। তুমি ওর জীবনের যা' কিছু কাম্য ছিল তা' অপহরণ করে নিয়েছ। এখন জীবনে ওর চাইবার মত কিছুই নাই—এমন কিছুই নাই ওর যা কেড়ে নিলেও নিজেকে এর চেয়ে বেশী বঞ্চিত মনে করবে, এর চেয়ে বেশী দুঃখ পাবে। তাই ত নির্ভীক? তোমার এ বিপুল সাম্রাজ্যে এমন কোন শক্তিই নেই যাকে ওর ভয় করবার কোনও হেতু আছে।

শা। কেন প্রাণের ভয় কি নেই?

প্রী। প্রাণ? জীবনে যে সর্ব্বস্ব হারিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছে প্রাণ কি তার কাছে একটা চাইবার মত কিছু? তাই বলি রাণী, যদি কাউকে শাসন ক'রতে চাও তবে

তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে ফকির করে নিও না। যার কাম্য জগতে যত পরিপূর্ণ সে ততই তা হারাবার চিন্তায় ব্যাকুল' ততই ভয়াতুর। যদি শাসন কাউকে ক'রতে চাও তবে তার কাম্য জগৎ পরিপূর্ণ ক'রে দেও, বেদনা দিয়ে দিয়ে তাকে ব্যথায় নির্ব্বিকার করে' তুলো না, সুখে রেখে তাকে ব্যথার ভয়ে শঙ্কিত করে' রাখ। নইলে রিক্তা পীড়িতাকে শাসনের চেষ্টা মিথ্যা।

শা। হেঁয়ালী যথেষ্ট হ'য়েছে। এখন এই জিউকে শাসন করা সম্বন্ধে আপনার কল্পনাটা কি তা শুনতে পাই কি ?

শ্রী। আমার কথা অত্যন্ত সোজা। ওকে এমন একটা কিছু দেও যা' ও হারালে কষ্ট বোধ ক'রবে। তার পর সেই বস্তু হারাবার ভয় দেখিয়ে ওকে অনায়াসে শাসন ক'রতে পারবে।

শা। আচ্ছা সে পরীক্ষা আমি ক'রতে রাজি আছি। কিন্তু এমন কি আছে! প্রথম প্রথম ওকে আমি কাপড়, গয়না, খাবার প্রভৃতি দিয়ে লুব্ধ করাবার অনেক চেষ্টা ক'রেছি—কিন্তু সে সব জিনিষের দিকে ও ফিরেও চায় নি!

শ্রী। সে এমন কিছু নয়। কেন না ওর কাছে সে সব জিনিষের কোনও মূল্য নেই। ওকে দিতে হ'বে এমন কিছু যা' ও মূল্যবান বিবেচনা ক'রবে।

শা। আজ্ঞে জ্যাঠাম'শায় সে কথা প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হ'য়েছে। কিন্তু সে বস্তুটি কি সেইটাই এ পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নি!

প্রী। মাত্র দুটি জিনিষ ওর কাম্য হ'তে পারে। স্বাধীনতা ও ভালবাসা।

শা। ঠিক সেই দুটি জিনিষই ওকে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। ওকে স্বাধীনতা দিলে রোজ রোজ ও রাজ্যের অনিষ্ট করে বেড়াবে—সে অনিষ্ট যে কত ভয়ানক হ'তে পারে তা' উত্তর প্রাকারের ধ্বংসেই দেখা গেছে। তা' ছাড়া স্বাধীন হ'লেই ও রাজাকে হস্তগত ক'রবার চেষ্টা ক'রবে। ও'র সঙ্গে একবার সামনাসামনি হ'লে পরে রাজা যে সব ছেড়ে ছুড়ে আবার বনে দৌড় মারবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। এতটা ত্যাগ স্বীকার ক'রতে আমি প্রস্তুত নই।

প্রী। যক্ষের ধনের মত পাহারা দিয়ে তো এ সম্পদ তুমি রাখতে পারবে না রাণী। এতো পাহারা দিয়ে রাখবার সম্পদ নয়। যদি অনাবিল প্রীতি দিয়ে ওকে বাঁধতে না পার তবে লুকিয়ে ভোগ করে উঠতে পারবে না। তবে কেন এত ভয়?

শা। কেন এত ভয় তা' তুই কি বুঝবি প্রীতি! যে কৃপণ গজমতি পেয়ে গোপনে লুকিয়ে তাকে রেখেছে, বাইরের লোকে তাকে পরামর্শ দেওয়া সোজা যে বিলিয়ে দেও

ওটা! ওতে তোমারই কিই বা এসে যাচ্ছে। কি এসে যায়, সে সেই বোঝে, যে যক্ষের মত সেই ধন পাহারা দিচ্ছে।

প্রী। বোঝ রাণী বুঝতে থাক, কিন্তু বলে দিচ্ছি তোমার যে রাজার ভালবাসা রাখবারও যে উপায় জিউকে শাসন করবারও সেই উপায়—সে উপায় ভালবাসা ও স্বাধীনতা। বজ্র আঁটুনিতে ফস্কা গেরো হয় তা' চির পরিচিত—বাঁধন দিলেই জিনিষ রাখা যায় না।

শা। এখন হেঁয়ালী রেখে সাদা বাঙ্গলায় কথাটা বুঝিয়ে বল দিকিনি, তুই আমায় কি ক'রতে বলিস! জিউকে ছেড়ে দিতে হ'বে। তার পর তার হাতে রাজাকে সমর্পণ ক'রতে হবে। তা' হ'লেই বোধ হয় তোর মতে আমার প্রেমের পরাকাষ্ঠা হ'বে!

প্রী। ঠিক তা' বলছি না রাণী। আমি বলছি জিউকে ভালবাস, রাজাকে যেমন করে ভালবাস তেমনি করে জিউকে ভালবাস। তাকে মুক্ত করে দেও, রাজাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেও, —তোমার ভালবাসায়, যত্নের বন্ধনটুকু থেকে তাকে মুক্তি দাও। তা' হ'লে রাণী তোমার সম্পদ শত গুণ বেড়ে যাবে।

শা। পারবো না প্রীতি পারবো না। তোর কথা শুনতেও আমার মনটা বিষ হ'য়ে উঠছে। তুই ক্ষান্ত হ! এমন কথা আর আমাকে বলিস না।

শ্রী। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) বলবো না রাণী! এখন চল। রাজা তোমার প্রতীক্ষা ক'রছেন।

চতুর্থ দৃশ্য

গৃহস্থের ঘর

গৃহস্থ ও তাহার স্ত্রী

স্ত্রী। আহা এত খেটে খুটে এলে, একটু বোস তার পর যেওখন!

গৃ। আরে না না! দেনা পত্তর মিটিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আরাম করি! এখন বসে থাকলে মনের ভিতর টুকটুকি থেকেই যাবে, বিশ্রাম হ'বে না, আবার চাই কি, মুনিব আর মহাজনের কাছে গাল ত খেতে পারি!

স্ত্রী। ভাল পার তুমি। তোমার শিকিও তো খাটিনি আমি তবু সারাদিন ধরে খাটতে খাটতে আমার তো এমন হ'য়েছে একটা হাত তুলতেও ইচ্ছে হ'চ্ছে না।

গৃ। হাতের বা তাতে কি দোষ আর ইচ্ছেরই বা কি দোষ। আজ দশ বচ্ছর বিয়ে হ'য়েছে এর মধ্যে একটা দিন তো বসে কাটাতে পেলিনে খালি কাজ কাজ কাজ! হাড় কালি

হ'য়ে গেল, তবু যদি পেট ভরে দুবেলা খেতে পেতিস্! দুটো ভালমন্দ মুখে দিতে পারতিস্।

স্ত্রী। আহা মিন্সের ঢং দেখ। আমার মুখে ভাল মন্দর জন্য যেন ভারী বয়ে যাচ্ছে! সোয়ামী পুত্তুরের পাতে দুটো ভাল মন্দ দিতে পারি না, আবার মেয়েছেলের ভাল খাওয়া।

গৃ। আচ্ছা বল দেখি, আমাদেরই কেন সব দিক পুরে আসে না। তোর গা কিছু গয়নায় ভরে নেই। আমি মদ খাই না, গাঁজা খাই না, তবু আমাদের পুরে আসে না কেন?

স্ত্রী। কি ক'রবে বল, দুঃখীর বরাত! জীবনটা খালি খেটে খেটেই যাবে, সুখের মুখ আর দেখতে পাবে না।

(জঙ্গলার প্রবেশ)

জ। (স্বগত) এখানেও সেই এক কথা! খেটে ম'ল এরা সুখ পেলে না। কাজের সঙ্গে সুখের এই দ্বন্দ্ব, জীবনের সঙ্গে আনন্দের এই আড়া আড়ি। হাঁ গো বাছা, তোমাদের দুঃখ কিসের বল দেখি?

স্ত্রী। আজ্ঞে না, বাবু! দুঃখ কিসের? হাতের নোয়া সিঁথের সিঁদুর বজায় রেখে দুবেলা স্বামী পুত্তুরের মুখ দেখে বেঁচে আছি, এই তো ভাগ্যির শেষ! দুঃখ কিসের বাবা! তবে কি না মিন্সের খাটুনি দেখলে আমার চোখ জল আসে। মন মানে না বাবা, তাই।

জ। খাটুনিতে দুঃখ কি বাছা! কাজেই তো আনন্দ! ঈশ্বর না করুন হাত পা খেয়ে বিছানায় যদি কোনও দিন পড়ে থাকতে হয় তখন বুঝতে পারবে, কাজে কি আনন্দ! তা ছাড়া তোমাদের কাজে কত গৌরব! তোমরা সমস্ত দেশের অন্নদাতা!

গৃ। বাবু যা বলছেন তা ঠিক, তবে এও ঠিক যে বাবুর যদি দিনের পর দিন, ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত হয় মাটিভাঙ্গা, নয় লাঙ্গল ঠেলা, নয় বোঝা বওয়া, নয় আর কিছু করে' উঞ্ছিবিত্তি করে' খেতে হয় তবে আপনিও বুঝতে পারবেন ঠিক যে বসে বাড়ী ভাত খাওয়ার মধ্যে কি আনন্দ!

জ। হাঁ ভাই তোমায় কি এত খাটতে হয়?

গৃ। খাট্‌তে হয় না? চাষের সময় চাষ করি অন্য সময় ঘরামীর কাজ করি, না হয় বোঝা বই।

জ। কেন এত খাট?

গৃ। শোন কথা? খাট্‌বো না তো খেতে দেবে কে? খাটি কি সাধে! নিজের ইচ্ছায় যদি সব চলতো তবে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আরাম ক'রতাম। প্যায়দায় কাজ করায় বাবু, নইলে কাজ করতে চায় কোন শালা?

জ। কে সে প্যায়দা?

গৃ। পেট বাবা, পেট। পেটের দায়ে গোঙাতে গোঙাতে যাই কাজে।

জ। পেট ভরা কি এত কঠিন কাজ যে এমন হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয়? তোমার কতখানি জমি আছে।

গৃ। আজ্ঞে পাঁচ বিঘে, তার মধ্যে তিন বিঘে নিজের আর দুই বিঘে মনিবের জমী আবাদ করি, অর্দ্ধেক ফসল পাই।

জ। এতেও তোমাদের কটি প্রাণীর পেট ভরে না। তোমাদের পেট তো জবর।

গৃ। বাবু বুঝি এদেশে নতুন এসেছেন? কোথেকে এসেছেন শুনি?

জ। হাঁ ভাই নতুন এসেছি!

গৃ। আপনাদের দেশে বুঝি জমীদার মহাজন নেই?—সে দেশটা কোন দিকে বলে দেবেন?

জ। জমিদার! মহাজন! কেন তারা তোমাদের কি?

গৃ। ওই দেখুন বাবু বস্তা। ওই আমার ধান পাট। ওই ভাগ করে রেখেছি। ওই যে মস্তবড় ভাগ দেখছেন ওটা যাবে মহাজন মশায়ের বাড়ী। আর ওই যে তার পাশে মাঝারি ভাগ ওটা রাজার কাছে পৌঁছুতে হ'বে। আর তার পাশে ওই যে একটা বড় গোছের ভাগ ওটা যাবে জমীদারের কাছে, আর ওই যে এক কোণায় কয়েক বস্তা ধান আর এক বোঝা পাট র'য়েছে ওই হ'ল এই পরিবারের সম্বল।

জ। হাঁ বুঝলাম, বুঝতে পারছি কেন তোমার কাজে আনন্দ নেই। তোমাদের এ রাজ্যে ধন জমাবার শত আয়োজন।

আছে, ধন বাঁচাবার লক্ষ উপায় আছে কেবল প্রাণ বাঁচাবারই কোনও ব্যবস্থা নেই।

গৃ। আজ্ঞে না, এমন আজ্ঞে ক'রবেন না। আমাদের রাণীর প্রজার উপর দয়ার অন্ত নেই। আমাদের এখানে কেউ কাউকে মেরে রক্ষা পাবার উপায় নেই। তিনি প্রজার প্রাণ আপনার রক্তের মত দেখেন।

জ। সত্যি কি? তাই যদি হয় তবে তুমি তোমার ধান তোমার গোলায় মজুত রাখ। সপরিবারে পেটভরে খাও, বিক্রী করে জিনিষ পত্র কেন, আর রাজ্যের দরকার মত যা দরকার হয় রাজাকে দেও। আর কাউকে ওর এক দানার উপর হাত দিতে দিও না।

স্ত্রী। হাঁ গো বাবু ভাল সলা দিচ্ছ তুমি। ও তাই করুক আর তার পরের দিন মহাজন এসে ওর হাতে দড়ি দিক্। না গো না তুমি যাও, মহাজনের বাড়ী বস্তা দুটো পৌঁছে এসো।

জ। এত ভয় কেন ভালমানুসের ঝি। রাণীর কাছে গিয়ে নালিশ ক'রতে পারবে না? রাজ্যে কি অরাজক পড়েছে? হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে সোণার ধান ঘরে তুলে এনে কেবলি কি পরের হাতে তুলে দেবে, আর নিজে আধপেটা খাবে। নিজের পরিশ্রমের যা রোজগার তাতে নিজের পেট ভরে তবেই অন্যের অভাব যোগাবে এই আমি বুঝি।

গৃ। বেশ বুঝিয়ে দিলে বাবু! তার পর জমীদার যখন বলবে

তবে যা' বেটা আমার জমী ছেড়ে' তখন? তখন মাথা খুঁড়লেও তো এই আধ পেটা খোরাকও জুটবে না।

জ। জমী কার ভাই? জমীদার কি তাকে তৈরী ক'রেছে? রাজা কি তাকে সৃষ্টি ক'রেছেন? জমী ভগবানের দান। আজ যদি কেউ এসে বলে, ওহে বাপু এ বাড়ীর ভিতর যত বাতাস আসে সব আমার, তবে কি তুমি অমনি মাথা পেতে বাতাসের খাজ্‌না যোগাতে থাকবে।

গৃ। সে কেন হ'তে যাবে! বাতাস তো আর কারও বাপ-পিতেমো রেখে যায় নি। কিন্তু জমী যে জমীদারের বাপ পিতেমো কিনেছে! সে দিয়েছে ব'লেই না আমি আবাদ ক'রতে পারছি?

জ। ভুল ভাই ভুল; আকাশের বায়ু, সাগরের জল আর মাটি সবই ভগবানের দান। এ মানুষের সৃষ্টি নয়। মানুষের সম্পত্তি হ'তে পারে না। কেবল একটা বলের অত্যাচারের উপর স্বত্ব প্রতিষ্ঠা ক'রে এরা দুর্ব্বলের মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্চে। এ অন্যায়ের প্রশ্রয় দিও না! তোমাদের রাণীকে বুঝিয়ে বল, তিনি এর প্রতিকার ক'রবেন!

স্ত্রী। ওগো তুমি ও সব কথা শুনো না। হাঁগো বাপু তোমার কি কোথাও কাজ নেই। তুমি এখন যাও! ভ্যালা ক্যাসাদ বাধাতে এসোছো বাপু। তুমি যাওগো যাও আর দেরী ক'রলে মহাজনের গোমস্তারা বাড়ী চলে' যাবে আবার

গোটা বোঝাটা ব'য়ে আনতে হ'বে এখানে। তুমি এখন এগোও।

গৃ। তা' ছাড়া তুমি যা ব'লছো বাবু তা' ঠিক নয়, জমীদারের ঠেঞে জমী নিয়ে, মহাজনের ঠেঞে ধার নিয়ে যদি তাদের ঠকাই তবে অধর্ম্ম হ'বে! অধর্ম্মে কারও কখনও ভাল হয় না।

স্ত্রী। নেও নেও এখন তর্ক রাখ তুমি বোঝা উঠাও।

গৃ। তবে পেন্নাম হই বাবু।

[বোঝা উঠাইয়া প্রস্থান

স্ত্রী। তবে এসো বাবু, আমি এখন কাজে যাই।

[প্রস্থান

জ। বুঝতে পেরেছি প্রশান্তপুরের গলদ কোন খানে। রাণী শান্তা ধনের কাছে প্রাণ বলি দিয়েছে—তাই ধনীর প্রাসাদে প্রাণ নেই, আলস্য পুষ্ট মহোদর তাই খেটে রোজগার করাটা দুর্ভাগ্য মনে ক'রেছে—গরীব শ্রমজীবির ভিতর প্রাণ নেই সে তাড়নায় কাজ করে' যাচ্ছে, গৃহস্থের প্রাণ নেই সে অন্ধ সংস্কারের দাসত্ব করে নিজের প্রাণের রক্ত ফোঁটা ফোঁটা করে বিলিয়ে দিচ্ছে। প্রাণ নেই তাই আনন্দ নেই, কাজে উৎসাহ নেই স্ফূর্ত্তি নেই! তাই গানের ভিতর এদের আনন্দ ফুটে ওঠে না, উৎসবের ভিতর কলের

পুতুল নাচ হয়, নাচের ভিতর নিয়মের চাপে আনন্দের প্রাণ বেরিয়ে যায়! প্রাণ নেই ব'লেই হুতার হোমশিখা দীপ্ত হ'য়ে স্বর্গের দিকে ছুটে যায় না, রাণীর মানস সরোবরে জ্ঞানের পদ্ম স্বচ্ছন্দপরিপূর্ণতায় ফুটে উঠে না' চিত্রার তুলি কেবল পটই এঁকে যায়, মানুষ আঁকতে পারে না। প্রশান্তপুরীর প্রধান অভাব প্রাণ! এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা চাই।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

ব্যায়ামাগার

তিড়িং তিড়িং সিং ও বেয়াক্কেল বাহাদুর।

তিড়িং তিড়িং সিং, দোলনায় ঝুলিতেছে ও বেয়াক্কেল

মুগুর ভাঁজিতেছে।

বেয়াক্কেল বাহাদুর। পরশু দিন লড়াই—শ্যামশঙ্কর বাবাজি এবার টেরটা পাবেন লড়াই কারে বলে। সে দিন যা' আমার পা'টা হড়কে গেল—তাও বেটা বেইমানি ক'রে ল্যাং চালিয়েছিল—নৈলে—

(জঙ্গলার প্রবেশ)

(তাহাকে দেখিয়া বেয়াক্কেল প্রবল বেগে মুগুর ভাঁজিতে লাগিল।)

তিড়িং। (তড়াক করিয়া লাফাইয়া বেয়াক্কেলের সামনে দাঁড়াইয়া) হঁা ভাই বেয়াক্কেল, তোমার ও মুগুরটা ক'মণ ভাই!

বেয়া। দশ মণ!

তিড়িং। হাঁ হাঁ দশ মণ! শুনলে তো বাবু! তুলতে পার— উঁহুঁ পারবে না, কিন্তু বেয়াক্কেল বাহাদুর—দেখ কি ক'রছে ওকে—যেন একটা বেতের লকড়ি!

বেয়া। (মুগুর থামাইয়া) আর এই যে আমার তিড়িং তিড়িং ভাই দেখছো—ইনি বড় কম বাহাদুর ভেবো না— যত অসম্ভব রকম ডিগ্‌বাজী তা' এ সব দিতে পারে। এত বড় ডিগ্‌বাজীবাজ আমাদের দেশে কেউ নেই!

জ। বটে, আচ্ছা তোমরা কি কর ভাই!

বেয়া। কুস্তি লড়ি!

তিড়িং। ডিগবাজী খাই!

জ। সে তো বুঝলাম—কিন্তু তোমাদের পেশা কি? কি ক'রে খাও।

তিড়িং। (খাওয়ার প্রক্রিয়া দেখাইয়া) এমনি করে!

বেয়া। ও ওই রকম করে খায়,· বাঁদরের স্বভাব কিনা আমি খাই,—চৌকোণা করে আসন পেড়ে বসে, এমনি করে'। (খাওয়ার প্রক্রিয়া প্রদর্শন) লেকেন, খাওয়ার কসরৎ যদি কেউ দেখতে চায়—আচ্ছা নিয়ে এসো আধমণ মিঠাই,— দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন করে' খেতে হয়।

জ। কিন্তু খাওয়ার পয়সাটা দেয় কে ?

(তিড়িং তিড়িং ও বেয়াক্কেল পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল।)

তিড়িং। তাই তো, আমরা খাই বটে রোজ, কিন্তু পয়সা তো দি' না!

বেয়া। হুঁঃ—পয়সা দিয়ে খাব কি ? আমরা রাণীর হেঁসেলে খাই যত যা খুসী খেয়ে আসি!

জ। তবে অবশ্য তোমরা রাণীর কোনও কাজ কর।—

তিড়িং। কাজ ?—অ্যাঁ আমরা কি কেরাণী না মুটে।

বেয়া। না মিস্ত্রী, না মেথর—

তিড়িং। না গুরুমশায় না জেলে—

বেয়া। না মন্ত্রী না মুদ্দোফরাস—

তিড়িং। যে কাজ ক'রবো তাঁর।

বেয়া। তুমি তো অতি বেয়াদব হে!

জ। বুঝেছি! এরা মহোদরের মাস্‌তুতো ভাই—

তিড়িং। ভুল—ভুল—সার্ব্বভৌম ম'শায় ব্রাহ্মণ আমি ক্ষত্রিয়।

বেয়া। আর আমি ভূমিহার—

তিড়িং। তুমি অতি বেকুব হে—তোমার বাড়ী কোথায়?

বেয়া। বাড়ী আর কোথায় হ'বে জঙ্গলপুরী না হয় ফতেজং নগর—যেখানে মানুষ নেই—নৈলে এক নম্বর, আমি শ্রী বেয়াক্কেল বাহাদুর আমায় তুমি চেন না!

তিড়িং। তুই নম্বর আমাকেও না—

বেয়া। তিন নম্বর তুমি মনে কর আমার মতন পালোয়ান—

তিড়িং। আর আমার মতন ডিগ্‌বাজীদার,—

বেয়া। কাজ করে' খায়—

তিড়িং। হাঁ কাজ—বল দেখি—কাজ করে খায়—

বেয়া। পাঁচ নম্বর—

জ। বেয়াক্কেল সিং!

বে। খবরদার! বেয়াক্কেল বাহাদুর

তি। অ্যাঁ! নাম খারাপ? তিড়িং তিড়িং সিং আমার নাম!

জ। বেয়াক্কেল বাহাদুর আমার উপর রাগ করে' অঙ্কের মাথায় বাড়ি দিও না—তিনের পর চারই হয়, পাঁচ কখনও হয় না।

তিড়িং। ভুল, ভুল—আমাদের হটিমাটিম খেলা জাননা বুঝি? তার গুনতি অমনি—১, ২, ৩, ৫, ৪৫, ১২—তুমি কিছু জান না!

জঙ্গ। আচ্ছা তিড়িং তিড়িং সিং তোমরা যে পরিমাণ খাও তাতে বোধ হয় সাধারণ গৃহস্থের দশটির পেট ভরে—

তিড়িং। ফোঃ তুমি কি ভাবছো বল দিকিন। দশটি লোকের খোরাক তো বেয়াকেল দাদার নস্যি—আর আমার—এই এক গরাস!

জ। কি সর্ব্বনাশ! ভেবে দেখ দেখি; চাষারা মাথার ঘাম পায় ফেলে ফসল জন্মায়, কারিগরেরা শরীরের রক্ত জল করে রোজগার করে—রাণী তাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে এসে তোমাদের মত অপদার্থ দুটোকে খেতে দেন। তোমাদের লজ্জা হয় না।

তিড়িং। শোন কথা!

বেয়া। শোন!

তিড়িং। তুমি কি ব'লতে চাও এ রাজ্যে কুস্তীগির থাকবে না। ডিগ্‌বাজ থাকবে না। না যদি থাকতো আমার বেয়াকেল দাদা তবে কি হ'ত বল দিকিনি? রাণীর হাতের হীরার বালা তো দক্ষিণ দেশের শ্যামশঙ্কর নিয়ে নিয়েছিল আর কি?

জ। সে কি?

তিড়িং। এও জান না—

বেয়া। আরে ছেড়ে দে ছেড়ে দে, ওকে কি বোকা বোঝাচ্ছিস—ওকিই বা জানে?

তিড়িং। শোন। দক্ষিণ দেশ থেকে এক ভারী পালোয়ান এয়েছে তার নাম শ্যামশঙ্কর। সে বেটা বিষম পালোয়ান। সে এসে রাণীর সভায় সেদিন বল্লে—কে আছে পালোয়ান এ রাজ্যে আমি তার সঙ্গে লড়বো। বেয়াকেল দাদা—উঠে তাল ঠুকে দাঁড়াতে রাণী তাঁর হীরার বালা খুলে বল্লেন, যে জিতবে সে এই বালা পাবে। শ্যামশঙ্কর একবার জিতেছে বটে—

বেয়া। কখনো না—পা হড়কে পড়ে গেলাম আমি—

তিড়িং। তাও তো বটে, যাই হ'ক ফিরে বারে শ্যামশঙ্করের আর বাড়ী ফিরতে হ'চ্ছে না। ওই রাণীর সামনেই দাঁত বের করে জন্মের মত পড়ে থাকতে হবে।

জ। আচ্ছা ভাই, তোমাদের এমনি জীবন কি খুব ভাল লাগে?

উভয়ে। আলবৎ!

জ। এমনি অলস অকর্ম্মণ্য হ'য়ে—(দুইজনে জঙ্গলাকে চাপিয়া ধরিল)

বেয়া। বাবুসাহেব বড় যা' তা ব'লতে আরম্ভ ক'রেছেন—অলস আর অকর্ম্মণ্য কাকে বলে দেখবেন একবার টেরটা পাওয়াচ্ছি। (জঙ্গলার হাত চাপিয়া ধরিল ও জঙ্গল জোর করিয়া তাহাদিগকে ছিট্‌কাইয়া ফেলিয়া দিল।)

জ। এই দেখছি এ রাজ্যের নিয়ম, যে খেটে সম্পদের সৃষ্টি ক'রবে সে পেট ভরে দুটি খেতে পাবে না, আর এই সব

মূর্খ অকর্ম্মণ্য শরীরসর্ব্বস্ব জীব তাদের কষ্টের অর্জ্জিত সম্পদ এমনি করে অপচয় ক'রবে। এ রাজ্যে যে সুখ নেই সে আর আশ্চর্য্য কি? [প্রস্থান।

তিড়িং। (খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে উঠিয়া) বেটা কোমরটা একদম ভেঙ্গে দিয়েছে!

বেয়া। (লাফাইয়া উঠিয়া) কাঁহা গেয়া রে শালা—

তিড়িং। আরে থাম দাদা থাম। হাড় ক'খানা এবারকার মত বাপের পুণ্যির জোরে টিকে আছে, আর একটা ঝাঁকানি একেবারে চিত্রগুপ্তের অতিথি হ'তে হ'বে! আর হুঙ্কারে কাজ নেই। এখন পথ দেখ। হীরের বালার আশা ছাড়! শ্যামশঙ্কর ছিল ভাল। এ বেটা যখন এসে জুটেছে তখন হীরের বালা তো হীরের বালা রাজ্যি শুদ্ধ লোপাট হ'য়ে যাবে। জান বাঁচাতে চাও তো লম্বা দেও।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

পথ

উদাসী—গীত

আমার যা কিছু সব আপন ছিল,
সকলি কেড়ে,
ঘরবাড়ী সব উজাড় করে,
আন্‌লে বাহিরে।
ওগো, দয়াল হরি, তোমার নামে,
আন্‌লে বাহিরে।
আকাশের নীল চন্দ্রাতপে,
দক্ষিণ হাওয়ায়, আতপ তাপে,
(ওগো) ভবের নৃত্য আসর মাঝে,
দিয়েছ ছেড়ে!
তোমার প্রেমের সুধাধারে,
শূন্য হৃদয় গেছে ভরে,
(ওগো) কুল নাহি পাই সুখসাগরে
প্রেমের পাথারে।

(অঞ্জনার প্রবেশ)

অঞ্জনা। কে তুমি? থামাও তোমার নৃত্যগীত। শুন্‌তে পাচ্ছনা সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বয়ে যাচ্চে, কি একটা চাপা কান্নার সুর? বুকের ভেতর চেপে বস্‌চে না তোমার, এই

জগৎ-জোড়া দুঃখের ব্যথা। তবে তোমার কোথা থেকে এ আনন্দ ?

উদাসী। কেন বাবা ? দুঃখ যার আছে তার থাক্। তাতে আমার কি ? সেসব যে আমি ছেড়ে এসেছি বাবা! আমার সমস্ত জীবন যে আনন্দরসে ভরপুর! মানুষের হাসি কান্না ছেলেখেলা বই তো নয়!

প। হুঁ ছেলেখেলা বটে! যদি বুঝতে তবে আর একথা বলতে না, কি দুঃখে কি ব্যথায় জর জর হয়ে সব লোক কেঁদে মর্‌ছে তা যদি একটীবার হৃদয়ের ভেতর অনুভব কর্‌তে, তবে এম্‌নি স্বার্থপরের মত আপনার আনন্দে বিভোর থাক্‌তে না!

উ। বটে ? আমি দুঃখ বুঝিনি, দুঃখকে আমি চিনিনে ? তা বটে ? তবে শোন। কেঁদে কেঁদে এ চোখদুটো একদিন অন্ধ হবার মত হয়েছিল, ব্যথায় ব্যথায় বুকটা আমার ভেঙ্গে গিয়েছিল, ভেবেছিলুম কেঁদেই বুঝি দিন যাবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন ভগবানের দয়া হল, স্বর্গ থেকে আলোর ছটা আমার হৃদয়ে নেমে এল, অন্তর আমার নেচে উঠ্‌লো—সব ছেড়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম এই আলোর সন্ধানে—আমার সমস্ত চিত্ত ভরে উঠ্‌ল— সেই থেকে আমি গেয়ে বেড়াচ্চি।

ওগো কূল নাহি সুখপাই সাগরে
প্রেমের পাথারে!

জ। কিন্তু কোথায় তোমার সে সুখের সাগর? কি আছে তোমার, যাতে তোমার এত আনন্দ। কে আছে তোমার যাঁর কাছে তুমি এত প্রেম পেয়েছ?

উ। কি আছে? আছে আমার এই অমূল্য সম্পদ্, যে আমার কিছুই নেই। কিছু নেই তাই ভাবনা নেই, কেউ নেই, তাই কারও জন্য দুঃখ নেই। আছে শুধু আমার প্রেমের সাগর নারায়ণ।

গান।

ওগো সে যে মোর সকল হৃদয় ভরি
ছড়ায়ে দিয়েছে আনন্দের বারি
অফুরাণ সুধাধারে
সম্পদে মোর ভাণ্ডার ভরি
ডুবায়ে দিয়েছে আনন্দের বারি
চির সুখ সাগরে।

জ। ও বুঝেছি, তুমি গৃহত্যাগী সংসারের দুঃখ কষ্টের জ্বালায় পীড়িত হ'য়ে মুক্তির পথ ঠিক্ করেছ পলায়ন।

উ। হ্যাঁ বাবা পলায়ন, সোজাসুজী চম্পট! সমস্ত জীবনের খেলাপাতি পেছন ফেলে চম্পট! পালিয়ে এসে বুঝতে পেরেছি যা ফেলে এসেছি সে সব শুধু মাটির খেল্না যা হারিয়েছি তা কেবল কাঁটার মালা।

জ। তুমি পেয়েছ কি?

উ। পেয়েছি কুবেরের সম্পদ—চিরানন্দ। আমি আর কিছুই চাইনে, তাই আমার আর কিছুরই অভাব নেই, তাই আমি কুবেরের চেয়েও ধনী। চাইনে, তাই দুঃখ নেই। আমি আনন্দময়।

জ। মিথ্যে কথা! আনন্দ তুমি পাও নি ঠাকুর! তুমি পেয়েছ শূন্যতা, চিত্তের জড়তা! এমনি করে আপনাকে মুছে ফেলে যে আনন্দ তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে মৃত্যু! ও পথ আমার নয়! দুঃখ দেখে কাপুরুষের মত পরাজয় স্বীকার করে, সব ত্যাগ করে চিত্তকে অসাড় অক্ষম করেই যদি ফেল্লাম তবে মৃত্যুর চেয়ে জীবন ভাল হল কিসে?

উ। কিছুই না! কেননা উদাসী যে, সে জানে যে মৃত্যু একটা সামান্য ব্যাপার। এ কাপড়খানা ছেড়ে আর একখানা কাপড় পরা মাত্র। মৃত্যুর এপারে আর ওপারে কোন ব্যবধান নেই। এপারেও যেমন ওপারেও তেমন। ত্যাগেই আনন্দ।

জ। তাই কি? ক্লিষ্ট, পীড়িত, অন্তর আমার, হতাশার মধ্যে এই কথাই তো বলতে চাচ্ছে মনে হচ্ছে যে বৃথা চেষ্টা জীবনের, সমাজের সমস্যার সমাধান মানুষ কোনোদিন করতে পারেনি, পারবে না। তবে কেন বৃথা চেষ্টা, বৃথা এ কষ্ট! তার চেয়ে সব ছেড়ে দিয়ে এই উদাসীর মত নিশ্চিন্ত হয়ে আনন্দ ভোগ করা মন্দ কি?

উ। মন্দ! ওগো খেলাঘরের খেলিয়ে, একটিবার শুধু বেরিয়ে

এসে দেখ ভাল কি মন্দ! ভাবনা চিন্তার এমন ওষুধ আর পাবে না।

প। না! তাই যদি করলাম তবে আর সেই মাতাল শ্রমিকের সঙ্গে আমার তফাৎ কি রইল। সেও তো চেয়েছিল তার জীবনের দুর্ব্বিষহ বোঝা মদের নেশায় ডুবিয়ে তুলতে! ভুলবো কেন? হাল ছাড়বো কেন? মানুষ আমি বীর আমি যুদ্ধ করে জয়ী হব! জয়ী হই আর না হই এমন একটা যুদ্ধ করবো যাতে আমার নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে। না ঠাকুর ও কাপুরুষ ধর্ম্ম আমার পোষাবে না। আমি চল্লাম, জীবন সংগ্রামে পেছপা' হব না। জয়ী হব।

[প্রস্থান।

উদাসীর গীত

মায়ার বাঁধন বিষম বড়,
　　কাটান বড় দায়।
দশ মুখে সে কামড়ে ধরে,
বিশ হাতে বন্ধন করে,
　　পিঠে হাত বুলায়।
নেশা তার বড় বিষম হায়,
কোথা লাগে সেথা ভাঙ্ ধুতুরায়,
প্রাণ মন ধন সব ভুলে যায়,
　　এমোহ নেশায়।

সপ্তম দৃশ্য

শান্তার ঘর

শান্তা

শা। প্রীতি কি বোঝে? ও তো ভাল বাসেনি? যদি ও ভাল বাসতো তবে বুঝতো যে জঙ্গলাকে হারাবার সম্ভাবনা কল্পনা করাও কেমন অসম্ভব! জিউকে স্বাধীন করে দেও! আর সে আমার এত সাধের সাজান বাগান ছারখার করে দিক্! রাজ্য ছারখার করুক, জঙ্গলাকে কেড়ে নিয়ে যাক্, আমার প্রাণে তুষানল জ্বেলে দিক্। এত বড় ত্যাগী আমি নই।—কিন্তু এ কি কথা বল্লে প্রীতি? কিছুতেই তো মন থেকে একে দূর ক'রতে পারছি নে!—জিউকে মুক্তি দিয়ে তাকে ভালবেসে নিজেকে দেওয়ানা করে দিতে হ'বে!—এ হয় না—হ'তে পারে না।—তবু মন যে এরই উপর কেবলি ঝুঁকে যাচ্ছে। ওই ফকিরি—সর্ব্বত্যাগী ভিখারীগিরীর একটা লোভ আছে, মোহ আছে! কি ভীষণ টান তার! কিছুতেই মনটা তার থেকে ফিরাতে পারছি না!—যদি তাই হয় যদি আমি জিউর হাতে আমার যথাসর্ব্বস্ব তুলে দিয়ে ফকির হ'য়ে বেরিয়ে পড়ি—কত বড় ত্যাগ সেটা হ'বে!—কি মহান্ একটা দৃষ্টান্ত!—এত বড় ত্যাগ—এর কি কোনও

পুরস্কার হ'বে না ভগবানের রাজ্যে ?—না না, আমি এ কথা ভাববো না, ভাবলে পাগল হ'য়ে যাব।—আমি ছাড়তে পারবো না! কিছুতেই পারবো না। জিউর জন্য এক ফোঁটাও ত্যাগ আমি ক'রতে পারবো না—জিউকে ভালবাসতে পারবো না।

(জঙ্গলার প্রবেশ)

জ। আমি বুঝতে পেরেছি রাণী!

শা। (চমকাইয়া) কি বুঝতে পেরেছ রাজা ?

জ। বুঝতে পেরেছি, তোমার রাজ্যে কোথায় একটা মস্ত ফাঁক আছে—কিসের জন্য তোমার বিপুল ঐশ্বর্য্য, অসীম বুদ্ধি, অন্তহীন বিদ্যা, কিছুই সার্থক হ'য়ে উঠতে পারছে না! সবই যেন জীর্ণ হ'য়ে আপনার ভিতর শুকিয়ে যাচ্ছে!

শা। ওঃ তাই! তা শুনি কি সে অভাব ?

জ। অভাব রাণী প্রাণের! তুমি রাজ্যে সব জিনিষ ফুটিয়ে তুলেছ কিন্তু প্রাণকে টিপে মারছ। তাই, যা কিছু তোমার এখানে ফুটে উঠছে সবই হুকুমে ফুটছে, স্বচ্ছন্দ ভাবে প্রাণ তার ভিতর ফুটে উঠছে না। প্রাণ নেই তাই আনন্দ নেই। লোকে কাজ করছে দায়ে পড়ে, বেদনায় ভুগে।—কাজে তাদের আনন্দ নেই, প্রাণ নেই তাই কাজের ভিতর কোথাও ভালবাসার, মমতার সম্পর্ক নেই। সকলে কাজ

করছে—কেন ক'রছে তা' জানে না। একটা প্রকাণ্ড কর্ম্ম-শৃঙ্খল তোমার সমস্ত প্রজাকে বেঁধে, টেনে, দিনের পর দিন খাটিয়ে নিচ্ছে! তাই তোমার রাজ্য আনন্দশূন্য শোভাশূন্য প্রীতিশূন্য।

শা। তা এর প্রতিকারের জন্য কি করা তোমার অভিমত রাজা?

জ। অতি সোজা এর প্রতিকার! তোমার প্রজাদের, নিজেদের মানুষ বলে, জ্যান্ত জীব বলে জানতে দাও; তাদের খেটে পেট পূরে খেতে দেও, আর তাদের স্বাধীনতা দেও! তোমার রাজ্যে যারা সমস্ত রাজ্যকে খাওয়ায় তাদের পেটে অন্ন নেই! যারা খেটে তোমার প্রাসাদে বিজলীর বাতি জ্বালায়, তাদের ঘরে তেলের প্রদীপ জ্বলে না রাণী, একি কম দুঃখের কথা?

শা। কিন্তু ভেবে দেখ, এই সব লোকের আগে অবস্থা কি ছিল। যারা বিজলী বাতির কারিগর, তাদের সারাদিন বনে বনে ঘুরে শিকার করে, বহুকষ্টে খোরাক জোগাড় ক'রতে হ'ত, তাও ভরপেট অর্দ্ধেক দিন হ'ত না। যারা আজ হাজার মণ ধান জন্মাচ্ছে, তারা বহুকষ্টে জঙ্গলের মধ্যে সামান্য একটু জমী পরিষ্কার করে যা ফসল তুলতো তাতে তাদের তিন মাসও চলতো না। সে অতীতের সঙ্গে একবার তুলনা করে দেখো।

জ। কিন্তু ভুলে যাচ্ছ রাণী, যে বনে বনে সারাদিন শীকার করে কিম্বা বহু কষ্টে চাষ করে খেতো, সে যা রোজগার করতো তা নিজেরই জন্য করতো। তার ভিতর তো জমীদার বা মহাজন ভাগ বসাত না। আর নিজের কষ্টের ধন বিজলী বাতি তার পরের ঘরে জ্বালিয়ে যেতে হ'ত না। সে আপন খুসীতে কাজ ক'রতো, নিজের জন্য খাটতো—তাই তার কাজ ছিল আনন্দ! আর তোমার রাজ্যে আমি সব জায়গায় ঘুরে দেখেছি, কাজ হ'য়েছে বোঝা। স্বাধীনতায় যে কি আনন্দ তা' তুমি কি বুঝবে রাণী?—তুমি তো কোনও দিন কারও অধীন হও নি!

শা। আর তুমিই কি হ'য়েছ? কি চুপ ক'রে রইলে যে? বল তুমি, যতই অপ্রিয় হ'ক সে কথা। তোমার পায়ে পড়ি মন খুলে তোমার মনের কথা বল! তোমার কি দুঃখ প্রিয়তম!

জ। না শান্তা! দুঃখ কিছুই নেই।

শা। কোন ইচ্ছা তোমার অপূর্ণ র'য়েছে?

জ। ইচ্ছা! কত ইচ্ছাই তো অপূর্ণ র'য়েছে রাণী! মানুষ জন্মেই অপূর্ণ ইচ্ছার বাহন হ'তে, ইচ্ছার অপূর্ণতায়ই বুঝি তার সার্থকতা। যদি সেটা আগে বুঝতাম তবে হয় তো জীবনের অনেক ভুল করতাম না। ইচ্ছাটা দমন ক'রতে শিখতাম।

শা। কেন কি ভুল করেছ? কি দুঃখ তোমার মনে আছে?

বল, বল, আমায় খুলে বল। তোমার সুখের জন্য আমি সবই ক'রতে পারবো। তোমার মুখ ভার দেখে আমি বাঁচতে পারবো না।

জ। পারবে রাণী? সব পারবে?—তুমি—নাঃ—কেন বৃথা এসব কথা ভেবে কষ্ট পাও! আমার কোনও দুঃখ নাই রাণী! তুমি তোমার যথাসর্ব্বস্ব আমার সেবায় সমর্পণ ক'রেছ, তোমার ভালবাসা দিয়ে আমাকে ধন্য ক'রেছ, আমার আবার দুঃখ কি শান্তা! (শান্তাকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইল।)

শা। না প্রভু, আজ আর আমাদের ভিতর কোনও মিথ্যার আবরণ থাকতে পাবে না। অন্তরের সঙ্গে অন্তরের আজ পরিপূর্ণ যোগ ক'রতে হ'বে। আমাদের পরস্পরের অন্তরতম হৃদয়কে সত্য করে' জানতে হ'বে। বল তুমি আজ আমায় কি তোমার মন চায়? কি তুমি আমার কাছে চাও। আমার বুক যদি ভেঙ্গে যায় তবু বল, এমন ব্যথার ব্যবধান বুকে করে আমি বাঁচতে পারবো না।

জ। (অনেকক্ষণ একদৃষ্টে শান্তার দিকে চাহিয়া, পরে) না রাণী, আমি যা চাইব তা' তুমি পারবে না দিতে।

শা। পারবো; যত বড়ই হোক সে দান। তুমি বল আমায়।

জ। শুনতে যদি নিতান্তই চাও রাণী, তবে বলি—দয়া করে

আমায় মুক্তি দাও—স্বাধীনতার জন্য আমার মন বড় ছট্‌ফট্‌ ক'রছে।

শা। (অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে) এই বিচার তোমার রাজা! আমার প্রাণঢালা ভালবাসার কি এই পুরস্কার?

জ। না শান্তা, আমি ভুল ব'লেছি। নিজের মন বুঝতে পারিনি তাই ব'লেছি। তুমি ভুলে যাও ও কথা। আমি মুক্তি চাই না রাণী, আমি তোমাকেই চাই।

শা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) না রাজা, আর আমার ভুল হ'বে না—তোমার মন আমি বুঝতে পেরেছি! আমি এতদিন ভালবাসা দিয়ে কেবল তোমার মনটাকে বাঁধতেই পেরেছি আপন ক'রতে পারিনি। তাই তুমি আমাকে চাও না!—আমি তোমার কেউ নই, কেবল একটা চক্ষুলজ্জার বন্ধন মাত্র;—তোমার সমস্ত চিত্ত নিঃশেষে জিউর।

জ। না রাণী, আমি তোমারই! (স্বগত) সত্যিই কি? জিউ! কত দিন তাকে দেখিনি, কিন্তু তার মুখখানি, তার চোখের চাহনি, তার দেহের লীলা ভঙ্গী রোজই তো আমার চোখের উপর ভেসে বেড়ায়! আমি কেবল সময় পাইনে তার কথা ভাবতে, তাই সব সময় তার কথা ভাবিনে। শান্তা সত্যি বলেছে, আমার চিত্ত তার কাছেই বিক্রীত হ'য়ে র'য়েছে!

শা। আবার মিথ্যা কথা কেন ব'লছো রাজা? আর তো মিথ্যার, কোনও প্রয়োজন নেই! আমি তোমাকে বাঁধবো

বলে এখানে আনিনি, তোমায় রাজা ক'রবো বলে এনেছি। ব্যথা দিতে তোমায় কোনও দিন চাইনি, তোমাকে সুখী করাই আমার চিরদিনের সাধনা। আমার অদৃষ্ট দোষে আমার ফুলের মালা তোমার পায়ের বেড়ী হ'য়ে বিঁধছে! আমি যতই তোমার সুখের আয়োজন ক'রছি ততই কেবল তোমায় ব্যথা দিচ্ছি। আর ব্যথা দিব না প্রিয়তম! তোমার ইচ্ছাই জয়ী হ'বে, তুমি মুক্ত, আমি তোমাকে তোমার জিউর হাতে ফিরে দেব!

(প্রহরীর প্রবেশ)

কিরে? কি হ'য়েছে, তোর মুখ যে একদম সাদা হ'য়ে গেছে! তোর বন্দী কি ম'রেছে নাকি?

প্র। না রাণী?

শা। না তবে কি?

প্র। মহারাজের সামনে—

জ। আমার সামনে ও ব'লতে সঙ্কোচ ক'রছে। আমি এখন একটু সরে যাই।

শা। আচ্ছা এসো; কিন্তু আর মুখ ভার করো না রাজা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে।

[জলদার প্রস্থান

কি হ'য়েছে বল।

প্র। আজ্ঞে, বন্দিনীকে খাঁতা সামনে দিয়ে পাঁচ দিন হ'ল অনাহারে বসিয়ে রাখা হ'য়েছিল একটা শূন্য ঘরে—মাঝে মাঝে নানারকম সুখাদ্য তাকে দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছিল। কিছুতেই বাগ মানে না দেখে, সদর দরজা একদম অন্ধকার করে সুধু ওপরের একটা জানালা খুলে রাখা হ'য়েছিল। তিন দিন পর আজ ঘর খুলে দেখি সে পালিয়েছে। উপরের জানালার গরাদে ভেঙ্গে পালিয়েছে। সে কোথায় গেছে তার কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

শা। (বিশ্ববার্ত্তা যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা) হাঁ! আচ্ছা তুমি যাও, সেনাপতিকে পাঠিয়ে দেও।

[প্রহরীর প্রস্থান

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনা। রাণী, আমি আপনার কাছে গুরুতর সংবাদ নিয়ে আসছি, নগরে ভীষণ বিদ্রোহ মাথা তুলেছে।

শা। সে কথা আমি এখন জানতে পেরেছি। সেনাপতির বোধ হয় সে সংবাদ আগেই জানা ও জানান উচিত ছিল। জান তুমি কি এ বিদ্রোহের হেতু ?

সেনা। সমস্ত শ্রমজীবি বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে, শ্রমিকেরা বেতন বেশী চায়, কাজ কম ক'রতে চায়; চাষীরা বলে জমীদারকে খাজনা দেবে না, মহাজনকে ধার শোধ দেবে না। সবাই

বলছে যে আমরা খেটে মরবো, আর সুখ ক'রবে তারাই যারা এক ফোঁটা পরিশ্রম করবে না, সে হবে না।

শা। হুঁ! তাদের একথা শেখালে কে?

সেনা। শুনতে পেলাম, কয়কদিন হয় একজন পরদেশী এসে এদের ঘরে ঘরে গিয়ে এই সব কথা শিখিয়ে গেছে।

শা। তা হ'তে পারে কিন্তু সে পরদেশী এ বিদ্রোহের নেতা নয়, এ বিদ্রোহ চালাচ্ছে কে? নেতা কে, সে সংবাদ জান?

সেনা। আজ্ঞে সে সংবাদ পাইনি, তবে মহোদয় সার্ব্বভৌম ঠাকুর অনেক দিন থেকে রাণীর বিরুদ্ধে লোককে উত্তেজিত ক'রছে; সেই সম্ভবতঃ—

শা। তুমি লোক চেন না সেনাপতি! মহোদয় সার্ব্বভৌম আমায় গালিগালাজ ক'রতে পারে, কিন্তু বিদ্রোহ করা তার কর্ম্ম নয়। এর নেত্রী একজন স্ত্রীলোক! এ সেই, যে আমার উত্তর প্রাকার ধ্বংশ করে দিয়েছিল, প্রাসাদে আগুণ জ্বালিয়ে দিয়েছিল আরও রাজ্যের অনেক অনিষ্ট ক'রেছে। তিন দিন হ'ল সেই নারী আমার কয়েদখানা থেকে পালিয়েছে। সেই এ উৎপাতের সৃষ্টি করেছে।

সেনা। ওঃ সে তো অতি ভয়ানক নারী!

শা। হ'তে পারে ভয়ানক! কিন্তু প্রশান্তপুরের সেনাপতির তাতে ভয় পেলে চলবে না। তুমি যাও বিদ্রোহ দমন করে

সেই নারীকে অক্ষত দেহে আমার কাছে উপস্থিত করে' দেবে—আজই।

[সেনাপতির প্রস্থান।

(প্রীতার প্রবেশ)

প্রী। আবার এ কি হিংসার অভিযান রাণী? যুদ্ধের আয়োজন কেন।

শা। বিদ্রোহীর দমনে। নগরে ভীষণ বিদ্রোহ হ'য়েছে। সমস্ত শ্রমজীবি ক্ষেপে উঠেছে। সে যাক। শোন প্রীতি, তোর কথাই ঠিক! আমি ভুল করেছি।

প্রী। বড় একটা ভুল কথা বলা আমার অভ্যাস নেই। কিন্তু উপস্থিত কোন কথার সম্বন্ধে এ আবিষ্কার ক'রলে তা' বুঝতে পারছি না।

শা। হিংসা করে আমি জিউকে দমন ক'রতে পারবো না, আর জিউকে হিংসা করে রাজাকে আমার আপনার ক'রতে পারব না! একথা আমি আজ আবিষ্কার করেছি।

প্রী। সুখের কথা! এখন কি ক'রবে স্থির ক'রেছ?

শা। ক'রবো? কি জানি কি ক'রবো। আগে তোর কথা শুনিনি, তখন সময় ছিল। তখন যা' করবো ঠিক করেছি তা' করতে পারবো কিনা কে জানে?

প্রী। কি ক'রবে ঠিক করেছিলে।

শা। ঠিক ক'রেছিলাম রাজ্যসুদ্ধ রাজাকে জিউর হাতে সমর্পণ করে ফকীর হ'য়ে তোর হাত ধরে বেরিয়ে পড়বো!

শ্রী। ধন্য রাণী ধন্য! তবে আর বিলম্ব কেন চল!

শা। সে হ'ল না ভাই। যখন স্থির ক'রলাম ঠিক তখনি খবর পেলাম যে জিউ বন্দীশালা থেকে পালিয়েছে। এখন তাকে ধরতে পারবো কিনা কে জানে?

শ্রী। ধরতে পারবে? আবার ধ'রবে কেন? তুমি তো আর তা'কে বাঁধতে চাও না, তবে ধরবার কি দরকার।

শা। যে স্বাধীনতা সে চুরী করে নিয়েছে সেইটা আমি তাকে দান ক'রতে চাই, আর তার সঙ্গে দান ক'রতে চাই আমার যথাসর্ব্বস্ব!

শ্রী। রাণী তোমার ঐ অভিমানটা কি এখনো ছাড়তে পারবে না! যেটা তুমি তাকে দান ক'রতে চাও সেটা সে আপনি পেয়েছে, এইটা যে সহ্য ক'রতে পারছো না তার কারণ এই, যে তোমার যে দয়া বা দানের ইচ্ছা সেটা সে জানতে পারছে না। অর্থাৎ দেওয়ার ইচ্ছাটার চাইতে সেই ইচ্ছাটা প্রচার করবার চেষ্টাটাই তোমার বেশী।

শা। আমার সব কথা আর সব কাজ উল্টো করে দেখে তার একটা কদর্থ বের করা তোর স্বভাব। আমি যে তাকে ভালবেসে দান করলাম সেটা তাকে জানাতে কে না চায়

বল ? তা ছাড়া দানটা তো সম্পূর্ণ হ'ল না। রাজাকে তো তার হাতে দিতে পারিনি।

প্রী। সে আর শক্ত কি ? রাজাকেও মুক্তি দেও। প্রাণের টান যদি তাদের থাকে তবে তারা আপনি গিয়ে এক সঙ্গে জুটবে—আর প্রাণের টান যদি না থাকে তবে এ দান তো বন্ধনেরই নামান্তর হ'বে।

শা। তোর সঙ্গে কোনও দিনই আমার মতের মিল হ'বে না। তুই আমার দিকটা কিছুতেই বুঝবি না। খালি উল্টো দিকটাই বুঝবি। তবু বিধাতা আমার এমনি বাদী যে শেষ পর্যন্ত তোর কথাটাই আগাগোড়া সত্যি হ'য়ে যাচ্ছে। কেবল ঘটনাচক্রে এমনি হ'চ্ছে, কিন্তু বাহাদুরীটা ষোল আনা তোর হ'চ্ছে। তা হোক ! তোর কথাই আমি শুনবো। সত্যিতো আমার সর্ব্বস্ব আমি বিলিয়ে দিতে ব'সেছি—দেওয়ানা ফকির হ'তে বসেছি, লোকে আমাকে কেমন বুঝলো তাতে আমার কি এসে যায়! বুঝুক লোকে ভুল, আমি তোর কথাই শুনবো, এখন কি ক'রবো বল্।

প্রী। জিউকে বাঁধবার যদি কোনও উদ্‌যোগ করে থাকে তবে সে সব বন্ধ কর। সে গেছে—মুক্তি পেয়েছে তা'কে মুক্ত থাকতে দেও।

শা। সুধু তো তাকে বাঁধা নয় প্রীতি এ যে রাজ্য রক্ষার

ব্যাপার! সে বেরিয়ে গিয়ে এক নতুন বুদ্ধি বের ক'রেছে আমায় হিংসা ক'রবার। সমস্ত প্রজাদের সে ক্ষেপিয়ে বিদ্রোহী ক'রেছে। তাদের তো দমন ক'রতে হ'বে— রাজ্য রক্ষা তো ক'রতে হ'বে।

(জয়লার প্রবেশ)

জ। এ সব কি ব্যাপার রাণী! প্রজারা বিদ্রোহী হ'য়েছে বলে তাদের দমন ক'রতে তোমার সৈন্য পাঠিয়েছো। রক্তে যে রাজপথ ভেসে গেল রাণী!

শা। কি ক'রবো রাজা? বিদ্রোহ তো দমন ক'রতে হ'বে।

জ। বিদ্রোহ কিসের রাণী? প্রজারা চায় কি? তারা বাঁচতে চায়। পরিমিত পরিশ্রম করে উপযুক্ত অন্নপান পেয়ে বেঁচে থাকতে চায়। অলস অকর্ম্মণ্য কতকগুলো লোক যে শ্রমিকদের রক্ত দিয়ে কেনা সম্পদ কেড়ে নিয়ে বিলাসে অপব্যয় ক'রবে, সেইটা তারা বারণ ক'রতে চায়! এ অধিকার যদি তা'দের না দেবে রাণী তবে তোমার রাজ্য গড়বে কাকে নিয়ে? ওদের প্রাণ যে এরা সব রোজ রোজ শুষে নিচ্ছে।

শা। রাজা, রাজ্য আর আমার নয় তোমার! তুমি যা চাইবে তাই হ'বে। সেনাপতিকে ডেকে আদেশ দাও কি ক'রতে হবে। কি ক'রলে বিদ্রোহ দমন হ'বে ব'লে দেও।

জ। এ বিদ্রোহ দমন ক'রতে হ'বে না রাণী, একে আগ বাড়িয়ে আলিঙ্গন করে নিতে হ'বে। এ তো বিদ্রোহ নয় রাণী, এ যে মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রাণের অভিযান। তোমার সৈন্য ফিরিয়ে নেও রাণী, চল তুমি আমি গিয়ে ঐ বিদ্রোহকে অভিনন্দন করে' আনি।

শা। (দ্যুবার্ত্তা যন্ত্র লইয়া) সেনাপতি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে তোমার সৈন্য নিয়ে সরে এস, রাজা ও আমি নিজে যাচ্ছি।—চল রাজা আমি প্রস্তুত।

জ। চল।

শা। (জনান্তিকে) প্রীতি তুইও চল। আমি আমার সর্ব্বস্ব বলি দিতে যাচ্ছি প্রীতি, তুই সঙ্গে চল। যদি দুর্ব্বল হৃদয় সাহস হারায়, তবে সাহস দিস, বুক যদি ভেঙ্গে যায় তোর বাহুতে আশ্রয় দিস—চল ভাই।

জ। শান্তা তুমি কাতর হ'চ্ছ? কাজ নেই রাণী! তুমি যেমন ক'রতে চাও তাই কর। আমি কি বুঝি বল। তুমি দুঃখ করো না রাণী।

শা। না রাজা, চল।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

পথ

এক দিক হইতে শান্তা, প্রীতা ও জঙ্গলা ও অপর দিক হইতে কর্ম্মদেবীর প্রবেশ

কর্ম্ম। এ কি? রাজা! রাণী! নিরস্ত্র! ওদিকে কোথায়? আর এক পাও এগিয়ো না তোমরা। বিদ্রোহীরা ভীষণ ক্ষেপে গেছে; সেনাপতি সরে' আসতেই তারা মনে করেছে বুঝি আমরা পরাজিত হ'য়ে ফিরছি! সেই থেকে তারা যে বীভৎস কাণ্ডকারখানা আরম্ভ করে দিয়েছে তা' বলবার নয়। ওখানে তোমরা যেতে পারবে না।

জ। আমি যাব, আমি ওদের শান্ত করবো।

কর্ম্ম। পারবে না রাজা! তারা তাদের নিজেদের নেতাদের কথাই শুনছে না। ওদেরই দলের এক বুড়ো বলছিল তাদের থাম্‌তে, তাকে দেখতে দেখতে টুক্‌রো টুক্‌রো করে তার দেহের উপর তারা নাচতে লাগলো। নিরস্ত্র হ'য়ে তুমি একা ওখানে যেয়ো না রাজা।

জ। তুমি জান না কর্ম্মদেবী, ওরা আমাকে চিনবে—আমার কথা ওরা শুনবে—

কর্ম্ম। ওরা কারু কথা শুনবে না। ওদের মধ্যে রাক্ষসীর অবতার একটা মেয়ে মানুষ আছে; সেই কেবল আগুনের

হলকার মত চারিদিকে ছুটোছুটি ক'রছে—সে যা ব'লছে তাই তারা শুনছে আর কারও কথা শুনবে না।

শা। ও কি! ও আগুন কিসের, আমাদের বড় গোলায়—কর্ম্মদেবী শিগ্‌গির যাও, আগুন নেবাও।

[কর্ম্মদেবীর ছুটিয়া প্রস্থান

ওই গোলা পুড়ে গেলে রাজ্যশুদ্ধ লোক প্রায় অনাহারে মরে যাবে। তুমি না বলেছিলে রাজা ওরা বেঁচে থাকতে চায়? খেয়ে পরে থাকতে চায়?—তাই বুঝি সব খোরাক পুড়িয়ে দিচ্ছে!

জ। আমি কিছুই বুঝছি নে রাণী! এরা কি পাগল হয়ে গেছে? এদের বুদ্ধিশুদ্ধি কি লোপ পেয়েছে—তুমি থাক আমি ওদের মধ্যে গিয়ে দেখি কি হয়েছে।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

(সেনাপতির প্রবেশ)

সে। যাবেন না মহারাজ! রাণীর আদেশে আমি সৈন্য নিয়ে সরে গিয়েছি। তার পর থেকে এই বীভৎস কাণ্ড আরম্ভ হ'য়েছে। আমার সৈন্য এ সব নিবারণ ক'রবার ক্ষমতা সত্ত্বেও কেবল নীরবে দাঁড়িয়ে তাদের সামনে এই সব অত্যাচার দেখছে। রাজা আদেশ দিন, রাণী আদেশ দিন, আমি অগ্রসর হই!

জ। না না সেনাপতি থাক। আমি যাই দেখি।

সে। সে হবে না মহারাজ! আমি কিছুতেই আপনাকে যেতে দিতে পারি না।

জ। রাণী তুমি না আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলে।

শা। সেনাপতি ক্ষান্ত হও, রাজাকে যেতে দাও।

সে। কোথায় যেতে দেব রাণী! মৃত্যুর মুখে ওঁকে আমি তোমার কথায়ও যেতে দেব না।

শা। উনি গেলে প্রজারা শান্ত হ'বে।

সে। না। আচ্ছা যদি যান, তবে আমি একটা বিদ্যুদ্বিক্ষেপক নিয়ে সঙ্গে যাব।

জ। না তোমাকে আমি সঙ্গে যেতে দেব না।

সে। রাজা, আমি বিদ্রোহী! আমি রাজা ও রাণী কারও আজ্ঞা শুনবো না, আমি নিজের ইচ্ছায় সঙ্গে যাব।

জ। আচ্ছা এস।

[জঙ্গলা ও সেনাপতির প্রস্থান

শা। আগুন নেভাবার তো কোনও ব্যবস্থাই দেখছি না প্রীতি, কর্ম্মদেবী কি ঘুমুচ্ছে?

(কর্ম্মদেবীর প্রবেশ)

কর্ম্ম। পারলাম না রাণী, পারবো না। তুমি আমার সঙ্গে সৈন্য নেবার হুকুম দাও।

শা। পারলে না? কর্ম্মদেবীর মুখে একথা নূতন! কি হ'ল? কেন পারলে না?

কর্ম্ম। যন্ত্রীরা সবাই বিদ্রোহীর দলে। তারা নির্ব্বাণ-যন্ত্রগুলি সব অকর্ম্মণ্য ক'রে রেখে গেছে। আমি আর বিজলী আমার নূতন যন্ত্র বের করে নিয়ে যেতে, সামনে তিন চার হাজার বিদ্রোহী আমাদের পথ আগলে দাঁড়াল। বিদ্যুৎপ্রক্ষেপ যন্ত্র দিয়ে আত্মরক্ষা করেছি, কেউ অগ্রসর হ'তে বা অনিষ্ট ক'রতে পারে নি। কিন্তু যদি তাদের জোর করে না তাড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে গোলার কাছে যাওয়া অসম্ভব।

শা। চল, আমিই যাব।

[সকলের প্রস্থান

(জিউর প্রবেশ)

জি। বাঃ বাঃ কি আনন্দ! কি ফুর্ত্তি! কেয়া রোশনাই?—মরণ এখানে তাথৈ তাথৈ করে' নাচছে। রক্ত আজ ঢেউয়ে ঢেউয়ে ব'য়ে চ'লেছে। পুড়ছে, পুড়ছে, শাস্তার সাধের পুরী আজ পুড়ছে! আরও পুড়বে—এ আগুনে সব পুড়বে—জঙ্গলা পুড়বে, শাস্তা পুড়বে—সবাই পুড়ে ছারখার হ'য়ে যাবে!—আর তা'দের সব-দেহের ছাইয়ের উপর আমি ধেই ধেই করে নৃত্য ক'রবো! কেমন শাস্তা ঠাকরুণ!

আমাকে পিষে মারবে না ? একবার সে মাগীকে আর জঙ্গলাকে দেখতে পেতাম !

(বিদ্রোহী দলের প্রবেশ)

১ বি। জয় মা ! রাজা এসেছে বলছে আমাদের সঙ্গে কথা কইতে চায়। আমরা যাব কি ?

জি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—রাজা !—যাবি নে ? রাজা ডেকেছে যাবিনে ? যা'। ভারি ভারি লাঠি, বল্লম নিয়ে যা। কথা বলতে দিবিনে ; সটান মার লাগাবি—আর,—যে তার মাথাটা আনবি তাকে আমি আমার মাথার থেকে এ পালকটা বকশীস দেব ! যা'—

[বিদ্রোহীদের প্রস্থান

জি। যাই না আমিও যাই ! আমি গিয়ে একবার সেই—

(একজন বিদ্রোহীর পুনঃ প্রবেশ)

বি। রাজা নয় মা, সে সেই পরদেশী যে আমাদের সব শিখিয়েছিল। মানে, সেই রাজা—রাজাই এসেছিল পরদেশী সেজে —তার কথা শুনবো না মা ?

জি। কি শিখিয়েছে সে পরদেশী ! সব ভুল শিখিয়েছে—যা তুই রাজার মাথা নিয়ে আয় ; নৈলে আমি তোদের শাপ দিয়ে চলে যাব—

বি। না মা এই চ'ল্লাম ! [প্রস্থান

জি। ওই যে শান্তা সুন্দরী চ'লেছেন!—ও কি! ও কি ফিকির করলে? সবাই উড়ে চল্লে যে আগুনের মাঝখানে। আরে! আগুন যে নেভাতে লেগেছে! গেল যে, আরে মার, মার—মার হতভাগারা—মার— [ছুটিয়া প্রস্থান

(জঙ্গলা, সেনাপতি ও পশ্চাতে বিদ্রোহীদের প্রবেশ।)

সেনাপতি বিদ্যুৎপ্রক্ষেপ যন্ত্র দ্বারা বিদ্রোহীদিগকে সরাইয়া দিল ও বিষবাষ্প দিয়া সকলকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল। তার পর জঙ্গলার কাছে গেল।

সেনা। মহারাজের কি বেশী চোট লেগেছে!

জ। হাঁ সেনাপতি, আমি আর কথা কইতে পারছি না। সেনাপতি, ওরা আমায় মারলে কেন?—

সে। সে কথা ভেবে কষ্ট করবেন না মহারাজ! এখন কথা কইবেন না। (রাজার মূর্চ্ছা। সেনাপতি বাঁশী বাজাইল)

(সেবার ও সহচরীর প্রবেশ)

সেনা। সেবা, মহারাজ অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন, তুমি এঁকে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা কর, আমি রাণীকে সংবাদ দেই!

(সেবা ও সহচরীগণ রাজাকে লইয়া গেল)

সেনা। ধন্য, ওই অদ্ভুতকর্ম্মা নারী! যে কাজ কেউ পারে না তা' সমাধা করেন রাণী শান্তা! বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, বিনা অস্ত্রপ্রয়োগে বড় গোলার আগুন নিভে গেছে।

বিজয়িনী রাণী বড় আনন্দে ফিরছেন !—না জানি রাজার সংবাদ শুনে কি ব্যথিত হবেন। যাই বলিগে। এখন ওঁর কাছে হুকুম নিতে হবে। [প্রস্থান

(জিউ ও একদল বিদ্রোহীর প্রবেশ)

জি। আচ্ছা বড় গোলার আগুন নিভিয়েছে তো কি হ'য়েছে তোরা এইবার দশ দল হ'য়ে দশ দিকে যা।' রাজবাড়ী, আরও দশ বারোটা জায়গায় এক সঙ্গে আগুন জ্বালিয়ে দে ! দেখি কেমন করে নেভান, চাঁদ !

১ বি। তা' হ'লে যে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব পুড়ে যাবে !

জি। যা'ক না পুড়ে ! তবু রাজ্য তো তোদের হ'বে।

২ বি। রাজ্যের আর থাকবে কি ?

জি। বন জঙ্গল পাহাড়—যাই থাক, রাজ্য তো তোদের হ'বে।

১ বি। সে সুখের চেয়ে যে স্বস্তি ছিল ভাল।

জি। বটে রে ! তবে যা ! আমি তোদের শাপ দিয়ে—

২ বি। দোহাই মা, তোমার হুকুমই শুনবো চল্‌রে ভাই—

জি। হাঁ ভাল, রাজার কি ক'রলি ? এই যে সব ধুরন্ধরেরা ঘুমিয়ে র'য়েছেন।

৩ বি। রাজাকে মেরেছে কিন্তু সেনাপতি তার দেহটা নিয়ে গেছে।

জি। একা ? খুব মরদের বাচ্চাতো তোরা !

৩ বি। আচ্ছা দেখে নেবো ঠাকরুণ, তুমিই কত বড় মরদের বেটী। এইবার রাণী শান্তা সব সৈন্য সব যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়েছেন। ওই দেখ সৈন্যেরা ছুটেছে। এখন লড় কত লড়বে। আমি বাড়ী চল্লাম। [প্রস্থান

জি। আসছে শান্তা? এইবার বুঝে নেব তাকে—হাঁ গো রাণী তুমি না আমায় যাঁতা পেষাবে! এইবার একবার ধরবো তো মেরে ছাড়বো।

(শান্তা সেনাপতি ও সৈন্যদল প্রবেশ করিয়া বিষবাষ্পে সকলকে অচেতন করিয়া ফেলিল)

জি। (কষ্টে নিঃশ্বাস লইয়া) মারলে! যাদু করে মারলে—তোর কিছুই ক'রতে পারলাম না শান্তা!

(অজ্ঞান হইয়া পড়িল।)

শা। সেনাপতি, সমস্ত বিদ্রোহীরু দমন হ'য়েছে। এখন যারা অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে রেখে এসো। কারও কোনও অনিষ্ট না হয়। গোলাদারকে বলে দাও সবার বাড়ী বাড়ী খোঁজ করে প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট খাবার জোগাতে। আর এ বিদ্রোহের জন্য কাউকে কোনও শাস্তি দেওয়া হবে না প্রচার করে দেও।

সেনা। আর এই নারী?

শা। ওঃ জিউ! ওকে প্রাসাদে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেও।

নবম দৃশ্য

শান্তার ঘর

শান্তা ও শয্যায় জঙ্গলা

জঙ্গলা। (স্বপ্নাবেশে) বলিহারি মোর জিউ! * * * কাছে আয় না। * * * জিউ!——

শা। (অশ্রুপূর্ণলোচনে) কি ভালই বেসেছিলি জিউ—তাই তোর নারীজন্ম এমন পরিপূর্ণরূপে সার্থক হ'য়ে গেছে! যদি প্রীতির কথা শুনতাম, যদি তোকে গুরু করে প্রেমের উপদেশ নিতাম, তবে হয় তো আমারও জীবন তোর মতই সফল হ'তে পারতো।

জঙ্গলা। (জাগিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি শান্তার হাত ধরিল, তার পর হাত ছাড়িয়া) ওঃ শান্তা!

শা। হাঁ অভাগিনী শান্তা! কিন্তু দুঃখ করো না প্রভু, শান্তা আর তোমার জীবনের বোঝা হ'য়ে থাকবে না।

জ। ছি শান্তা, অমন কথা বলো না। আমি বুদ্ধিহীন, তাই না বুঝে কখন কি বলি তা' মনে ক'রে কষ্ট পেয়ো না। তুমি আমায় এত দিয়েছ, এত ভালবেসেছ, তবু তোমায় বোঝা ভাববো, এত বড় পাপিষ্ঠ আমি নই।

শা। আচ্ছা সে কথা থাক। তুমি কেমন আছ? আজ

দশ দিন তো তোমার ঘুমের ভিতর কেটেছে, এখন কেমন আছ।

জ। এ কথা কেন জিজ্ঞাসা ক'রছো? আমার কি অসুখ করেছিল?

শা। না, তুমি যে বিদ্রোহীদিগের আঘাতে অচেতন হ'য়ে পড়েছিলে তা মনে নেই?—

জ। হাঁ মনে পড়েছে বটে—সে কি দশ দিন হ'য়ে গেছে!

শা। হাঁ! ভিষকরাজ তোমাকে একটা ঔষুধ দিয়ে দশ দিনের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজ তোমার ঘুম ভাঙ্গলো।

জ। আশ্চর্য্য ওষুধ ভিষকের। আমার শরীরে এক ফোঁটাও গ্লানি নেই। কিন্তু শান্তা, বলতে পার কি তারা আমায় মারলে কেন?

শা। সে কথা ভেবো না রাজা! এই পৃথিবীর নিয়ম। যেখানে তুমি ভালবাস, সেখানে পাবে প্রত্যাখ্যান, যেখানে উপকার করবে সেখানে পাবে অকৃতজ্ঞতা। এই ব্যথা মানবের আজন্মের সাথী!

জ। তারা আমায় চিনতে পেরেছিল।—শুনতে পেলাম একজন বল্লে—এযে সেই পরদেশী! কিন্তু তারা আমায় কথা বলতে দিলে না। লাঠি নিয়ে তেড়ে এলো! এমন কেন হ'ল, ওরা তো মোটেই হিংস্র ছিল না।

শা। যা'ক সে সব কথা ভেবে আর কাজ নেই।

জ। বিদ্রোহীদের কি ক'রেছ ?

শা। বিদ্রোহ সে দিন বিনারক্তপাতে দমন করে সবাইকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তার পর দিন সবাই এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে' গেছে। আমি বলেছি যে তোমার হুকুম এই যে তাদের সব দাবী মঞ্জুর হবে। কেমন করে কি করা হবে সে তোমার আরোগ্যের জন্য মুলতবী র'য়েছে।

জ। বড় সুখী হলাম শান্তা !

শা। এখন তুমি কিছু খাও, দশ দিন সামান্যই খাওয়া হ'য়েছে তৃপ্তি খাবার দে।

দশম দৃশ্য

শান্তার প্রাসাদে জিউ ও প্রীতা

প্রী। কি ভাবছো ভাই ?

জি। ভাবছি তোমরা কেমন করে এমন পার ? আমি তোমাদের কি না অনিষ্ট করেছি ! কি সর্ব্বনাশ যে আমি ক'রতে ব'সেছিলাম তা ভাবতেও এখন গায় কাঁটা দিয়ে ওঠে ! তবু তোমরা আমাকে ভালবাসছ !

প্রী। কেন ভালবাসা এত কি শক্ত? আমার তো কোনও দিনই তোমাকে ভালবাসতে একটুও কষ্ট হয় নি? তোমার কি আমায় ভালবাসতে খুব বেশী কষ্ট হ'চ্ছে?

জি। না, কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, কেমন ক'রে আমি তা' পারছি। তুমি যে কি যাদু জান তা' জানি না, তুমি আমার অন্তর থেকে ভালবাসা টেনে বের কর'ছো।

প্রী। আমার নামে এমন একটা অভিযোগ করা কি ভাল হ'চ্ছে ভাই। তোমার ভালবাসায় বোধ হয় কেবল একজনেরই একচেটে অধিকার! তার মধ্যে আমি এসে বাটপারি করে নিচ্ছি! এই ব'লতে চাও!

জি। তোমাদের সঙ্গে কথায় পারবো এমন সাধ্য কি আমার। আমি জঙ্গলের জীব সাদা সিদে কথাই কেবল জানি, জানি যে আমি তোমাকে ভালবাসি!

প্রী। আর রাণীকে?

জি। রাণীকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি তাঁর কত বড় সর্ব্বনাশ ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিলাম। তবু তিনি আমাকে এত যত্ন ক'রছেন—এ আশ্চর্য্য!

প্রী। এ কিছুই হ'ল না ভাই! তাকে ভাল বাসতে পার না কি?

জি। না ভাই, দোষ আমার, স্বীকার করি, কিন্তু তাকে আমি ভালবাসতে পারি না।

(শান্তার প্রবেশ)

শা। জিউ, আমায় ক্ষমা কর।

জি। ক্ষমা! একি কথা রাণী? আমার কাছে তুমি ক্ষমা চাইছ?

শা। হাঁ ভাই ক্ষমাই চাইছি! আমি তোর বড় অনিষ্ট ক'রেছি। কিন্তু বিশ্বাস কর ভাই আমি তা'তে সুখী হ'তে পারি নি! আমি আমার সুখ শান্তি সব হারিয়ে ব'সেছি, আমার সর্ব্বস্ব হারিয়েছি। ভাই তুমি আমায় ক্ষমা ক'রতে পারবে কি?

জি। ক্ষমা! রাণী তুমি আজ জয়ী! আমি পরাজিত! জীবনে কারও কাছে মাথা নোয়াই নি! কিন্তু আজ নোয়ালাম! রাণী, আমি তোমার দাসী! (পদতলে পতিত হইল)

শা। জিউ ওঠো ভাই, আমি তোমার বোন। বোন বলে যদি চিরদিন মনে রাখ তবেই আমি ধন্য হ'ব। প্রীতি, জিউকে ভাই আজ মনের মত করে সাজিয়ে দে—আজ আমার প্রায়শ্চিত্তোৎসব!

প্রী। চল ভাই! এখন একবার বল দেখি ভাই তুমি আমার রাণীকে ভালবাস কি না?

জি। বাসি ভাই! যা' অসম্ভব বলে ভেবেছিলাম তাও রাণী

সম্ভব ক'রেছে ! আমাকে পরাজিত ক'রেছে, আমাকে ভাল বাসিয়েছে !

[জিউ ও প্রীতার প্রস্থান

শান্তা। আমার এই ষোল আনা লোকসানের কারবারে জিউর ভালবাসাই আবার একমাত্র লাভ !

[প্রস্থান

একাদশ দৃশ্য

জঙ্গল।

জ। বড় ব্যথা দিয়েছি আমি শান্তার প্রাণে ! আমার জন্য ও না ক'রেছে কি ? সর্ব্বস্ব আমার কাছে সে বিলিয়ে দিয়েছে ভালবাসে বলে। আর আমি এমন হতভাগা যে স্বচ্ছন্দে তাকে বলে ব'সলাম যে আমি ওর হাত থেকে মুক্তি চাই ! আমি বনের পশু পশুই র'য়ে গেলাম। নিজের তিলমাত্র সুখ স্বস্তি ছাড়তে পারি না, নিজের সামান্য ব্যথার কাছে পরের সমস্ত প্রাণটা বলি দিতে কুণ্ঠিত নই। আর জিউ ! কেন আমি তাকে ভুলতে পারবো না ? সেতো আমায় মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাকে স্মরণ করে আমি যার বুকে ব্যথা দিচ্ছি সে যে তার চেয়ে হাজার গুণ, লক্ষ গুণ বেশী শ্রদ্ধা ও প্রীতির

যোগ্য তা আমার মন বুঝবে না ? কি ব্যথা এই নারীর ! সাগরের মত বিশাল তার হৃদয় আমার মুখের বিন্দুমাত্র ছায়ায় বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে। অথচ আমি দিনরাত তাকে আঘাতের পর আঘাত দিচ্ছি ! এত বড় বিশাল ব্যথা বুকে নিয়ে সে শান্ত চিত্তে আমারই সেবা করে যাচ্ছে—তার সর্ব্বস্ব দিয়ে আমার সেবা ক'রছে—কিন্তু তিলে তিলে তার হৃদয় যে ভেঙ্গে পড়ছে তা' চক্ষের উপর দেখতে পাচ্ছি। এত ব্যথা ! আমি নিতান্ত হতভাগা তাই নিজের ছোট খাট সুখ দুঃখের জন্য এত বড় হৃদয়ে এমনি একটা প্রকাণ্ড ব্যথা দিচ্ছি। আর না—এই শেষ। আজ থেকে নিজেকে লোপ করে দিয়ে আমি শান্তার সেবায় লেগে যাব। জিউ নাম মন থেকে মুছে ফেলবো—

[পশ্চাতে শান্তা ও সুসজ্জিতা জিউ প্রবেশ করিল এবং শান্তা জিউকে অগ্রসর হইতে বলিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল। জিউ অগ্রসর হইয়া জঙ্গলাকে প্রণাম করিল]

জ। এ কে জিউ—জিউ !

(হাত ধরিয়া জিউকে তুলিয়া তফাৎ করিয়া ধরিয়া রহিল, তার পর একবার মুখ ফিরাইয়া বাহুতে চক্ষু ঢাকিল—তার পর আবেগের সহিত) না পারবো না, জিউ—আমার জান (আলিঙ্গন) [কিছুক্ষণ পরে জিউ আপনাকে আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিয়া আসিয়া শান্তার

হাত ধরিয়া জঙ্গলার কাছে লইয়া গেল ; জঙ্গলা দুই জনকে দুইহাতে ধরিয়া আলিঙ্গন করিল।]

জঙ্গলা। (কিছুক্ষণ পরে) চল রাণী এই বার আনন্দ মন্দিরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হ'বে।

যবনিকা পতন।

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মূল্যবান্ সংস্করণের মতই—

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই,—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

—আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, আশাও করেন না আমরাই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক বিলাতকেও হার মানি হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি। বঙ্গসাহিত্যে অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তি উৎকৃষ্ট পুস্তক-পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি।

প্রতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়;

মফঃস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রী করা হয়; গ্রাহ দিগের নিকট নবপ্রকাশিত পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হ পূর্ব্ব প্রকাশিতগুলি একত্র, বা পত্র লিখিয়া, সুবিধানুযায়ী, পৃ পৃথক্ও লইতে পারেন

ডাকবিভাগের নূতন নিয়মানুসারে মাশুলের হার বর্দ্ধি হওয়ায়, গ্রাহকদিগের প্রতি পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে ৮০ লাগিবে অ-গ্রাহকদিগের ৸/০ লাগিবে

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, "গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র দিতে হইবে

১ **অভাগী** (ষষ্ঠ সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

২ **ধর্ম্মপাল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৩ **পল্লীসমাজ** (ষষ্ঠ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪ **কাঞ্চনমালা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

৫। **বিবাহবিপ্লব**—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল